পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 80 Wednesday, 19 February, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৮০ সংখ্যা ❋ ৬ ফাল্গুন ১৪৩১, বুধবার, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘জঙ্গি-যোগ প্রমাণ করতে পারলে মুখ্যমন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেব’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ বাংলায় জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্তর জন্য কথায় কথায় মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার বিধানসভা থেকে এ ব্যাপারে শুধু কড়া প্রতিক্রিয়া জানানোয় নয়, শুভেন্দুর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘আমাকে শুনতে হবে যে জম্মু কাশ্মীরের জঙ্গিদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক? বাংলাদেশের জঙ্গিদের সঙ্গে থাকি? আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানাব, যে যদি টেরোরিস্টদের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক প্রমাণ করতে পারেন তাহলে আমি মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার ছেড়ে চলে যাব।’’ একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, ‘‘বাংলায় মাফিয়াদের কোনও জায়গা নেই। সন্ত্রাসকারী, দাঙ্গাকারীদের আমরা জায়গা দিই না।’’ ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, ‘‘না থাকলেও টেরোরিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলছেন। এর থেকে মৃত্যু হওয়া ভাল!’’ এরপরই ধর্মের নামে রাজনীতি করার অভিযোগে বিজেপিকে আক্রমণ করে বিরোধী দলনেতার উদ্দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘গতকাল বিধানসভার বাইরে কী বলেছেন? আমি ভিডিও দেখেছি। উনি বলেছেন হিন্দু ধর্মের কথা বলতে গিয়ে নাকি ওনাকে বহিষ্কার করা হয়েছে? কবে থেকে উনি হিন্দু ধর্মের নেতা হয়ে গেলেন?’’ খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ‘‘আপনি কথায় কথায় ধর্মের নামে রাজনীতি করেন। ধর্ম নিয়েই তো করে খাচ্ছেন। মনে রাখবেন, এটা বাংলা বলেই সম্ভব। কারণ, আমরা সকলকে বলার সুযোগ দিই। তা বলে ধর্মের নামে বিভাজন বরদাস্ত করব না।’’ বিজেপি বিধায়করা বিধানসভায় না থাকায় এদিন বাজেট অধিবেশনে এসে তা নিয়ে বিজেপিকে খোঁচা দিলেন মুখ্যমন্ত্র। বললেন, ‘‘সংসদে তো আমরা বিরোধী। কিন্তু, সেখানে বৈঠক ডাকলে আমাদের সাংসদরা যান।’’ ২০০৬ সালের নভেম্বরে বিধানসভায় ভাঙচুরের সময় তিনি একটা চেয়ার-টেবিলে হাত দেননি বলেও এদিন মন্তব্য করেন। গতকাল বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী অধিবেশন কক্ষে কাগজ ছিঁড়েছিলেন। তা নিয়ে শাসকদল প্রশ্ন তুললে বিজেপি জবাব দিয়েছিল, সংসদে তো কাগজ ছুড়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তারও জবাব দেন মুখ্যমন্ত্রী। অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘‘আমি তখন কাগজ ছিঁড়েছিলাম কেন? আমি তখন একা ছিলাম সংসদে। আমাকে কোনও কিছু বলতে দেওয়া হত না। বিজেপি, সিপিএম, কংগ্রেস একসঙ্গে আমাকে বলতে দেয়নি। সাতদিন ধরে নোটিস দেওয়ার পরও একটা কথা বলতে দেয়নি। ২০০৪ সালের লোকসভা ভোটে বাংলায় ৩৯ শতাংশ ভোট

পাওয়ার পরও যখন একা হয়ে গিয়েছিলাম, আমায় একটা ভাষণ দিতে দেওয়া হত না। সংসদে প্রশ্ন করতে দেওয়া হত না। এরা তো রোজ বলে। আমি নিজে এদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি।’’ ২০০৬ সালের ৩০ নভেম্বর বিধানসভায় একসময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চেয়ার-টেবিল ভেঙেছিলেন বলে বিরোধীরা অভিযোগ করেছে। এই নিয়ে এদিন বিধানসভায় মমতা বলেন, ‘‘বলা হচ্ছে, আমি নাকি চেয়ার-টেবিল ছুড়েছি। আমি স্পিকারকে বলব, আমাকে প্রমাণ দিতে হবে। আমাকে সিঙ্গুরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। সিঙ্গুর থেকে ফিরে তদান্তীন বিরোধী দলনেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম বিরোধী দলনেতার ঘরে। আমাকে পুলিশ ডেকে আটকাল। আমি বললাম, বিরোধী দলনেতাকে খবর দিন। তা সত্ত্বেও আমাকে মারা হল। তখন আমাদের বিরোধী দল আমাকে নিয়ে এল ভিতরে। আমি তাদের সব ঘটনা বললাম। কীভাবে সিঙ্গুরে আমাকে ঢুকতে দেওয়া হল না। আমার উপর অত্যাচার করা হল। প্রত্যেক টিভি চ্যানেলের কাছে ছবি আছে। দেখে নেবেন, আমাকে আটকেছিল কি না। আমি একটা টেবিলে যদি হাত দিয়ে থাকি, একটা চেয়ারে যদি হাত দিয়ে থাকি। আমি কোনও জিনিসে হাত দিইনি। সেদিন বিস্ফোরক হয়েছিল আমাদের দল। কারণ আমাকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না। আমি তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান। সেদিনও সাংসদ ছিলাম। আমি আসতে পারি। আমি অফিসিয়ালি আসতে চেয়েছিলাম। আমার অধিকারকে খর্ব করে দেওয়া হয়েছিল। সেদিন আমাদের সব বিধায়কদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।’’ এদিন মহাকুম্ভ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘মহাকুম্ভ এখন মৃত্যুকুম্ভ হয়ে গেছে, প্ল্যানিং না করার জন্য এত মৃত্যু হয়েছে।’’ তিনি বলেন, ‘‘বলছে নাকি ৩০ জন মারা গিয়েছে? কত? হাজার হাজার। পবিত্র জল এখন বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে। মৃতদেহ নিয়ে যারা হাইপ তুলছেন আর কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছেন তাদের আমি ঘৃণা করি।’’ এখানেই না থেমে তিনি আরও বলেন, ‘‘এইসব সিরিয়াস বিষয় নিয়ে এত হাইপ তুলতে নেই। প্রপার প্ল্যানিং করতে হয়। মহাকুম্ভে এত লোক মারা গেল। কটা কমিশন করেছেন? এমনকি আমার রাজ্যে যে ডেডবডি এসেছে তাতে একটা ডেথ সার্টিফিকেট পর্যন্ত দেন নি। এরপর তো বলবেন যে হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছে যাতে ক্ষতিপূরণ দিতে না হয়।’’ এর পরে তিনি গঙ্গাসাগর মেলার প্রসঙ্গ তুলে বলেন, ‘‘আমরা গঙ্গাসাগর মেলার সময় কোনও ভিভিআইপিকে অ্যালাও করি না।’’ এরপরই ধর্মের নামে রাজনীতি করার অভিযোগে বিজেপিকে আক্রমণ করে বিরোধী দলনেতার উদ্দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘গতকাল বিধানসভার বাইরে কী বলেছেন? আমি ভিডিও দেখেছি। উনি বলেছেন হিন্দু ধর্মের কথা বলতে গিয়ে নাকি ওঁকে বহিষ্কার করা হয়েছে? কবে থেকে উনি হিন্দু ধর্মের নেতা হয়ে গেলেন?’’ খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, ‘‘আপনি কথায় কথায় ধর্মের নামে রাজনীতি করেন। ধর্ম নিয়েই তো করে খাচ্ছেন। মনে রাখবেন, এটা বাংলা বলেই সম্ভব। কারণ, আমরা সকলকে বলার সুযোগ দিই। তা বলে ধর্মের নামে বিভাজন বরদাস্ত করব না।’’

১১ মার্চের মধ্যে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলার চার্জ গঠন, সময়সীমা বেঁধে দিল হাইকোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী ১১ মার্চের মধ্যে আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলার চার্জ গঠন করার দিন ঘোষণা করবে সিবিআইয়ের বিশেষ আদালত। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে এমনই আশাপ্রকাশ করে সময়সীমা বেঁধে দিল বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ। তাঁর নির্দেশ, আগামী ৩ মার্চের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথি নিরীক্ষণের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে অভিযুক্তদের। বিচারপতির বাগচীর প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ, কীভাবে বিচারপ্রক্রিয়া সংগঠিত হবে, সে বিষয়ে প্রয়োজন হলে বিশেষ আদালতের বিচারক এবং সমস্ত পক্ষের আইনজীবীদের নিয়ে বৈঠক করবে আদালত। তার ফলে নির্দিষ্ট সময় ধরে দ্রুত বিচারপ্রক্রিয়া সংগঠিত করা সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে মামলা সংক্রান্ত নথি অভিযুক্তদের দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সিবিআই। প্রসঙ্গত, আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে প্রথমে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ আনেন আরজি করেরই নন মেডিক্যাল প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। তিলোত্তমা ধর্ষণ খুন কাণ্ডের পর সেই অভিযোগ আরও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। প্রকাশ্যে আসে একের পর এক ভয়ঙ্কর দুর্নীতির অভিযোগ। চিকিৎসার সরঞ্জাম থেকে শুরু করে টেন্ডার দুর্নীতি, এমনকি মর্গে ডেড বডি নিয়েও দুর্নীতি, বর্জ্য পাচারেরও অভিযোগ ওঠে। এই মামলায় গ্রেফতার হন সন্দীপ ঘোষ। সঙ্গে গ্রেফতার হন সুমন হাজরা, আফসার আলি, বিপ্লব সিংহরাও।

‘সংবিধান মানেন না, গোটা রাজ্যে একনায়কতন্ত্র চান’

মমতাকে তুলোধনা শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করার অভিযোগে সোমবার বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী সহ ৪ জন বিজেপি বিধায়ক। তারপরই রাজ্যের বিরোধী দলনেতা জানিয়েছিলেন, মঙ্গলবার অধিবেশন বয়কট করে বিধানসভার বাইরে ধর্না করবেন তাঁরা। সেই বিক্ষোভ-অবস্থান থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অতীত মনে করালেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, বিধানসভাকে নিজের সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করেন মুখ্যমন্ত্রী। সাসপেনশন নিয়ে শুভেন্দুর বক্তব্য ছিল, তাঁকে চারবার সাসপেন্ড করা হয়েছে, এখনও পর্যন্ত পাঁচটা প্রিভিলেজ আনা হয়েছে। এটা হচ্ছে তৃণমূলের এক ধরনের নিত্যকর্ম। আসলে ওরা ভয় পেয়েছে এবং

ইচ্ছে করে তাঁকে বিধানসভা থেকে সাসপেন্ড করেছে। গণতন্ত্রের ইস্যু তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অতীত মনে করিয়েছেন শুভেন্দু। কীভাবে মমতা নিজে গণতন্ত্রকে ‘শেষ’ করেছেন, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। শুভেন্দু বলেন, ‘‘এই বিধানসভাকে একসময়ে কলুষিত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইনিই ২০০৬ সালের নভেম্বর মাসে বিধানসভার সদস্য না হয়েও এখানে ঢুকে সব আসবাব ভেঙেছিলেন। এই মুখ্যমন্ত্রী ২০০৫ সালে আগস্ট মাসে লোকসভায় ডেপুটি স্পিকারকে কাগজ আর চাদর ছুড়ে মেরেছিলেন। আর আজ এই মুখ্যমন্ত্রীই বিধানসভা থেকে লাইভ করছেন। এদিকে বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতাই নেই।’’ শুভেন্দুর খোঁচা, ‘‘সরকার যেমন চালান, দল যেমন চালান, পরিবারের সম্পত্তি হিসেবে এই বিধানসভাকেও নিজের সম্পত্তি হিসেবে ব্যবহার করেন।’’ গোটা রাজ্যে একনায়কতন্ত্র চালাতে চান মমতা, এই দাবি করেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কটাক্ষ, পাঠাগার কমিটি থেকে শুরু করে পুজো কমিটি, শ্মশান কমিটি সব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাই। বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘‘২০১১ সালের পর থেকে রাজ্যকে এমনিতেই শেষ করে দিয়েছেন মমতা। এখন শুধু নিজের রাজত্ব কায়েম করার ইচ্ছে রয়েছে মমতার।’’ শুভেন্দুর এও অভিযোগ, তৃণমূলের সরকারের মদতেই বাংলায় জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্ত। যদিও এই মন্তব্যের পাল্টা দিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রীও।

মহাকুম্ভের ৩৭-তম দিন, এযাবৎ ৫৪ কোটির বেশি ভক্তের পুণ্যস্নান সম্পন্ন

প্রয়াগরাজ, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মঙ্গলবার ৩৭-তম দিনে পড়ল মহাকুম্ভ মেলা ২০২৫। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল, ত্রিবেণী সঙ্গমে মঙ্গলবারও পুণ্যস্নান করেছেন বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীরা। এখনও পর্যন্ত মহাকুম্ভের সঙ্গমে পুণ্যস্নান করেছেন ৫৪ কোটিরও বেশি ভক্ত।উল্লেখ্য, গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া কুম্ভমেলা চলবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, টানা ৪৫ দিন ধরে। মহাকুম্ভে এই নিয়ে ৩টি অমৃতস্নান সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী পুণ্যস্নান হবে আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি (মহা শিবরাত্রি)। দেশ ও বিদেশ থেকে এখনও বিপুল সংখ্যক মানুষ প্রয়াগরাজে আসছেন, সঙ্গমে আস্থার ডুব দেওয়ার জন্য। নিরাপত্তা ব্যবস্থা যথেষ্ট আঁটোসাঁটো রয়েছে।

ভাঙড়ে ব্রিজে ড্রিল করার অভিযোগ স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে, চাঞ্চল্য

ভাঙড়, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দু ঃসাহসিক ঘটনা ভাঙড় দু নম্বর ব্লকের শোনপুরে। সেখানেই বাগজোলা খালের উপর অবস্থিত সোনপুর ব্রিজ ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১০ সালে ভূমি রাজস্ব দফতরের তৎকালীন মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা ও আরাবুল ইসলামের হাত ধরেই গড়ে উঠেছিল এই ব্রিজ। খাল থেকে অনেক উঁচু ব্রিজের নিচে দীর্ঘদিন ধরেই দোকান, পসার চালান স্থানীয়রা। অভিযোগ, স্থানীয় এক ব্যবসায়ী নতুন দোকান করার জন্য ব্রিজের গার্ড রেল ভেঙেছেন রাতের অন্ধকারে। শুধু তাই নয় লোহার শাটার বসানোর জন্য ব্রিজের পিলারে একাধিক ড্রিল করেছেন। রাতের অন্ধকারে এই কাজ হচ্ছিল সোমবার। স্থানীয়রা বলছেন, বিষয়টি শুধু দু ঃসাহসিক নয় সেই সঙ্গে ভয়াবহও। কারণ এমন ঘটনার জেরে ব্রিজ তার সাধারণ ধারণ ক্ষমতা হারাবে এবং যে কোনও সময়.বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।স্থানীয়রা এই বিষয়টি জানতে পেরে উত্তর কাশিপুর থানার পুলিশকে জানালে কাজটি বন্ধ করে পুলিশ। স্থানীয় প্রশাসন এবং শাসকদলের অজ্ঞাতসারে কীভাবে এমন কাজ চলছিল? তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। এভাবে ব্রিজের গার্ড ওয়াল ভেঙ্গে পিলার ফুটো করে শাটার বসানো দেখে অবাক পূর্ত দফতরের ইঞ্জিনিয়াররা। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ জানা যায়।

রিক্সা চালিয়ে বিধানসভা যাত্রা মনোরঞ্জন ব্যাপারির

কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক তথা দলিত সাহিত্য অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা মনোরঞ্জন ব্যাপারি রিক্সা চালিয়ে বিধানসভা গেলেন। মঙ্গলবার সকালে ৯টা নাগাদ কিড স্ট্রিটের এমএলএ হস্টেল থেকে প্যাডেলে পা রেখে শুরু হল তাঁর যাত্রা। খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে নিজেকে উল্লেখ করে এই সিদ্ধান্ত বলে জানান তিনি। চার বছর পর বিধানসভায় রিকশা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি মিলেছে। তাই মঙ্গলবার তিনি নিজে প্যাডেল করে পৌঁছন বিধানসভায়। এ শহরের রাস্তায় চারচাকার দাপটের মাঝে আজ দেখা গেল অন্যরকম ছবি। রাজপথে রিকশা চালাচ্ছেন এক বিধায়ক। আসলে এটাই তাঁর প্রকৃত সত্ত্বা। এমনিতেই বিধায়ক হয়েও মনোরঞ্জন ব্যাপারির সাদামাটা জীবনযাপন অনেকের কাছেই চর্চার বিষয়।নানাসময়ে তাঁর নানা মন্তব্য বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সরাসরি দলের সমালোচনা না করলেও নিজের কাজকর্মের কথা বারবার প্রকাশ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি অন্যদের চেয়ে কিছুটা আলাদা।

নতুন সিইসি হলেন জ্ঞানেশ কুমার, কমিশনার নিযুক্ত বিবেক জোশী

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃনতুন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) হচ্ছেন হলেন জ্ঞানের কুমার। জ্ঞানেশ কুমার হলেন কেরল ক্যাডারের ১৯৮৮ ব্যাচের একজন প্রাক্তন আইএএস অফিসার। তিনি সংসদ বিষয়ক মন্ত্রকের সচিব হিসেবে দায়িত্বভার পালন করেছেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের সঙ্গে যে দু'জন নির্বাচন কমিশনার দায়িত্বে ছিলেন, তাঁদের অন্যতম জ্ঞানেশ। জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের পিছনে অন্যতম ভূমিকা ছিল তাঁর।জ্ঞানেশের ছেড়ে যাওয়া পদে নিযুক্ত হয়েছেন বিবেক জোশী।

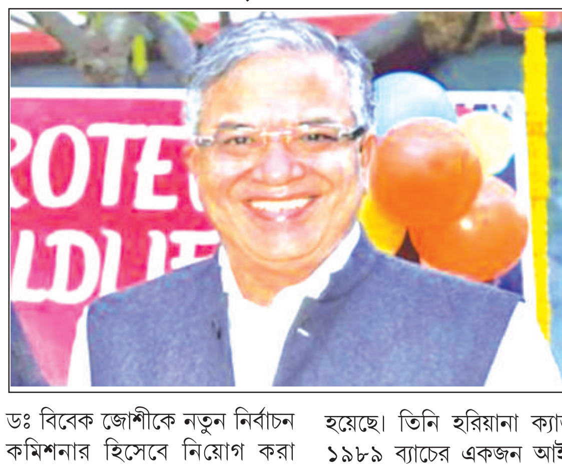

ডঃ বিবেক জোশীকে নতুন নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি হরিয়ানা ক্যাডারের ১৯৮৯ ব্যাচের একজন আইএএস অফিসার। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু উভয় কমিশনারকে নিয়োগ করেছেন। উল্লেখ্য, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদ থেকে রাজীব কুমারের অবসরের আগে তাঁর উত্তরসূরি বাছতে সোমবার বৈঠকে বসেন নির্বাচন কমিটির তিন সদস্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। রাতে কেন্দ্রের তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়োগ করা হয়েছে।

সিরিয়ার ঘটনাবলীর যৌথ কমান্ড রুম আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইলেঃসর্বোচ্চ নেতা

ইরান,১৮ ফেব্রুয়ারিঃইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেছেনঃসিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তকারী, মূল হোতা হলো আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল। চক্রান্তের প্রধান কমান্ড রুম আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইলে রয়েছে।এইসব ঘটনা নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি যে তাদের হাতে সে সম্পর্কে আমাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে। এসব প্রমাণ নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।তাসনিম নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, (গত১১ ডিসেম্বর বুধবার) ইমাম খোমেনি হোসাইনিয়ায় ইসলামি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ীর সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার মানুষ সাক্ষা করেছেন।এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সিরিয়ায় যা ঘটেছে তা আমেরিকা ও ইসরাইলের যৌথ পরিকল্পনার ফসল। হ্যাঁ, সিরিযার একটি প্রতিবেশী সরকার এ ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করেছে এবং করে যাচ্ছে-সবাই তা দেখছে। কিন্তু নিঃসন্দেহে মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তকারী আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল। তিনি সিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সাথে ইহুদিবাদী ও আমেরিকার আচরণকে এর অন্যতম প্রমাণ হিসেবে অভিহিত করে বলেনঃ তারা যদি সিরিয়ার ঘটনার মূল হোতা না হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য দেশের মত তারা কেন নীরব থাকল না? কেন তারা শত শত স্থাপনা, বিভিন্ন কেন্দ্রের অবকাঠামো, বিমানবন্দর, গবেষণা কেন্দ্র, বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ সিরিযার বিভিন্ন এলাকায় বোমাবর্ষণ করার মতো অযাচিত হস্তক্ষেপ করলো?ঘটনার প্রথম দু'য়েক দিনেই সিরিয়ার ৭৫টি পয়েন্টে হামলার কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বীকার করেছে আমেরিকা। বিপ্লবের নেতা এ প্রসঙ্গে বলেনঃ তাদের পাশাপাশি ইহুদিবাদীরাও সিরিয়ার ভূমি দখল করে তাদের ট্যাংক নিয়ে দামেস্কের কাছাকাছি চলে এসেছে। যেই আমেরিকা অন্যান্য দেশের ছোটখাটো সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনায় অনেক বেশি সংবেদনশীলতা দেখায়, তারা একটু প্রতিবাদও তো করলো না, উল্টো বরং তারা সাহায্য করেছে। তো, সিরিয়ার এই ঘটনায় কি প্রমাণ হয় না যে এইসব দুর্ঘটনার পেছনে তাদের হাত রয়েছে?হজরত আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী সিরিয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইহুদিবাদীদের জড়িত থাকার আরেকটি প্রমাণ ব্যাখ্যা করে বলেনঃ শেষের দিনগুলোতে সিরিয়ার একটি অঞ্চলের জনগণের জন্য-বিশেষ করে জয়নাবিয়াহ-এলাকার জন্য কিছু সাহায্য ও ত্রাণ পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু ইহুদিবাদীরা সমস্ত স্থলপথ এবং বিমানপথ বন্ধ করে দেয়। আমেরিকা এবং ইহুদিবাদীরা ওই সাহায্যগুলোকে ফ্লাইটের মাধ্যমেও আকাশপথে স্থানান্তর করতে দেয় নি। যদি তারা সিরিয়ার ঘটনার নেপথ্যে না থাকবে এবং কোন সন্ত্রাসী বা সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, তাহলে তারা সিরিয়ার জনগণকে সাহায্য করা বন্ধ করল কেন?সর্বোচ্চ নেতা বলেনঃপ্রতিরোধ ফ্রন্টের বৈশিষ্ট্য হলোঃ যত বেশি ধাক্কা দেবেন, তত তারা শক্তিশালী হবে। যত বেশি অপরাধযজ্ঞ চালাবেন, তত বেশি উদ্যমী হবে। আপনি তাদের সাথে যত বেশি লড়াই করবেন, তত বেশি তারা বিস্তৃত হবে। আমি আপনাদের বলতে চাই, মহান আল্লাহর ইচ্ছায় প্রতিরোধ ফ্রন্টের পরিধি গোটা পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলকে আগের চেয়ে বেশি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে। এই পুরো অঞ্চলে প্রতিরোধ ফ্রন্ট আগের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী হবে।প্রতিরোধের অর্থ সম্পর্কে যার বিন্দুমাত্র ধারনা নেই, তারা মনে মনে ভাবে, যখন প্রতিরোধ ফ্রন্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখন ইসলামি ইরানও দুর্বল হয়ে পড়বে। আমি আপনাদের দৃড়তার সঙ্গে জানাতে চাই, সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছায়, ইরান অনেক শক্তিশালী এবং সামনের দিকে আরো বেশি শক্তিশালী হবে ইনশাআল্লাহ।অবশ্য যেসব আগ্রাসীর কথা উল্লেখ করলাম তাদের প্রত্যেকেরই একটি উদ্দেশ্য আছে। তাদের লক্ষ্য ভিন্ন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সিরিযার উত্তর বা সিরিযার দক্ষিণ থেকে ভূমি দখল করতে চাচ্ছে, আমেরিকা এ অঞ্চলে তাদের অবস্থান মজবুত করতে চাচ্ছে,এগুলোই তাদের লক্ষ্য। সময়মতো দেখা যাবে তাদের এইসব লক্ষ্যের কোনোটাই অর্জিত হবে না ইনশাআল্লাহ। সিরিয়ার দখলকৃত এলাকা মুক্ত হবে উদ্যমী সিরিয়ান যুবকদের মাধ্যমে এটা যে ঘটবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমেরিকার অবস্থানও মজবুত হবে না, আল্লাহর রহমতে, আমেরিকাকেও প্রতিরোধ ফ্রন্টের মাধ্যমে এ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করা হবে।তিনি গত ১৪ মাসের চাপে হিজবুল্লাহ, হামাস, ইসলামি জিহাদ এবং অন্যান্য ফিলিস্তিনি বাহিনী শক্তিশালী হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এই শক্তিশালী হবার ঘটনাকে সত্যের চিহ্ন হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেনঃবিপর্যয়ের চাপ এবং সাইয়েদ হাসান নাসরুল্লাহকে হারানোর ক্ষতি খুব ভারী ছিল, কিন্তু হিজবুল্লাহর শক্তি এবং মুষ্টি আরো বেশি শক্তিশালী হয়েছে এবং এই সত্য উপলব্ধি করে তারা যুদ্ধবিরতি চাইতে বাধ্য হয়েছে।তিনি ইহুদিবাদীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধাকে জাতিগুলোর জন্য লাল রেখা বলে উল্লেখ করে বলেনঃ ইহুদিবাদী এবং তাদের সহযোগীদের জানা উচিত ঐশি নিয়ম অনুসারে অপরাধ কখনও বিজয় নিয়ে আসে না। আজ সেই ঐশি নীতি এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটছে গাজা, জর্দান নদীর পশ্চিম তীর এবং লেবাননে।বহু বছর ধরে সিরিয়ায় ইরানের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে সর্বোচ্চ নেতা বলেনঃ একটি বিষয় যা অধিকাংশ তরুণ-তরুণীই জানে না তা হলো, সিরিয়া সরকারকে আমাদের সাহায্যের আগে, অর্থা পবিত্র প্রতিরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে যখন সবাই সাদ্দামের পক্ষে এবং আমাদের বিপক্ষে কাজ করছিল, সিরিয়া সরকার তখন ইরানকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিয়েছিল। সিরিয়া সরকার ওই সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নিয়ে ইরাক থেকে ভূমধ্যসাগরে তেলের পাইপলাইন বন্ধ করে দেয় এবং সাদ্দামকে তার আয় থেকে বঞ্চিত করে।তিনি সিরিয়া ও ইরাকে ইরানি যুবকদের উপস্থিতি এবং কিছু ইরানি কমান্ডারের উপস্থিতির কারণ হিসেবে আইএসআইএস মোকাবেলার কথা উল্লেখ করে বলেনঃ আই এসআইএস ছিল নিরাপত্তাহীনতার একটি বোমা। তারা সিরিয়া ও ইরাককে নিরাপত্তাহীন করার পর আমাদের দেশকেও নিরাপত্তাহীন করার চূড়ান্ত লক্ষ্যে কাজ করছিল।আমাদের কর্মকর্তারা খুব দ্রুত বুঝতে পেরেছিলেন যে আইএসআইএসের সন্ত্রাসীযাত্রা বন্ধ করা না হলে নিরাপত্তাহীনতা পুরো ইরানকে ছেয়ে ফেলবে। তাদের সন্ত্রাসী বিপর্যয়ের উদাহরণ আপনারা আমাদের সংসদ, শাহচেরাগ এবং কেরমানের ঘটনাগুলোতে দেখেছেন।সিরিয়ার ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়ের কথা তুলে ধরে তিনি বলেনঃপ্রথম শিক্ষা হল শত্রুকে অবহেলা না করা। সিরিয়ায় শত্রুরা খুব দ্রুত কাজ করেছে কিন্তু তাদেরকে গোয়েন্দা রিপোর্ট আগেই দেওয়া উচিত ছিল এবং তা প্রতিরোধ করা উচিত ছিল। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা কয়েক মাস আগে সিরিয়ার কর্তৃপক্ষকে সতর্কবার্তা পাঠিয়েছিল।আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী আরও বলেনঃইসলামি বিপ্লবের ৪৬ বছরে আমরা ছোট-বড়ো অনেক কঠিন ঘটনা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছি, যেমন সাদ্দামের বিমান তেহরান বিমানবন্দরে বোমাবর্ষণ করেছিল এবং জনগণের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু সমস্ত তিক্ত ঘটনার মুখোমুখি হবার পরও ইসলামী প্রজাতন্ত্র এক মুহূর্তের জন্যও নিষ্ক্রিয় হয় নি।সর্বোচ্চ নেতা তাঁর বক্তৃতার শেষে ইরানের জনগণকে সক্রিয় ও সদাপ্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেনঃআল্লাহর রহমতে এ অঞ্চলে ইহুদিবাদ এবং তাদের পশ্চিমা খবিসদের মূল উপাটন করা হবে।

আলহাবাদিয়াকে ভর্সনা সুপ্রিম কোর্টের, রক্ষাকবচও পেল বিতর্কিত ইউটিউবার

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ কুরুচিকর ও আপত্তিজনক মন্তব্যের জন্য ইউটিউবার রণবীর আলহাবাদিয়াকে তীব্র ভর্সনা করলো সুপ্রিম কোর্ট। তবে, রণবীরকে সুরক্ষা কবচও প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্ট। ''ইন্ডিয়াস গট লেটেন্ট'' নামক একটি শো-তে 'জঘন্য' মন্তব্যের জন্য দেশজুড়ে রণবীরের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হয়। পাশাপাশি রণবীর অভিযোগ করেছে, সে নাকি প্রাণনাশের হুমকিও পাচ্ছে। যদিও, মঙ্গলবার রণবীরকে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা কবচ প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

একইসঙ্গে আলহাবাদিয়া এবং তার সহযোগীদের কিছু সময়ের জন্য শো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত।তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতার শর্তে রণবীরকে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা প্রদান করেছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, আলহাবাদিয়ার লজ্জিত হওয়া উচিত। আমরা আইভরি টাওয়ারে নেই এবং আমরা জানি সে কোথা থেকে কন্টেন্ট কপি করেছে। আলহাবাদিয়াকে ভর্সনা করে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, আপনি যে শব্দ চয়ন করেছেন, বাবা-মা লজ্জিত হবে, বোনেরা লজ্জিত হবে। সমগ্র সমাজ লজ্জিত হবে। বিকৃত মস্তিকের পরিচয়। আপনি এবং আপনার সঙ্গীরা এই হীনতার স্তরে চলে গেছেন। আমাদের একটি বিচার ব্যবস্থা আছে, আইনের শাসনে আবদ্ধ।

বছর বছর পুকুর নদী, নালা শুকিয়ে কাঠ, হারিয়ে যাচ্ছে চুনোপুঁটি থেকে আ-মাছ

ধনঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়,গুসকরাঃবছর বছর পুকুর নদী নালা শুকিয়ে.কাঠ হারিয়ে যাচ্ছে চুনোপুঁটি থেকে আ-মাছ। নদিনালো পুকুরে নিজে থেকে ই অনেক রকমের মাছ হয.।(মানে চাষ করতে হয.না। এদের আ মাছ বলে অনেকে।)সেখানে বেড়ে ওঠে ।বছরের পর বছর ঘুগ যুগ ধরে চলে আসছিল। কিন্তু বছর বছর বেশীরভাগ নদীনালা পুকুর বড়ো বড়ো জলাসয় গ্রীস্মে প্রখর তাপে জল শুকিয়ে.যাচ্ছে।ফলে জলের অস্তিত্ব না থাকায় হারিয়ে যাচ্ছে চুনোপুঁটি থেকে অনেক জলজ প্রাণী। টেঙাারী, কই, মাগুর, শোল, বোয়াল, সিঙ্গি কমে গেলেও যে পুকুরে মাছ চাষ হয.তাদের সাথে মিশে অনেকটা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। চাহিদা তুলনায় কম হওয়ায় দাম হচ্ছে আকাশছোঁয়া। সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে যাচ্ছে। তবে এই মাছের চাষও শুরু হয়েছে। কিছু নদীনালা পুকুরে চুনোপুঁটি ট্যাঙারী কই চাঁদকুড়ো কাজলী দেখা যায়। সাথে শামুক গুগলি কেকরা ঝিনুক সহ বিভিন্ন মাছ। জলজ প্রাণী মাঠে পানা পুকুরে এরা বেড়ে ওঠে ।পরে বর্ষায় জল পেয়ে মাছ সহ অন্যান্য জলজ প্রাণী নদীনালা সহ বিভিন্ন জলাশয়ে ছায়িয়ে পড়ে । জমে থাকা জলে সারাবছর নিজেদের বাঁচিয়ে রাখে। পরে বর্ষার জলে বংশবিস্তার করে প্রচুর বৃষ্টি হলে নদীনালা পুকুর জল মাঠে রাস্তায় ড্রেন দিয়ে ছড়িয়ে পড়ে।অনেক মানুষ এই মাছ ধরে, বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। এবং মানুষ খেয়ে রসনা তৃপ্ত করে । অনেকের বড় মাছের চেয়ে চুনো পুটি মৌরলা মাছের তৃপ্তি আলাদা। বর্তমানে চুনো মাছ চাহিদা তুলনায় বাজারে কম আসে কম। তাই দাম অনেক বেশী হয়ে যাচ্ছে। অযত্নে বেড়ে ওঠা মাছগুলি যেসব জলাশয় বেড়ে ওঠে পুকুর ডোবা, কাঁদর নদী নালা। বর্ষায় জলে ভোরে যায় ।জল থাকে সারা বছর। পরিমানে কম হলেও কিছু কিছু জল জমে থাকে সারা বছর । বিগত কয়েক বছর বর্ষা কম । গ্রীস্মে প্রখর রৌদ্রে, দেশী, তাপমাত্রা বেশী, বেশিরভাগ জলাশয়ে মাছ থাকার মতো বা পাখিতে খাওয়ার মতো জল থাকেনা । বরং বালি মাটি তপ্ত হয়ে ওঠে। বালি কাদার মধ্যে টিকে থাকতে পারে না ফলে অনের বেড়ে ওঠা চুনোমাছ মাঠে পুকুরে কাঁকড়া, শামুক গুগলি নানান জলজ প্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে ।এছাড়া মাঠের জমিতে কীটনাশক রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে মাছ সহ জলজপ্রাণী বাঁচতে পারছে না। কোনরকম বেঁচে গেলেও হারিয়ে যাচ্ছে তাদের প্রজনন ক্ষমতা। জলে নতুন করে বংশবৃদ্ধি হচ্ছে না। নতুন করে মাছ চাষ করার জন্য পুকুরে এক ধরনের নিম খোল দেওয়ার ফলে ছোট বড় মাছ সহ সমস্ত জলজ প্রাণী মারা যায়। আবার নদী বা বড়ো জলাশয়ে মাছ শিকার করার জন্য বা ধরার জলে বিষ দেওয়া হচ্ছে। (সুন্দরবন এলাকা সহ বিভিন্ন নদীতে) যে মাছ ধরা পরছে না, কিন্তু পরে মরে যাচ্ছে বা তারা বংশবিস্তার করার ক্ষমতা হারাচ্ছে মাছ কমে যাওয়ার মাছের চাহিদা তুলনায় যোগান কম হচ্ছে ফলে এইসব মাছের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে। টাকা বেশী হাতে পাওয়ার লোভে এই মাছ ধরার আগ্রহ বা একশ্রেণী মেছুয়াদের। ফলে অযত্নে বেড়ে ওঠা মাছ জলজ প্রাণী কমছে। মানুষের রসনায় টান পড়ছে। হারিয়ে যাচ্ছে জীবনচক্র, জীববৈচিত্র্য । ছোট ছোট মাছ জলজ প্রাণী বড়ো বড়ো মাছ পাখি অন্যান্য প্রাণীর প্রধান খাদ্য। বেঁচে থাকার রসদ । প্রচন্ড গরমে জল শুকিয়ে মাটি ফেটে যাচ্ছে । পশু পাখিদের খাবার মতো জল নেই। দ্রুত মাছ সহ জলজ প্রাণী হারিয়ে যাওয়া হারিয়ে যাচ্ছে জীবনচক্র ও জীববৈচিত্র্য। শুধু প্রখর গ্রীস্মে জন্য নয় জল থৈ থৈ বর্ষা হয়নি কয়েক বছর। ফলে মাছ নির্দিষ্ট জলাশয়ে আটকে যাচ্ছে। সহজে ধরা পড়ে যাচ্ছে। সংখ্যা কমে যাচ্ছে। জলের অভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারছেনা । ভালো বৃষ্টি হলে ভাসতে ভাসতে ছড়িয়ে। বর্ষা বংশ বিস্তার করে । জলের অভাবে বংশ বিস্তার হচ্ছে না । মোট আবার অন্যান্য বড়ো মাছ সহ জলজ প্রাণী ও পাখিদের বেঁচে থাকায় রসদ। দ্রুত মাছ কমতে থাকায় জলজ জীববৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টি হলে জলে থই থই করে ভাসতে ভাসতে নদী, নাল ফলে মাছগুলি ছড়িয়ে পড়ে তাদের জীবনধারন সহজ হয়। কিন্তু বিগত কয়েক বছর বর্ষা নেই। ফলে যে মাছগুলি আছে সবে নির্দিষ্ট জলাশয়ে। ফলে সহজে ধরা পড়ে যাচ্ছে। ফলে তাদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। এমনিতে অনেক মাছ হারিয়ে গিয়েছে। অনেকে শুধু নাম জানা যায় বই থেকে। ধীরে ধীরে সেই হারিয়ে যাওয়া মাছের তালিকা দীর্ঘ হবে খুব তাড়াতড়ি। এখন যে মাছগুলি রয়েছে কিন্তু কমছে সেগুলি দেখে নেওয়া যাক। পুঁটি কুচো চিংড়ি, মৌরলা, চাঁদকুড়ো, কই, , সিঙ্গী, মাগুর, চ্যাঙ, ল্যাটা ছিঙড়ি, খলসে, ভেলে, টাঙরী, গুতে ছুঁই মৌরলা বোরলি, , ওলসা মাছ, গুচি, দারকিনা মাছ, পাবদা জলুই, বাশাপাতা মাছ বা কাজলী, চেলা। আরও অনেক মাছ আছে নাম না জানা বা না মনে পাছে না। এইসব মাছের নাম ও ছবি হয়তো এদের মনে করাবে। জেলা থেকে বাংলা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতির দেশে প্রকৃতির অনেক জলজ প্রাণী হারিয়ে যাচ্ছে। তবে তার থেকেও বেশী দায় কিন্তু মানুষের। মানুষ বেহিসাবি কাজকর্ম প্রকৃতির আচরণ পাল্টাচ্ছে। প্রকৃতির সুফল মানুষই বেশী ভোগ করে। তাই মানুষকেই প্রকৃতির সম্পদ চুনোপুঁটি বাঁচাবার উদ্যোগ নিতে হবে।

হজ যাত্রার জন্য ফিটনেস প্রশিক্ষণ দেওয়া খুবই জরুরি ঃ কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃকেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু মঙ্গলবার দিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে হজ যাত্রীদের জন্য ফিটনেস সচেতনতা কর্মসূচিতে অংশ নেন। হজ যাত্রীদের সুস্থতা ও ফিটনেসের ওপর জোর দিয়েছেন তিনি। কিরেন রিজিজু বলেন, হজ যাত্রার জন্য ফিটনেস প্রশিক্ষণ দেওয়া খুবই জরুরি।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, ভারত থেকে প্রচুর সংখ্যক মানুষ হজ যাত্রায় যান। এ জন্য স্বাস্থ্য ভালো থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লি হজ কমিটি খুব ভালো ব্যবস্থা করেছে। হজ যাত্রার জন্য ফিটনেস ট্রেনিং দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যাতে সেখানে পৌঁছনোর পর তাঁদের কোনও সমস্যা না হয়। আমি দিল্লি হজ কমিটি এবং পুরো টিমের প্রশংসা করতে চাই। তারা খুব ভালো কাজ করেছে।দিল্লি রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারপার্সন এবং বিজেপি নেত্রী কাউসার জাহান বলেন, হজ যাত্রায় শারীরিক সুস্থতা একটি প্রধান ভূমিকা পালন করে। আমরা হজযাত্রীদের মধ্যে শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই কর্মসূচির আয়োজন করেছি। আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজুকে ধন্যবাদ জানাই, যিনি এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক ওমরের, নতুন ফৌজদারি আইন নিয়ে হয়েছে চর্চা

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লিতে কেঃদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের উপরাজ্যপাল মনোজ সিনহাও। জম্মু ও কাশ্মীরে নতুন ফৌজদারি আইন প্রয়োগের বিষয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছে এদিন। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওমর আব্দুল্লাহ বলেছেন, দেশে যে ফৌজদারি আইন কার্যকর হয়েছে এবং কী পরিমাণে ব্যবহার হচ্ছে তা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ক্রমাগত পর্যালোচনা করছেন। এই ক্ষেত্রে এবার জম্মু ও কাশ্মীরের পালা।ওমর আব্দুল্লাহ আরও বলেছেন, এর আগে ১১টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে পর্যালোচনা বৈঠক হয়েছিল। অনেকাংশে, এই আইনগুলি বাস্তবায়নে জম্মু ও কাশ্মীরের ভূমিকা ভাল ছিল। যে জায়গাটিতে একটু দুর্বলতা রয়েছে তা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা সংশোধন করা হবে। যেহেতু এগুলি নতুন আইন এবং জনগণকে আইন সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত, নির্বাচিত সরকারকে কিছুটা অগ্রগতি করতে হবে।

সমস্ত ভাল কাজের বিরোধিতা করা সপা-র অভ্যাসে পরিণত হয়েছেঃযোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ সমাজবাদী পার্টির তীব্র সমালোচনা করলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর কথায়, রাজ্যের স্বার্থে সমস্ত ভাল কাজের বিরোধিতা করা সপা-র অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। মঙ্গলবার উত্তর প্রদেশ বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিন সভায় বক্তব্য রাখার সময় যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, এটা আপনাদের সমস্যা, আপনারা (সমাজবাদী পার্টি) প্রতিটি ভালো কাজের বিরোধিতা করেন, যা রাজ্যের স্বার্থে। এই ধরনের বিরোধিতার নিন্দা করা উচিত। এই লোকজন নিজেদের সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়াবে, কিন্তু সরকার যদি অন্যের ছেলেমেয়েদের সুযোগ-সুবিধা দিতে চায়, তাঁরা তাঁদের উর্দু পড়াতে বাধ্য করবে, তাঁরা চায় তাঁরা মৌলবি হোক।যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেছেন, উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন উপভাষা, ভোজপুরি, আওয়াধি, ব্রজ এবং বুন্দেলখণ্ডি এই সভায় সম্মান পাচ্ছে এবং আমাদের সরকারও এই সবের জন্য বিভিন্ন একাডেমি গঠনের প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই সভা কেবল বিশুদ্ধ সাহিত্যিক এবং ব্যাকরণ পণ্ডিতদের জন্য নয়। কেউ যদি হিন্দিতে সাবলীলভাবে কথা বলতে না পারে, তবে তার ভোজপুরি, আওয়াধি, ব্রজ বা বুন্দেলখণ্ডিতেও নিজস্ব মতামত উপস্থাপনের অধিকার পাওয়া উচিত।

পুলওয়ামার ত্রালে সন্দেহজনক বস্তু উদ্ধার, ধ্বংস করল সুরক্ষা বাহিনী

শ্রীনগর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ সন্দেহজনক বস্তু উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার ত্রালে। মঙ্গলবার সকালে ত্রালের পিংলিশ নাগওয়াড়িতে একটি সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া যায়, বস্তুটিকে ঘিরে রাখে সুরক্ষা বাহিনী। খবর দেওয়া হয় বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডকে, পরে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল সন্দেহজনক বস্তুটি ধ্বংস করে।অন্যদিকে, দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় মঙ্গলবার ৭ কেজি ওজনের আইইডি উদ্ধার করেছে সুরক্ষা বাহিনী। শোপিয়ান জেলার কাশওয়া চিত্রগাম গ্রাম থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৭ কেজি ওজনের আইইডি। সেই আইইডি ধ্বংস করা হয়েছে।

শ্রীনগরের নূন্যতম তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি, ভূস্বর্গে বৃষ্টি ও তুষারপাতের পূর্বাভাস

শ্রীনগর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে জম্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আবহাওয়া দফতর। ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি হালকা বৃষ্টি হতে পারে। ২০ ফেব্রুয়ারি জম্মু ও কাশ্মীরের বেশিরভাগ অংশে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত প্রত্যাশিত এবং কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি ও তুষারপাত হতে পারে। শীতের দাপট এখনও অব্যাহত কাশ্মীরে, মঙ্গলবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।জম্মু অঞ্চলে কাশ্মীর উপত্যকার চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হতে পারে, এছাড়াও চেনাব উপত্যকার রামবান, কিশতওয়ার এবং ডোডা জেলাগুলিতে মাঝারি

থেকে ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। পীর পাঞ্জল রেঞ্জে প্রবল তুষারপাত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, বিশেষ করে গুলমার্গ, সিন্থন টপ, পিয়ার কি গালি এবং মুঘল রোডের পাশের এলাকাগুলিতে। ২১ ফেব্রুয়ারির পর থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে, এরপর ফের শুষ্ক হয়ে উঠবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া।

১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি হিমাচলে তুষারপাত ও বৃষ্টির পূর্বাভাস, জারি সতর্কতা

শিমলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ হিমাচল প্রদেশে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আবহাওয়া দফতর। ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে হালকা বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ১৯ ফেব্রুয়ারি পশ্চিমী ঝঞ্ঝা প্রভাবিত করতে পারে হিমাচল প্রদেশকে, এরই প্রভাবে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।যদিও ২১ ফেব্রুয়ারির পরে বৃষ্টিপাত কমে যাবে, তবুও ২১-২৩ ফেব্রুয়ারি লাহৌল-স্পিতি, কিন্নর এবং চম্বা, কাংড়া এবং কুল্লুর উঁচু পাহাড়ি অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি ও তুষারপাত হতে পারে। ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ও বজ্রাঘাতের হলুদ সতর্কত জারি করা হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৬ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ১৯ফেব্রুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ০৪ ফাল্গুন, চান্দ্রঃ ৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১ ফাল্গুন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ১ ফাল্গুন ১৯৪৬, মৈতৈঃ৬ ফাইরেন, আসামঃ২৮ মাঘ, মুসলিমঃ ৫-শা'বান-১৪৪৬ হিজরী।শীতলা ষষ্ঠীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৬ঃ৫০ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৩ঃ৫৯।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ০৪ঃ০৮(৪) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৫ঃ২১(৪)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৫ঃ১৬ঃ৩৩ দং ৫৭৩০১২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃঅশ্বিনী রাত্রিঃ১২ঃ৪৬ঃ১২ দং ৪৬১৪২০ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণঃগর রাত্রিঃ ০৬ঃ২৭ঃ২৮ দং ৩০২৬২২.৫ পর্যন্ত পরে বণিজযোগঃশুভ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ০৬ঃ৫৭ দং ৫২৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শুক্রঅমৃতযোগঃদিন ০৮ঃ৩০ঃ২১ থেকে - ১০ঃ৪৩ঃ৪৭ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০২ঃ২৬ঃ১০ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ১০ঃ৩৯ থেকে - ০৪ঃ৩৯ঃ৩৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ০৬ঃ১৫ঃ৩৬ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৫০ঃ১০ থেকে - ১১ঃ২৪ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ০১ঃ৫৯ঃ১৮ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ২১ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃ দিন ১২ঃ৫৭ঃ১৩ থেকে - ০১ঃ৪১ঃ৪১ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রিঃ১২ঃ১৬ঃ১৬ থেকে - ০১ঃ০৭ঃ৪৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০৭ঃ৪০ঃ১৯ থেকে - ০৯ঃ০৩ঃ৪৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০১ঃ১৩ঃ৫৪ থেকে - ০২ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ ০৭ঃ০০ঃ৪১ থেকে - ০৮ঃ৩৭ঃ১৭ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৯২২০৩৩ (২২) ৪ পদচন্দ্রঃ ০১৫৫০২১ (২) ১ পদমঙ্গলঃ ২২৬২২০ (৭) ২ পদবুধঃ ৯২১৫১৪৫ (২২) ৪ পদ বৃহস্পতিঃ১১৭৪২১৯ (৪) ৩ পদ শুক্রঃ১১৩৩৮১৮ (২৬) ১ পদ শনিঃ১০২০৪৪৩২ (২৫) ১ পদ রাহুঃ১১৭৪৩৪৩ (২৬) ২ পদকেতুঃ ৫৭৪৩৪৩ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রি বৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃমকর রাশি সকাল ০৬ঃ৪৭ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ০৮ঃ২০ঃ৫০ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৯ঃ৫১ঃ৫৪ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১১ঃ৩২ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০১ঃ৩০ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০৩ঃ৪৪ঃ১০ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৫ঃ৫৯ঃ৫৪ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ১১ঃ১৩ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ১০ঃ২১ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্রি ১২ঃ৩৫ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫১ঃ২০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৫৬ঃ৩৭ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে বা।ছে তাপমাত্রার পারদ। ফেব্রুয়ারি মাস এখনও শেষ হয়নি, এরই মধ্যে উষ্ণ হয়ে উঠেছে দক্ষিণবঙ্গ। আগামী কিছু দিন একটু একটু করে তাপমাত্রা বা।বে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। শীতের আমেজ আর সেভাবে অনুভূত হবে না।বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.১ ডিগ্রি বেশি। দু'দিন আগেও যতটুকু শীত অনুভূত হচ্ছিল, বুধবার সকালে আর শীত অনুভূত হয়নি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু'দিন তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের হবে না। কিছু কিছু জেলায় কুয়াশাও থাকতে পারে।।জোয়ার-সকাল৭ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫ মিনিট। ভাটা-সকাল ৯ টা ৫০মনিট এবং রাত ২ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৯মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৫মিনিট

জল জীবন মিশনের উদ্যোগে

হাওড়ায় একাধিক এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে তৎপরতা শুরু

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া,১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ জল জীবন মিশনের উদ্যোগে গ্রীষ্মকাল পড়তে না পড়তেই হাওড়ায় একাধিক এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে তৎপরতা শুরু হয়েছে। হাওড়ার জগবল্লভপুর ব্লকের জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ দেখে সন্তোষ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় পরিদর্শকের একটি দল। প্রসঙ্গত গরম পড়তে না পড়তেই পানীয় জলের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে বলে জল জীবন মিশনের পক্ষ হতে জানানো হয়। রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে জল জীবন মিশনের কাজ চলছে।এই পরিদর্শক টিমের নেতৃত্বে আছেন ডবিনর সিং বাজয়া। সোমবার জগবল্লবপুরের শিয়ালডাঙা,মাজু গ্রাম পঞ্চায়েত দুটির বেশ কয়েকটি জায়গায় গিয়ে পরিদর্শক দল টি,ব্লক আধিকারিক ,জন প্রতিনিধিদের নিয়ে ঘোরেন। শুধু তাই নয়,নিজেরা ট্যাপ খুলে জলের ফ্লো দেখেন। এছাড়াও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে সমস্যা বোঝার চেষ্টা করেন। তবে পরিদর্শকের দল পরিদর্শনের শেষে জগবল্লভপুর ব্লকের জল জীবন মিশনের কাজে বেশ খুশী বলে জানিয়েছেন তাঁরা। জল জীবন মিশনের দায়িত্বে থাকা হাওড়ার ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ বসু জানান,আমরা এলাকার বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি মেনে এই কাজ করেছি। ফলে জলের ফ্লো নিয়ে আপাতত কোন সমস্যা চোখে পড়ে নি। যা ওনারা ও জানিয়েছেন। এদিন জগবল্লভপুর ব্লকের বি ডি ও উৎপল দাস মুহুরি, জগবল্লভপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রঞ্জন কুন্ডু ও পরিদর্শক দলের সঙ্গে ছিলেন। প্রসঙ্গত জল জীবন মিশন প্রকল্পের সহায়ক সংস্থা হিসাবে রয়েছে কুল্টিকরী মাদার টেরিজা সোস্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, সংস্থার পক্ষ হতে জানানো হয় যে কাজের অগ্রগতি খুব ভালো। তবে এখন জলের ফ্লো থাকলে ও প্রবল দাবদাহের সময় জলের ফ্লো কতটা থাকবে তাই দেখার বলে অভিমত দিয়েছে এলাকার বহু মানুষ।

আমের মুকুল ঝড়া আটকাতে কি করনীয়, নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কৃষি বিশেষজ্ঞর পরামর্শ

উজ্জ্বল বঃেদ্যাপাধ্যায়,জয়নগর ঃ মরশুমি ফলের মধ্যে অন্যতম হলো আম। যা একটি অর্থকরী ফল।ফলের রাজা বলা হযে.থাকে আমকে। আম একটি গ্রীষ্মকালীন ফল। সাধারণত ফেব্রুয়ারি মাসে আম গাছে মুকুল আসা শুরু করে। তবে শুরুতে গাছ ভরে যায.মুকুলে কিন্তু সেই মুকুল বাঁচিযে.রাখা অনেকটাই কঠিন ব্যাপার হযে.থাকে। কারণ মুকুলে অনেক পরিমাণে ফুল থাকে। আমরা অনেক সময.ভাবি আমাদের গাছে অনেক মুকুল আসছে কিন্তু তবুও কেন ফুলগুলো ঝরে পরে যাচ্ছে, এই সমস্ত কথা অনেক আম চাষিই বলে থাকে। আম গাছের একটা ডালে অনেকগুলো ফুল থাকে, যদি ওই একটা ডাল থেকে একটা ফল ও হয.তাহলে একে বাম্পার ফলন বলা হবে। কিন্তু এই বাম্পার ফলন টিকিযে.রাখা সম্ভব হয.না। তারপরও অনেক সময. অসময়ে. বৃষ্টি বা ঝড়ের জন্য আমের মুকুল ঝড়ে পরে যায।যেখানে আমের প্রচুর পরিমাণে ফলন হওযার কথা সেখানে আম ঝড়ে পরে যায। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বৃষ্টির জন্য অথবা পরিচর্যার অভাবে। কিন্তু কিভাবে বাঁচাবে ঝরে যাওযা.মুকুল গুলি ঝড়ে পাার কারন টা কি। মূলত আমের ফুলগুলোকে একত্রে আমের মুকুল বলা হযে. থাকে।আমের মুকুলের মধ্যে হাজার হাজার ফুল থাকে। পুরুষ এবং স্ত্রী ফুল একসাথেই থাকে। এই মুকুল থেকেই আমের গুটি আসা শুরু করে। এই মুকুল থেকে আমের গুঁটি জন্মায।মূলত আমের ফুল গুলোকে একত্রে আমের মুকুল বলা হযে. থাকে। আমের মুকুলের মধ্যে হাজার হাজার ফুল থাকে। পুরুষ এবং স্ত্রী ফুল একসাথেই থাকে। এই মুকুল থেকেই আমের গুটি আসা শুরু করে। এই মুকুল থেকে আমের গুঁটি জন্মায। মুলত হপার পোকার আক্রমণে মুকুল ঝড়ে পাার একটি অন্যতম কারন বলে মনে করেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। এর পাশাপাশি প্রাকৃতিক কারণ যেমন বৃষ্টি, ঝড়, বন্যা, শিলা বৃষ্টির জন্য মুকুল ঝড়ে পরে। মাটিতে রসের অভাব হলে আমের মুকুল ঝড়ে পরে যায। কিভাবে বাঁচাবেন আমের মুকুল তা তুলে ধরলেন নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেঃেন্দ্রর প্রধান সিনিয়র কৃষি বিজ্ঞানী ড.চঃ দন কুমার মন্ডল। তিনি বলেন,প্রথমত আমবাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,আগাছামুক্ত ও খোলামেলা অবস্থায.রাখতে হবে।ম।। ডালপালা ছেঁটে ফেলতে হবে। শীতের পর গরম শুরু হয।এই সমযটাতে আম গাছের প্রচুর জলের প্রযোজন পরে। তাই গাছের গোড়াতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পায.তা লক্ষ্য রাখতে হবে। ফুল থেকে যখন ফল মটর দানার মতো হবে তখন একটা স্প্রে করতে হবে হপার পোকা দমনের জন্য। সাধারণত মুকুল আসার আগে হপার পোকার জন্য স্প্রে করতে হয।হপার পোকার জন্য ডাযাজিনন ৬০ ইসি বা লেবাসিড ৫০ ইসি চা চামচের ৪ চামচ ৮.৫ লিটার জলে মিশিযে.১৫ দিন পর পর দুই বার স্প্রে করতে হবে।আমটা যখন গুটি আকার ধারণ করবে তখন ১০-২০ দিন পর পর বোরিক এসিড ৬ গ্রাম১০ লি. জলে স্প্রে করলে আমের গুটির পরিমাণ বেড়ে যাবে। আম গাছের পাশে মৌমাছি পালন করতে হবে প্রাকৃতিক পরাগাযনের জন্য। এ ছাড়া আম বাগানে বিভিন্ন জাতের আম গাছ লাগাতে হবে এবং পাশাপাশি বিভিন্ন ফুল গাছ লাগাতে হবে যাতে বিভিন্ন পোকামাকড় পরাগাযনে সহযোগিতা করে।লক্ষ্য রাখতে হবে গাছে যখন ফুল ফুটে যাবে তখন কোনো প্রকার স্প্রে করা যাবে না। আম গাছে মুকুল আসার আগে স্প্রে করা যেমন জরুরি না, তেমনি মুকুল ফোটার পর স্প্রে করার জরুরি নয।তাই এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে আমের মুকুল ঝরে পড়া থেকে অনেকটাই রক্ষা করা যাবে।এবং ভালো ফলন হবে।

উলুবেড়িয়ায় উদ্ধার অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির দেহ, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িযায়, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ার ১৬ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশ থেকে মুখ বাঁধা অবস্থায় উদ্ধার হল অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির দেহ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, অন্য কোথাও খুন করে তাঁর দেহ এখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে। দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকালে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উলুবেড়িয়ার শরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই সব তথ্য দেওয়া সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। পুলিশ মৃতের নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা করছে।

ব্যান্ডেলে রেলের কোয়ার্টার ভাঙার কাজ শুরু, ক্ষেপে গেলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক

বনস্পতি দে, হুগলি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বিধায়কের টার্গেট রেলের কর্মীরা। ‘ না কেন? আপকে ঘর ম্যায় বঁটি নেহি হ্যয়, কাটারি নেহি হ্যয়? ওসব লেকে মারো উসকো’, সাধারণ মানুষকে এমনই নিদান দিচ্ছেন খোদ শাসকদলের বিধায়কের। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের আওতায় এসেছে ব্যান্ডেল স্টেশন। ঘটনা হুগলি জেলার ব্যান্ডেল এলাকার। তাই সেখানে বদলের হাওয়া। বদলে যাবে স্টেশনের খোলনলচে। উন্নত হবে পরিবেশ-পরিস্থিতি। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন স্টেশন সম্প্রসারণ। তাই রেলের আওতায় থাকা ব্যান্ডেল আম-বাগান, লোকোপাড়া এলাকায় পরিত্যক্ত জমিতে কাজ শুরু করতে চাইছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু সেই এলাকাতেই বছর বছর ধরে পরিত্যক্ত কোর্য়াটারগুলি দখল করে বসবাস করছেন বহু মানুষ। রেলকর্মীরা উঠে গেলেও, মাথার উপর ছাদ জোগাতে দখলদারি নিয়েই সেখানে থাকছেন তারা। মূলত, দিনমজুর ও পরিযায়ী শ্রমিকদেরই ওখানে বসবাস বেশি। এদিকে, ব্যান্ডেল স্টেশনের সম্প্রসারণে সেই পরিত্যক্ত কোয়ার্টার এলাকা হাতছাড়া করতে নারাজ রেল কর্তৃপক্ষ। তাই সম্প্রতি লোকোপাড়া বসবাসকারীদের দেওয়া হয়েছে উচ্ছেদের নোটিস। আর সেই ইস্যুতেই সুর চড়িয়েছেন চুঁচুড়ার তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। কিছুদিন আগেই এই রেলের উচ্ছেদ নোটিস জারি করা নিয়ে একটি বৈঠক করেন তৃণমূল নেতা। তাঁর দাবি, যথাযথ পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ করা যাবে না। সোমবার, সেই প্রসঙ্গেই ওই এলাকায় যান অসিত মজুমদার। গিয়ে দেখেন ইতিমধ্যেই কোয়ার্টার ভাঙার কাজ শুরু করে দিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। আর তাতেই যেন ক্ষেপে লাল হয়ে যান বিধায়ক। সেখানে দাঁড়িয়েই বাসিন্দাদের বলেন, ‘ বঁটি, কাটারি আছে? তাহলে মারছেন না কেন? মারুন ওদের।’ উচ্ছেদ আটকাতে কার্যত ‘ পথকেই যেন বেছে নিতে বলেন বিধায়ক। তাঁর আরও দাবি, ‘ কুকুর তাড়ানো যায় না। ৪০-৫০ বছর ধরে এরা এখানে আছে। এই ভাবে উচ্ছেদ করা যায় নাকি? রেলকে এদের পুনর্বাসন দিতে হবে।’ এরপর তিনি বলেন, ‘যা বলেছি, ঠিক করেছি। দাদা আছে, দাদাগিরি এখানে চলবে না।’ স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই পরিত্যক্ত এলাকা থেকে বসবাসকারীদের উচ্ছেদ ও সম্প্রসারণের টেন্ডার নিয়েছেন নাকি একজন তৃণমূল কর্মীই। সেই কথা শুনতেই বিধায়ক বলেন, ‘ করে খাওয়ার জায়গা নয়। আমি যদি খবর পাই, তৃণমূলের কোনও কাজে তাকে রাখব না।’ অবশ্য এই উচ্ছেদের প্রসঙ্গে বিজেপি হুগলি সাংগাঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, ‘ যে সব কোয়ার্টারে রেলের কেউ থাকেনা। তাদের উচ্ছেদের কথা বলেছে। বিধায়ক রাজ্য সরকারের জায়গায় তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করুক। তা না করে আইন হাতে তুলে নিতে বলছেন।

‘বাংলার মাটি বাংলার জল’ গানটিকে রাজ্য সঙ্গীত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা বাংলার মাটি বাংলার জল গানটিকে রাজ্য সঙ্গীত হিসাবে ব্যবহার করার কথা ঘোষনা করেছে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ এর জারি করা এক নির্দেশিকায় গানটির একটি স্তবক উল্লেখ করে তা এক মিনিট গাওয়ার কথা বলা হয়েছে। রাজ্য সঙ্গীত চলাকালীন উঠে দাঁড়ানো বাধ্যতামূলক না করা হলেও সেটা হলে উতসাহব্যাণজক হবে বলে সরকারি ভাবে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য রাজ্য সরকার ২০২৩ সালে এক জোড়া সিদ্ধান্তে বিধানসভায় পয়লা বৈশাখকে রাজ্য দিবস হিসাবে পালন করার পাশাপাশি বাংলার মাটি বাংলার জল গানটি রাজ্য সঙ্গীত হিসাবে পাশ করিয়েছিল।

২০-২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গ্রিন লাইনে সম্পূর্ণ অবরোধ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, তারিখ.১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়া মযদান থেকে সল্টলেক সেক্টর ভি পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব-পশ্চিম মেট্রো করিডোর (গ্রিন লাইন) তে যোগাযোগ ভিত্তিক ট্রেন নিযন্ত্রণ (সিবিটিসি) সিস্টেমের পরীক্ষার জন্য, পূর্বে ঘোষিত ঘোষণা অনুসারে, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা ২০.০২.২০২৫ থেকে ২৩.০২.২০২৫ (শনিবার এবং রবিবার সহ চার দিন) পর্যন্ত আরও একটি সম্পূর্ণ ট্র্যাফিক ব্লক মঞ্জুর করতে চলেছে। এই সময়ের মধ্যে কেবল পূর্ব-পশ্চিম করিডোরে কোনও পরিষেবা পাওয়া যাবে না। মূল সময়সূচী অনুসারে এই দিনগুলিতে ব্লু লাইন, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইন সম্পূর্ণরূপে চালু থাকবে। গ্রিন লাইন মেট্রো যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

কলেজ ছাত্রীকে বিয়ের প্রস্তাব রাজি না হওয়ায় মারধর, ধৃত দুই অভিযুক্ত

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় এক কলেজ পড়ুয়া যুবতীকে বাড়ি ফেরার সময় কলেজের সামনে থেকে স্কুটি করে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে তাঁকে অ্যাসিড মারার হুমকি দিয়ে চিৎকার বন্ধ করে দিয়ে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল তিন যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, দুটি স্কুটি করে এসে তুলে নিয়ে গিয়ে গৌরদহ চার্জ সংলগ্ন মাঠে ফেলে মারধর করা হয়। তারপরে সন্ধ্যায় বাড়ির সামনে গিয়ে ফেলে দেওয়া হয় যুবতীকে। তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশে চোট লেগেছে। ওই যুবতী চম্পাহাটি সুশীলকর কলেজের বি এ দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। বাড়ি বেলেগাছি পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণ পল্লী এলাকায়। সোমবার রাতেই যুবতীর পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে জখম অবস্থায় বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বারুইপুর থানায় অভিযুক্ত যুবক শ্বাশত বৈদ্য সহ তিন জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। ঘটনার পরে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ওই যুবতী সহ তাঁর পরিবার। যুবতীর অভিযোগ, কলেজে পরবর্তী পরীক্ষা দিতে এলে গুলি করে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছে অভিযুক্ত শ্বাশত্ব বৈদ্য। তিন বছর ধরে অভিযুক্তের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক ছিল যুবতীর। সম্প্রতি অভিযুক্ত বিয়ের প্রস্তাব

অভিযুক্ত দীর্ঘদিন ধরেই হুমকি দিত ঐ যুবতীকে। এমনকী তাঁকে রাস্তায় উত্তক্ত করত অভিযুক্ত। সোমবার ও কলেজে যাওয়র সময় যুবতীকে ফলো করেছিল সে। যুবতীর মার প্রশ্ন, মেয়ে কলেজে যেতে পারবে না। রাস্তায় বেরোতে পারবে না। আমরা কোথায় যাব। জানা গিয়েছে, দিয়েছিল। আর তা যুবতী ফিরিয়ে দিতেই এমন ঘটনা বলে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। মূল অভিযুক্ত,শ্বাশত বৈদ্য ও রাকেশ দাসকে জীবনতলা থেকে গ্রেফতার করলো বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃত দুজনকে মঙ্গলবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

প্রকাশ্য দিবালোকে এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে খুনের চেষ্টা বজবজে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রকাশ্য দিবালোকে এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে খুনের চেষ্টা বজবজে। গ্রেফতার অভিযুক্ত। বজবজ ট্রাফিকে কর্তব্যরত এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে ধারালো অস্ত্রের কোপ। মঙ্গলবার সকালে দঃ ২৪ পরগনার বজবজ থানার চড়িয়াল মোড়ে ঘটনাটি ঘটে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কিন্তু কী কারণে এই হামলা তা এখন ও স্পষ্ট নয়। এদিন সকালে বজবজ এলাকায় উত্তম চন্দ্র প্রামানিক নামে ৩৬ বছরের এক সিভিক ভলান্টিয়ার ট্রাফিকের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন রাস্তায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন,সেই সময় এক যুবক একটি ব্যাগ নিয়ে উত্তমের কাছে আসে। হঠাই ব্যাগ থেকে ধারালো অস্ত্র বের করে উত্তমকে এলোপাথাড়ি কোপাতে শুরু করে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন উত্তম। সঙ্গে সঙ্গে এক প্রত্যক্ষদর্শী অটোতে করে তাঁকে প্রথমে বজবজ হাসপাতাল নিয়ে যায়।পরে বজবজ থানার সহযোগিতায় বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় তাকে। আপাতত সেখানেই আশঙ্কা জনক অবস্থাতে চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই সিভিক ভলান্টিয়ার। আহত সিভিক ভলেন্টিয়ারের বাড়ি বজবজের চন্ডিপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়,ওই আততায়ীর নাম বিনয় কয়াল। খড়িবেড়িয়ার বাসিন্দা। তাকে গ্রেফতার করেছে বজবজ থানার পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে ওই ধারালো অস্ত্রটিও। কিন্তু কী কারণে এই আক্রমণ তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে প্রকাশ্য দিবালোকে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে

মাইক বিভ্রাট বিধানসভায়, তড়িঘড়ি মেরামত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মাইক বিভ্রাট বিধানসভায়। মঙ্গলবার বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনের পঞ্চম দিনে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম বিগড়ে যায়। যখন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বক্তব্য রাখতে যান, তাঁর আসনের মাইক কাজ করেনি। পাশের আসনে সরে গিয়ে বক্তব্য রাখতে জানানো হয়। বিভাগীয় কর্মীদের নজরে তা আনা হয়। সবুজ বোতাম চাপলে লাল আলো জ্বলে ওঠে। অধ্যক্ষ বিমান বন্দোপাধ্যায় বলে ওঠেন, কী হচ্ছেটা কি! অধ্যক্ষের বক্তব্য শোনার পরে তড়িঘড়ি ছুটে আসেন ভারপ্রাপ্তরা। এর কিছু সময় পরে তা কাজ শুরু করে। জটিলতা দূর হয়ে।

নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করলো পুলিশ মৈপীঠে

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ পুলিশের তৎপরতায় আটকানো গেল এক নাবালিকার বিয়ে। বিয়ে বন্ধ করলো কুলতলির মৈপিঠ উপকূল থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মৈপিঠ উপকূল থানার ওসি শান্তনু বিশ্বাসের নির্দেশে পুলিশের বিশেষ টিম সোমবার রাতে মৈপীঠের নগেনাবাদ এলাকা থেকে এক নাবালিকাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় মৈপিঠ উপকূল থানায়। তাপস মান্না নামে এক যুবক ঐ নাবালিকাকে ফুসলিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টার মুহূর্তে এমনই খবর পেয়ে সোমবার রাতে ঐ নাবালিকা ও ঐ যুবককে যুবকের বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মঙ্গলবার ঐ নাবালিকাকে গড়িয়া জে জে বি আদালতে পাঠানো হয়। এবং ধৃত যুবক তাপসকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয় মৈপিঠ উপকূল থানার পক্ষ থেকে।

১৮৯ তম জন্মবর্ষে পরম গুরু শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ মাননীয় বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য মন্ত্রী বিধায়ক আধিকারিকগন বিধানসভার লবিতে । ছবি সুবল সাহা

উধাও শীত, ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গে বদলাবে আবহাওয়া

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ শীতের আমেজ আর নেই, উল্টে চাছে তাপমাত্রার পারদ। কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গেই মঙ্গলবার উর্ধ্বমুখী তাপমাত্রার পারদ, আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়া বদলে যাওয়ার পূর্বাভাস। দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় রয়েছে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টি হতে পারে বুধ ও বৃহস্পতিবার। তার আগে মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেড়ে ২৩.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪.৯ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়ায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়াও কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি হতে পারে।

বাজেট পেশ করবেন উপমুখ্যমন্ত্রী দিয়া কুমারী

জয়পুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজস্থানের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী দিয়া কুমারী বুধবার সেই রাজ্যের বিধানসভায় ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরের বাজেট পেশ করবেন। মঙ্গলবার উপমুখ্যমন্ত্রী রাজ্য বাজেট চূড়ান্ত করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্য সচিব (অর্থ) অখিল অরোরা, সচিব (বাজেট) দেবাশীষ পৃষ্টি, সচিব (ব্যয়) নবীন জৈন, সচিব (রাজস্ব) কুমারপাল গৌতম, নির্দেশক (বাজেট) ব্রিজেশ কিশোর শর্মা প্রমুখ।

বেসরকারি হাসপাতাল থেকে প্রেসিডেন্সি জেলে ফিরলেন প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ‘ রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার তিনি ইএম বাইপাসের ধারের বেসরকারি হাসপাতাল থেকে প্রেসিডেন্সি জেলে ফিরলেন। জেলে থাকাকালীন ১৬ জানুয়ারি দুপুরে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। শুরু হয় শ্বাসকষ্ট। জেলের চিকিৎসকরা প্রথমে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করেন। এরপরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এসএসকেএমে পাঠানোর। সেদিনই ভর্তি করানো হয় তাঁকে। এই পরিস্থিতিতে সূত্রের দাবি, ২৩ জানুয়ারি থেকে শারীরিক অবস্থান আরও অবনতি হয়েছে পার্থর। সেই সময় তিনি আদালতে জানান, এসএসকেএম হাসপাতালে যথাযথ চিকিৎসা হচ্ছে না। যে হাসপাতালে যথাযথ চিকিৎসা হবে সেখানে যাতে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হোক। আদালত সেই আর্জি মেনে নেয়। ২৮ জানুয়ারি বাইপাসের ধারের একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে প্রায় ২০ দিন চিকিৎসা চলে। তারপরই মঙ্গলবার তাঁকে হাসপাতালে থেকে ছাড়া হয়।

ইমামি রিয়েলটি নিউ আলিপুরে ইমামি আমোদ নির্মাণের সূচনা, ভূমি পূজন এবং এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার উদ্বোধন দিয়ে করলো

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ১৮ ফেব্রুয়ারী ঃ প্রখ্যাত ইমামি গ্রুপের রিয়েল এস্টেট শাখা, ইমামি রিয়েলটি নিউ আলিপুরের জেমস লং সরণীতে অবস্থিত ইমামি আমোদ প্রকল্পে ভূমি পূজন এবং এক্সপিরিয়েন্স সেন্টারের উদ্বোধন করলো। এই প্রকল্প থেকে প্রায় ₹৮৫০ কোটি রাজস্ব অর্জনের আশা করা হচ্ছে। সাইটে নির্মাণের সূচনা উপলক্ষে ভূমি পূজন অনুষ্ঠান অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, এবং এতে সম্মানিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন, যেমন শ্রীমতী কাকোলি বাগ - কাউন্সিলর ১১৯ নম্বর ওয়ার্ড, শ্রী মোহন গোয়েঙ্কা, ভাইস চেয়ারম্যান এন্ড হোলটাইম ডিরেক্টর ইমামি লিমিটেড, ডঃ নিতেশ কুমার, এমডি এবং সিইও ইমামি রিয়েলটি লিমিটেড, ডঃ আদিত্য ভি আগরওয়াল - নন-এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর ইমামি লিমিটেড। এই অনুষ্ঠানটি ইমামি আমোদ প্রকল্পের উন্নযনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, যা তার বিলাসবহুল সুবিধা এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে বিলাসী জীবনযাত্রার পরিচয় দেয়। ভূমি পূজার পাশাপাশি ইমামি রিয়েলটি ইমামি আমোদে এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার ও উদ্বোধন করেছে। এক্সপিরিয়েন্স সেন্টার সম্ভাব্য বাসিন্দাদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ভবিষ্য এক ঝলক দেখানোর সুযোগ দেয, যেখানে প্রদর্শিত হয়েছে অসাধারণ ৩ বি.এইচ.কে এবং ৪ বি.এইচ.কে অ্যাপার্টমেন্ট, অত্যাধুনিক ক্লাব হাউস, ইনফিনিটি সুইমিং পুল এবং অনন্যা মিউজিকাল ফাউন্টেন। এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার প্রকল্পের উদ্ভাবন এবং স্থায়িত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করতে ডিজাইন করা হয়েছে। ডঃ নিতেশ কুমার এমডি এবং সিইও ইমামি রিয়েলটি লিমিটেড, এই প্রকল্প সম্পর্কে তার উত্তেজনা প্রকাশ করে বলেন, আমরা কলকাতায় এমন একটি প্রকল্প নিয়ে আসতে পেরে আনন্দিত যা বিলাসিতা এবং প্রকৃতির সমন্বয় ঘটায়। ভূমি পূজা এবং এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার উদ্বোধন শহুরে জীবনে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। ইমামি আমোদ শুধুমাত্র একটি আবাসিক ঠিকানা নয় এটি একটি জীবনশৈলী। ইমামি আমোদ কলকাতায় বিলাসবহুল জীবনযাত্রাকে নতুনভাবে সংজ্ঞায়িত করতে প্রস্তুত, যেখানে রয়েছে জাঁকজমক এবং প্রশান্তির একটি মিশ্রণ। প্রকল্পটিতে একটি চিত্তাকর্ষক ১ একর আয়তনের ঝিল, যা মুগ্ধকর মিউজিক্যাল ফাউন্টেন সহ, ল্যান্ডস্কেপ গার্ডেন এবং এমন সব সুবিধা প্রদান করে যা বাসিন্দদের জীবনমান উন্নত করবে। ৪ একর এলাকা জুড়ে ইমামি আমোদে চারটি চমকার ডিজাইন করা টাওয়ার রয়েছে, যেখানে রয়েছে প্রশস্ত এয়ার-কন্ডিশন্ড ৩ বি.এইচ.কে এবং ৪ বি.এইচ.কে অ্যাপার্টমেন্টস, সার্ভেন্ট রুমসহ। এই অ্যাপার্টমেন্ট গুলো বাসিন্দাদের তাদের বাড়ির ভিতরে দেয়াল যোগ করে সহজে কাস্টমাইজ করার সুযোগ দেয়। ইমামি আমোদের প্রতিটি কক্ষে একটি প্যানোরামিক বারান্দা রয়েছে যা শান্ত অ্যাকোয়া সেরেনিটি ঝিলের ১৮০ ডিগ্রি দৃশ্য প্রদর্শন করে, যার মধ্যে কলকাতার প্রথম মিউজিক্যাল ফাউন্টেন রয়েছে। এটি শান্তিপূর্ণ, আইকনিক ১ একর ঝিল ব্যক্তিগত কেবানাসহ একটি পুনরুজ্জীবিত পরিবেশ তৈরি করে। ইনফিনিটি সুইমিং পুল অসাধারণ ঝিলের দৃশ্য সহ দৈনন্দি আরামে গৌরব প্রদান করে। এক্সক্লুসিভ রুফটপ সুবিধা গুলোর মধ্যে রয়েছে যোগ ডেক, স্টারগাজিং ডেক এবং স্কেটিং রিঙ্ক, যা বাসিন্দাদের নিউ আলিপুরের স্কাইলাইন দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগ দেয়। থিমেটিক গার্ডেন গুলির মধ্যে রয়েছে ফ্রাগ্রান্স গার্ডেন, স্কাল্পচার গার্ডেন এবং টপিয়ারি গার্ডেন, যা সৌন্দর্য এবং শান্তিপূর্ণ স্থান প্রদান করে। খেলাধুলা এবং ফিটনেস সুবিধার মধ্যে রয়েছে ক্রিকেট নেট, পিকল বল এবং বাস্কেটবল কোর্ট, এবং অত্যাধুনিক জিম, যা সমস্ত বয়সের উৎসাহী ব্যক্তিদের জন্য উপযুক্ত। এন্টারটেইনমেন্ট এবং ওয়েলনেস সবসময় নাগালের মধ্যে রয়েছে, যেমন অ্যাম্পিথিয়েটার, প্রিমিয়াম ক্লাব বার লাউঞ্জ সহ, এবং একটি স্পা ও ওয়েলনেস সেন্টার। ইমামি আমোদ বিলাসিতা সঙ্গে সাসটেইনেবিলিটি একত্রিত করেছে, যেখানে পরিবেশবান্ধব বৈশিষ্ট্য যেমন ইভি চার্জিং পয়েন্ট এবং ভিআরভি এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম রয়েছে। ১০-স্তরের সিকিউরিটি সিস্টেম একটি নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা নিশ্চিত করে, যেখানে বাসিন্দাদের জন্য একটি নির্ভরযোগ্য পরিবেশ তৈরি হয, এবং ভাস্তু-অনুকূল অ্যাপার্টমেন্ট গুলি সুষম শক্তির প্রবাহ নিশ্চিত করে। যারা শৈলী, আরাম এবং পরিশীলিত দ্বারা সংজ্ঞায়িত একটি পরিশীলিত জীবনযাত্রা খুঁজছেন, তাদের জন্য, নিউ আলিপুরের ইমামি আমোদ শহরের সবচেয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আসন্ন বিলাসবহুল প্রকল্পগুলোর মধ্যে একটিতে বাস করার একটি বিরল সুযোগ দেয়।

সুন্দরবনে নদী বন্ধন প্রকল্প চালু হলে এলাকার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বাড়বে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য বাজেটে নদী বাঁধ সংস্কারের জন্য নদীবন্ধন প্রকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়। আর এই প্রকল্পে কাজ পাবার আশায় সুন্দরবনের মানুষ। সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকার নদীবাঁধ সংস্কারের প্রযোজন হয. প্রতিবছর। আগেএই কাজ হত ১০০ দিনের কাজের টাকায়। কিন্তু এই প্রকল্পের টাকা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় কাজ পায়নি অনেকেই। ফলে অনেকেই বাধ্য হয়ে এলাকা ছেড়ে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে ভিন রাজ্যে কাজে চলে গেছে। কিন্তু এই নদী বন্ধনের নাম ঘোষণার পর তাঁরা আবার এলাকায় কাজ পাবার আশায় ফিরে আসবে। ফলে নদীবাঁধের পাশাপাশি এলাকার অর্থনৈতিক লাভ হবে বলে মনে করেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ সদস্য উদয় হালদার। ভাঙন রোধের পাশাপাশি বিভিন্ন নদী ও জলাভূমির সংযোগ স্থাপনের মতো বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে এবারের বাজেটে। স্থানীয় মানুষ জন বলেন, এত দিন শুধু ভাঙন রোধের প্রতিশ্রুতি পেয়ে এসেছি। এবার সত্যি করে ভাঙন রোধের ব্যবস্থা হচ্ছে জেনে খুশি হলাম।আর জেলা পরিষদ সদস্য উদয় হালদার বলেন, সু ন্দরবন নদী মাতৃক এলাকা।

বিরোধীরা অন্য প্রাজাতির, সিপিআইএমের দিকে অভিযোগের তির সাংসদ বিপ্লবের

আগরতলা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা অন্য প্রজাতির। মঙ্গলবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক দিশার বৈঠকে কার্যত বিরোধী দল সিপিআইএমের বিধায়কদের এভাবেই তীর্যক ভাষায় আক্রমণ করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এদিন আগরতলায় একটি বেসরকারি হোটেলে পশ্চিম জেলার ডেভেলপমেঃট কো-অর্ডিনেশন এন্ড মনিটরিং কমিটির এই পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন স্কিমগুলির জেলাভিত্তিক পর্যালোচনার কাজ চলছে। এরই অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার রাজধানীর একটি হোটেলে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট এন্ড মনিটরিং কমিটির পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই কমিটির চেয়ারম্যান হলেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। এদিনের পর্যালোচনা বৈঠকে পৌরোহিত্য করেন তিনি। এই পর্যালোচনা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা মিনারানী সরকার সহ পশ্চিম জেলার অধীন বিভিন্ন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। তবে তারা সকলেই শাসক দলের। এই বৈঠক প্রসঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের প্রায় ৪৭-৪৮টি স্কিমের কাজ রাজ্যে চলছে। এই উন্নয়নমূলক কাজগুলি পর্যালোচনা করার জন্য এই বৈঠক ডাকা হয়েছে। বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তিনি আরো জানান, সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির কাজ সময়মত সম্পন্ন করার বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়েছে। এই বৈঠকে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার অধীন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকলেও তারা ছিলেন সকলেই শাসক দলের। বিরোধী দলের কোন জনপ্রতিনিধিকে এই বৈঠকে দেখা যায়নি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা লোকসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব নাম না করে মূলত সিপিআইম দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে ক্ষোভের সুরে জানান, তারা অন্য প্রজাতির। সারাদেশেই তারা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। রাজ্যে কংগ্রেসের দৌলতে কয়েকটি আসন পেয়েছে। তিনি আরো বলেন, আগামী দিনে তাও থাকবে না। নেতাদের অসংবিধানিক ব্যবহারের জন্য এই দশা হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৮০ সংখ্যা, বুধবার, ৬ ফাল্গুন, ১৪৩১

নয়া ভারত গড়তে প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনা

সম্পাদকীয়

নয়া ভারত গড়তে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নতুন করে পরিকল্পনা তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি দেশের আর্থিক কাঠামোকে শক্তিশালী করার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছেন। সেই কারণে স্বদেশি শিল্পপতিদের আরও বেশি সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিয়ে দেশিয় শিল্পের প্রসার বৃদ্ধি করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি শিল্পপতিদের হাত ধরতে শুরু করেছেন তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সারা বিশ্ব যখন আর্থিক দিক দিয়ে বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে গিয়েছে তখন তার মধ্যে থেকে ভারত আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হতে চেষ্টা করছে। ভারত এবারে করোনা টিকা বিক্রি করে যে আর্থিক লাভ করেছে তা বলতে গেলে একেবারে অতুলনীয়। করোনার টিকা বের করে রাশিয়া বা আমেরিকা এত বেশি লাভ করতে পারেনি। আসলে কোভিশিল্ড করোনার টিকা হিসাবে বেশ নাম করে। এর মধ্যে ভারত যেমন আর্থিক লাভ পেয়েছে পাশাপাশি ব্রিটেনও লাভ করেছে। কারণ কোভিশিল্ড করোনার টিকা পেটেন্ট ছিল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়। যার ফলে লাভের একটি অংশ ইংল্যাণ্ডকে দিতে হয়েছিল। সেই কারণে ভারত ব্রিটেন ব্যবসা বাণিজ্যকে আরও বেশি করে গতিশীল করে দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে বিলাতে গিয়ে উপস্থিত হন ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর। তিনি বলেছেন ভারতের আসল কারিগর হচ্ছেন ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি ভারতের আর্থিক অবস্থাকে শক্তিশালী করার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন। এদিকে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হয়েই নেহরুর পথকে পরিত্যাগ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। জোট নিরপেক্ষ নীতি থেকে সরে আসতে শুরু করে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। যদিও ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জোট নিরপেক্ষ নীতির ওপরে ভর দিয়ে চলতে শুরু করেছে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন নিরপেক্ষ হয়ে থাকার কোনও মানে হয় না। নিরপেক্ষ থাকলে গেলে যে আর্থিক শক্তি থাকার প্রয়োজন রয়েছে তার করতে সময় লাগবে। ভারতের আর্থিক শক্তির ওপরে অতীতে বেশি জোর দেওয়া হয়নি। ভারত আর বেশ কিছু দিন চলতে থাকলে ভারতের অবস্থা শ্রীলঙ্কার মতো হতো বলে তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি এসেই ভর্তুকি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। নোট বন্দি করে বেশ কয়েক কেটি টাকা উদ্ধার করেছেন যা কালো টাকা হিসাবে বাজারে পরিচিত ছিল। এরপরে তিনি দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন কাশ্মীরের ব্যাপারে। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন ভারতের রোজগারের একটি বড় অংশ কাশ্মীরকে রক্ষা করতে ব্যয় হয়ে থাকে। সেই কারণে তিনি কাশ্মীরকে কেন্দ্র শাসিত রাজ্যে পরিণত করলেন। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন নেহরুর কাশ্মীর নীতিতে তিনি গ্রহণ করছেন না। তিনি তাকে প্রত্যাখান করতে শুরু করেছেন। নেহরুর নীতির ফলে তিব্বতে ভারতে যে অধিকার ছিল তাকে হারাতে হয়েছে। কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদীরা রাজ করতে শুরু করেছিল। তাদের হাতেই কাশ্মীরের শাসন ব্যবস্থা চলে গিয়েছিল। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা কাশ্মীর অধিকার করে বসেছিল। নেহরুর উদার নীতি দেশকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়েছিল। বিজেপি দলের একজন নেতা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যে ভারত ভাগ হয়েছিল কার ওপরে ভিত্তি করে। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল কী কারণে? তা নিয়ে এখন বিশদে আলোচনা করার খুবই প্রয়োজন। ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা লাভ করাটা একটা বড় ধরনের বুল সিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে। সেই সম.য়ে ভারতের রাজনীতিতে যারা কর্ণধার ছিলেন তাদের সম্মতির ওপরে ভিত্তি করে ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা লাভ করে। লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতকে ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি করে স্বাধীনতা দিয়ে গেলেন তা কিন্তু তাঁর একার সিদ্ধান্তে নয়। সেখানে কিন্তু ভারতের নেতাদের সম্মতি ছিল। প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ভারত ভাগ করে স্বধীনতা লাভের কথা চিন্তা করতে পারেনি। তারা চেয়েছিল অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা। তাদের আত্মত্যাগের কথাকে অস্বীকার করে ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা গ্রহণ করে। তার ফলে ভারতের আর্থিক শক্তি থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক শক্তি কমতে শুরু করেছিল। নেহরু নীতিই ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা হয়েছিল কিনা তা কেউ বলতে পারবে না। তবে সেই সময়ে নেহরু ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা পাওয়ার ব্যাপারে কোন আপত্তি করেনি বলে সবাই মনে করে থাকে। ব লা হয়ে থাকে নেহরু ভারত ভাগ করে ক্ষমতা পাওয়ার দিকে পা বাড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে ভারত ভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি করার পিছন জিন্না সাহেব এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সেই সময়ে পাকিস্তান সৃষ্টি করার পক্ষে মত প্রকাশ করতে থাকেন। তাঁকে ভারত ভাগ করে স্বাধীনতা লাভের যে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন তাকে স্বার্থক রূপ দেওয়াই ছিল তখন সব নেতাদের প্রধান লক্ষ্য। ভারত ভাগকে কেউ আটকে রাখ তে পারেনি। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে কোনও একতাবোধ জাগ্রত ছিল না। তার ফলে ভারত ভাগ করে হয়ে গিয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে বলা যেতে পারে। পাকিস্তান যদি সৃষ্টি হয় ইসলামিকদের নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে তাহলে ভারত কেন হিন্দুদের নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিতে তৈরি থাকবে না। ভারতকে হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে প্রস্তুত থাকতে হবে। সেই কারণে ভারতের প্রদানমন্ত্রী রাম মন্দির নির্মাণের ওপরে বেশি করে জোর দিয়েছেন যা নেহরু করতে পারেননি বা বলতে সাহস করেনি। তিনি ভরাতকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন। আর পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে ইসলামিক দেশ হিসাবে। ভারত থেকে ইসলাম ধর্মের মানুষদের পাকিস্তানে চলে যাওয়া উচিত ছিল। তা কিন্তু হয়নি। বহু ভারতীয় ইসলাম ধর্মের মানুষ পাকিস্তানে গিয়ে বসবাস করতে চায়নি। তারা তাদের জন্মভূমি ভারত ত্যাগ করে পাকিস্তানে বাস করতে অনীহা প্রকাশ করে। তার ফলে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে ঘোষণা করতে হয়। আর আজকে মোদি সেই নীতির পরিবর্তন করতে চেষ্টা করছেন। খুব ধীর গতিতে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে। ভারতকে হিন্দু ধর্ম রাষ্ট্র বলে আখ্যায়িত করলে বাধা কোথায় তার পথকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। তিনি তো পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে যে দৃষ্টিভঙ্গির ওপরে ভিত্তি করে আজকে ভারত সেই দিকে লক্ষ্য রেখে নতুন করে ভারত গড়ে উঠবে তাতে কারোর তো বাধা দেওয়া উচিত নয়।

সম্পাদকীয়

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সাব সব জানি হবে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মা দুর্গা সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের কর্মচিন্তা

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মায়ের শক্তির ওপরে নির্ভর করে জাগতিক নিয়ম কানুন চলে। বেদ বেদান্ত সব কিছুই ভরসা করে রয়েছে মায়ের শক্তির ওপরে। প্রকৃত মাতৃশক্তির সংজ্ঞাকে বুঝতে হবে। পড়তে হবে। তার থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। নিজেকে নিষ্ঠাবানে পরিণত করতে হবে। মনের এবং শরীরের শক্তির প্রভাব বৃদ্ধি করতে হবে। সব বিষয়ে পারদর্শি হতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ঠাকুর বলতেন, সবার শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরম সত্যের উপাসক হতে হবে।

স্বল্পায়ু সুকান্ত রচনা করলেন বেঁচে থাকার গান

সুকান্তের কবিতা এক রৈখিক নয়, বরং বিষয় বৈচিত্র্যে ও লৈখিক দক্ষতায় অনন্য অসাধারণ

কৌশিক দাশ

সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯২৬ সালের ১৫ আগস্ট কলকাতার কালীঘাটের মহিম হালদার স্ট্রিটে নানার বাড়িতে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে। তার বাবা নিবারণ ভট্টাচার্য ছিলেন একটি লাইব্রেরির স্বত্বাধিকারী, যা একাধারে ছিল বইয়ের ক্ষুদ্র প্রকাশনা ও বিক্রয়কেন্দ্র। আর মা সুনীতি দেবী। তাদের পৈত্রিক বাড়ি ছিল ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার কোটালীপাড়ার ঊনশিয়া গ্রামে। সুকান্তের নাম সুকান্ত রেখেছিলেন তার জ্যাঠাতো বোন রাণী ভট্টাচার্য। রাণী ভট্টাচার্য ছিলেন অসম্ভব সাহিত্য পড়ুয়া। তৎকালীন সময়ের জনপ্রিয় সাহিত্যিক মণিন্দ্রলাল বসুর সুকান্ত গল্পটি পড়ার সময় সুকান্ত নামটা নিয়েছিলেন রাণী ভট্টাচার্য। শৈশবে সুকান্তের সবচেয়ে আপনজন ছিলেন এই রাণীদি। একদিন আচমকা রাণী ভট্টাচার্যের মৃত্যু হলো, ভীষণ ভেঙে পড়েছিলেন সুকান্ত। সেই শৈশবেই একইসঙ্গে মাকে হারানো। রাণী ভট্টাচার্যের মাধ্যমেই সাহিত্যে হাতেখড়ি সুকান্তের। রাণী ভট্টাচার্য রাতে ঘুমাতে গিয়ে শোনাতেন নানা গল্প, কবিতা, ছড়া। রাণীদির মৃত্যু আর মাকে হারানোই চঞ্চল সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবনে নিঃসঙ্গতা নিয়ে এলো। সুকান্তের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সূচনা হয় কমলা বিদ্যামন্দিরে ভর্তি হওয়ার মধ্য দিয়ে। সেখানে থাকা অবস্থাতেই সাহিত্যের প্রতি মোহ সৃষ্টি হয় সুকান্তের। মাত্র ৮ কিংবা ৯ বছর বয়সেই বিদ্যালয়ের সাময়িকী সঞ্চয় শিরোনামে প্রকাশিত হলো সুকান্তের প্রথম ছোট গল্প। এই গল্পটি ছিল হাস্য রসাত্মক। এরপর তার বিবেকানন্দ জীবনী নামের একটি গদ্য ছাপা হয়েছিল শিখা পত্রিকায়। এই শিখা পত্রিকাই পরবর্তীতে সুকান্তের বহু লেখা ছাপিয়েছিল। মাত্র কুড়ি বছরের জীবনের পরিধি তার। অথচ ছোট্ট এই জীবনে কী দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করে গেছেন। আমরা কৈশোরের কথা বলি বা তারুণ্যের, প্রথমেই আসে তার নাম। আমরা শক্তির কথা বলি, জাগরণের কথা বলি উঠে আসে মাত্র ২০ বছরের এক কবির কথা। সদ্য কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা দেওয়া এক তরুণের মাঝে কতোখানি বারুদ থাকতে পারে? অথচ ক্ষুদ্র জীবনে বিপ্লবী আর স্বাধীনতার দাবিতে চির আপোসহীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সম্প্রীতি আর তারুণ্যের জয়গান। কী বাদ গেছে তার কলম থেকে? অথচ মাত্র ৬ বছরের লেখালেখির জীবন তার। অনন্তের পথে অসীমের যাত্রী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য।

মাত্র এগারো বছর বয়সে 'রাখাল ছেলে' নামে একটি গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন সুকান্ত। যেটি পরে তার 'হরতাল গ্রন্থে সংকলিত হয়। বলে রাখা ভালো, পাঠশালাতে পড়বার কালেই 'ধ্রুব' নাটিকার নাম ভূমিকাতে অভিনয় করেছিলেন সুকান্ত। কমলা বিদ্যামন্দিরে পঞ্চম শ্রেণি পাশ করার পরে সুকান্তকে ভর্তি করানো হলো বেলেঘাটা উচ্চ বিদ্যালয়ে। বেলেঘাটা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়া অবস্থাতেই সুকান্তের কবিতা ছাপা হতো বিভিন্ন পত্রিকা, সাহিত্য সাময়িকীতে। বেলেঘাটা স্কুলে থাকা অবস্থাতেই সুকান্তের সঙ্গে পরিচয় হলো অরুণাচল বসুর। অরুণাচল বসু নিজে ছিলেন একজন কবি। সপ্তম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় তারা দুজনে মিলে সম্পাদনা করেছিলেন হাতে লেখা পত্রিকা সপ্তমিকা। এর পরে অবশ্য তারা শতাব্দী নামে আরও একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেছিলেন। অরুণাচল তার আমৃত্যু বন্ধু ছিলেন।

স্কুলে থাকা অবস্থাতেই এক পর্যায়ে সমাজতন্ত্রের প্রতি ঝুঁকে পড়েন সুকান্ত। আর তার প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা চলে যায় গোল্লায়। সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে রুশ বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক নানা সংগ্রামের ঘটনা, বই ডায়েরি পড়তেন তিনি। একই সঙ্গে চলছে তখন তার সাহিত্য পড়া, কবিতা প্রবন্ধ লেখা ছাপা হচ্ছে নানা পত্রিকায়।

১৯৪১ সালে সুকান্ত ভট্টাচার্য কলকাতা রেডিওতে গল্পদাদুর আসরে যোগ দিলেন। সেখানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর সেই আসরেই নিজের লেখা

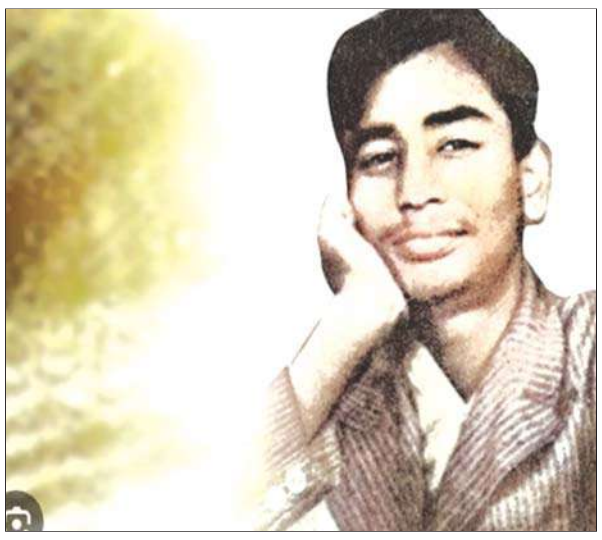

কবিতা পাঠ করে তাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। গল্পদাদুর আসরের জন্য সুকান্ত ভট্টাচার্যের লেখা গান নির্বাচিত হয়েছিল, আর সেই গানে সুর দিয়েছিলেন পঙ্কজ মল্লিক। আনন্দবাজার পত্রিকার সভ্য ছিলেন সুকান্ত ভট্টাচার্য।

১৯৪৪ সালে পুরোপুরি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিলে পড়াশোনা এক প্রকার লাটে উঠে সুকান্তের। ফলাফল ১৯৪৫ সালের ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। এ সময় ছাত্র আন্দোলন ও বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ায় তার আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে। দলের একনিষ্ঠ কর্মী হয়ে ওঠেন সুকান্ত। কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা দৈনিক স্বাধীনতার ' সভা' বিভাগ সম্পাদনা করতেন সুকান্ত ভট্টাচার্য। মিটিং মিছিল, সভা সমাবেশ থেকে সর্বত্রই সুকান্ত হয়ে উঠেন সর্বত্র কর্মী ও সংগঠক। তাকে ছাড়া পার্টির কাজকর্ম ভাবাই যেত না। বিপ্লবী ও স্বাধীনতার আপোসহীন সংগ্রামী কবি সুকান্ত ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সার্বক্ষণিক কর্মী। কিন্তু পার্টি ও সংগঠনের কাজে অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে নিজের শরীরের উপর যে অত্যাচার তিনি করলেন তাতে তার শরীরে প্রথমে ম্যালেরিয়া ও পরে দুরারোগ্য যক্ষ্মায় আক্রান্ত হলেন তিনি। কিন্তু থামলেন না। সুকান্ত যখন রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী তখনো অসুস্থতা তাকে মানসিকভাবে দমাতে পারেনি। তার প্রমাণ অসুস্থ অবস্থায় নিজেদের ঘরের সিঁড়ি দেখে শোষক শ্রেণি আর শোষিতের প্রতীক বানিয়ে লিখলেন সিঁড়ি। আর ১৯৪৭ সালের ১৩ মে মাত্র ২১ বছর বয়সে কোলকাতার ১১৯ লাউডট স্ট্রিটের রেড এন্ড কিওর হোমে তো চিরতরে চলেই গেলেন সুকান্ত। সুকান্ত জীবিত থাকাকালীন তার কোনো গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। কেবল দৈনিক পত্রিকা, সাহিত্য সাময়িকী, সাপ্তাহিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল তার লেখা। মাত্র একুশ বছরের জীবনের ব্যাপ্তি, আর এর মধ্যে মাত্র ৬-৭ বছর পড়াশোনার পরিধি। মৃত্যুর পর প্রকাশিত হলো তার ৮টি কাব্যগ্রন্থ।

সুকান্ত ভট্টাচার্য তো কেবল কবিই নন, একাধারে তিনি গীতিকার, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, সর্বোপরি একজন বহুপ্রজ সাহিত্যিক।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবনের পরিধি হয়তো ক্ষুদ্র, কিন্তু তার সাহিত্যের পরিধি ব্যাপক, সৃষ্টিশীল ক্ষমতা কিংবদন্তিতুল্য। সুকান্তের কবিতা এক রৈখিক নয়, বরং বিষয় বৈচিত্র্যে ও লৈখিক দক্ষতায় অনন্য অসাধারণ। সাধারণ সব বস্তুকেও সুকান্ত কবিতার বিষয় করেছেন। বাড়ির রেলিং ভাঙা সিঁড়ি উঠে এসেছে তার কবিতায়। আসেনি কোনটি? ক্ষুধা, দারিদ্র্য থেকে পুঁজিবাদ, এসেছে তারুণ্য, কৈশোর, মার্ক্সবাদ থেকে বিপ্লব, স্বপ্ন। অধিকার অনাচার সমস্তই। সুকান্তকে তুলনা করা যায় ইংরেজ কবি জন কিটসের সঙ্গে। দুজনের জীবনের পরিধিই ত্রিশের কম। সুকান্তের একুশ, কিটসের পঁচিশ। আবার দুজনের শেষটাও যক্ষ্মায় ভুগে। অবশ্য কিটসের মৃত্যুর চার বছর আগে তার গ্রন্থ প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল, আর সুকান্তের মৃত্যুর এক বছর পরে। দুজনের মধ্যে সবচেয়ে মিল হলো দারিদ্রতা। তারা নিজেদের জীবন দিয়ে উপলব্ধি করেছেন। তাইতো সুকান্ত হে মহান কবিতায় ক্ষুধা দারিদ্র্য আর বিপ্লবকে একত্রিত করে লিখেছেন,

হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্যে আনো,
পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক,
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো।
প্রয়োজন নেই, কবিতার স্নিগ্ধতা,
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী-গদ্যময়
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

সুকান্তের কবিতা নিছকই কেবল কবিতা নয়। যাপিত জীবনের সমস্ত উপাদান দেখা মেলে তার কবিতায়। তেমনি পাওয়া যায় অনন্ত সাহস। সুকান্তের কবিতা দুরন্ত, দুর্দম্য। সমস্ত কিছু জয়ের। শির উঁচু করে নেওয়ার। নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার। সুকান্তের কবিতায় তারই তো প্রমাণ মেলে। তাইতো আঠারো বছর বয়স কবিতায় লিখেছিলেন সুকান্ত,

আঠারো বছর বয়স কী দু ঃসহ
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দু ঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি......
আঠারো বছর বয়সের নেই ভয়
পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা,
এ বয়সে কেউ মাথা নোয়াবার নয়-
আঠারো বছর বয়স জানে না কাঁদা।
আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার
পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান,
দুর্যোগে হাল ঠিক মতো রাখা ভার
ক্ষত-বিক্ষত হয় সহস্র প্রাণ।

সুকান্ত বিশ্বাস করতেন এদেশে বিপ্লব হবেই। তাইতো তার কবিতায় দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারিত হতো গণমানুষের কণ্ঠ, জনমানুষের জয়গান। তারুণ্যের শক্তি দিয়ে উন্নত শিরে মানুষের মর্যাদার জন্য মানুষকে প্রস্তুত হওয়ার আহ্বান সুকান্তের কবিতায় লক্ষণীয়। তাইতো সুকান্তের কবিতা আজও উদ্দীপ্ত করে, যোগায় উদ্দীপনা। মহাসাগরের ন্যায় স্রোতে জাগায় জলোচ্ছ্বাসের আভাস। সুকান্তের জীবনটাই তো বলা যায় এক দোর্দণ্ড জলোচ্ছ্বাস।

তাইতো বুদ্ধদেব বসু তার কালের পুতুল গ্রন্থে সুকান্তকে নিয়ে লিখেছিলেন,

গর্কীর মতো, তার চেহারাই যেন চিরাচরিতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কানে একটু কম শোনে, কথা বেশি বলে না, দেখামাত্র প্রেমে পড়ার মতো কিছু নয়, কিন্তু হাসিটি মধুর, ঠোঁট দু'টি সরল। বুদ্ধদেব বসু আরো বলেছেন, যে চিলকে সে ব্যঙ্গ করেছিলো, সে জানতো না সে নিজেই সেই চিল লোভী নয়, দস্যু নয়, গর্বিত নিঃসঙ্গ আকাশচারী, স্খলিত হয়ে পড়লো ফুটপাতের ভীড়ে, আর উড়তে পারলো না, অথবা সময় পেলো না। কবি হবার জন্যই জন্মেছিলো সুকান্ত, কবি হতে পারার আগে তার মৃত্যু হলো। বাংলা সাহিত্যের তারুণ্যের মহাপথিক সুকান্ত ভট্টাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা।

ব্রিটিশ শাসকদের ভারত -বিদ্বেষের প্রতি জোরালো প্রতিবাদ করেছিলেন ডাক্তার রঞ্জিত কুমার পাঁজা

বিলাতের হিথরো বিমানবন্দর। সুপুরুষ মধ্য বয়সী মানুষটি ইমিগ্রেশন কাউন্টারে দাঁড়িয়ে। সাদা চামড়ার ইমিগ্রেশন মহিলা ক্লার্ক ভারতীয় লোকটির পাসপোর্ট উল্টে পাল্টে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন - ভারত থেকে আসছেন। এদেশে এসেছেন ফিরে যাবেন তো? প্রশ্ন শুনে মানুষটি মৃদু হেসে উত্তর দিলেন নিশ্চয়। ইমিগ্রেশন ক্লার্ক বলললেন, সবাই তাই বলে বটে। যদি না ফেরে? একটু আশ্চর্য হয়ে মানুষটি বললেন, কী মুশকিল কেন ফিরবো না? সাদা চামড়ার ইমিগ্রেশন অফিসার বললেন জানতে চাইছি আপনি যে এসেছেন থেকে যাবেন না, তার প্রমাণ কী? তোমাদের ইণ্ডিয়ার সঙ্গে তো এদেশের তুলনা হয় না...। অসম্মানবোধ করলেন ভারতীয়ওটি। এটা শুধু তাঁকে অপমানিত করা তা নয়, সমগ্র ভারতবাসীকে অপমানিত করা। ঝলসে উঠলেন তিনি। বললেন, 'ঠিকই বলেছ। একেবারে তুলনা হয় না। আমি এশিয়ার প্রাচীনতম মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক, আমার দুটি বাড়ি আছে, দুটিই ইতালিয়ান মার্বেলে মোড়া। আমার দুইখানা গাড়ি। দুইটিই শোফার-ড্রিভন। সারা পৃথিবী থেকে ডাকা হয় আমাকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। আর হ্যাঁ, চেম্বারে দেখাতে গেলে তোমাকে তিন মাস অপেক্ষা করে থাকতে হবে। এই সমস্ত যদি এখানে দিতে পারো, আমি না হয় এখানেই থেকে যাবো।' সাদা চামড়ার ইমিগ্রেশন মহিলা আর উত্তর দেওয়ার কোনও পথ খুঁজে পাননি। তিনি একেবারে চুপ করে গিয়েছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন ভুল জায়গায় পা দিয়ে ফেলেছেন। কথা আর না বাড়িয়ে দ্রুত মানুষটিকে সব পরীক্ষা করে স্যাটিসফ্যাকশন বলে দেন। এই জীবন রসিক মানুষটি আর কেউ নন, তিনি ভারতের চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রঞ্জিত কুমার পাঁজা।

১৯৩২ সালে ১ অক্টোবর উত্তর কলকাতার জন্ম গ্রহণ করেন। বাবা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ধনপতি পাঁজা। মা সান্ত্বনা পাঁজা। জ্যাঠামশাই স্বনাম ধন্য চিকিৎসক এবং বাংলা তথা ভারতবর্ষের চর্মরোগ চিকিৎসার অন্যতম প্রবর্তক ডাক্তার গণপতি পাঁজা। ১১৭ নম্বর বিবেকানন্দ রোডের বাড়িতে যৌথ পরিবারের মধ্যে তাঁর জীবন বেড়ে ওঠা স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজ হয়ে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়া। ১৯৫৪ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস হলেন। পরবর্তী কালে তাঁর জীবনসঙ্গিনী হিসাবে পেলেন কৃষ্ণা হাজরাকে। কন্যা শর্মিষ্ঠা ও পুত্র অরিন্দ্রিজিৎ। প্যাথলজির ওপরে আগ্রহ বেশি ছিল। স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ওই বিষয়ে কলকাতার আইপিজিএমই অ্যাণ্ড আর-এ প্যাথলজি বিভাগের প্রধান বি.এন আয়কতের তত্ত্বাবধানে শুরু করলেন গবেষণা। ১৯৬১ সালে 'কোলাজেন ডিজিজ অফ স্কিন' এর ওপর গবেষণাপত্র রচনা করে পিএইচডি লাভ করেন রঞ্জিত পাঁজা। সেই গবেষণাপত্র আজও বিশ্ব বন্দিত। বস্তুত প্যাথলজির ওপরে তাঁর আজীবন ভালোবাসা ছিল। শুধু চর্মরোগ নয়, অনান্য বিষয়ে তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন চিকিৎসক বিশেষজ্ঞরা। ১৯৬১ সালে প্যাথলজির ওপরে পিএইচডি লাভ করা পর তিনি দিক পরিবর্তন করলেন। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ১৯৬২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা অব ডার্মাটোলজি পাশ করে উচ্চ শিক্ষার জন্য পাড়ি দিলেন ইংল্যাণ্ডে এবং লণ্ডনে বিখ্যাত সেন্ট জনস হাসপাতালে শিক্ষানবীশ হিসাবে যোগদান করলেন। তিন বছর পরে সেখান থেকে এমআরসিপি পরীক্ষায় পাশ করে ১৯৬৫ সালে দেশে ফিরলেন। এর কয়েক বছর আগেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছে। বাবার ফেলে যাওয়ার চেম্বার ২৫০ নম্বর চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে রোগী দেখা শুরু করলেন ডাক্তার রঞ্জিত পাঁজা। তাঁর রোগ নির্ণয় করার ক্ষমতা এবং মধুর ব্যবহার ও ব্যক্তিত্বের মহিমা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার ফলে চিকিৎসার পসার বৃদ্ধি পেতে শুরু করলো। কলকাতার রোগীদের দেখতেন সোমবার থেকে শনিবার। রবিবার তিনি সারা দিন গ্রামের রোগীদের দেখতেন। সকাল থেকে রোগী দেখ া চলতো গভীর রাত পর্যন্ত। গ্রামের রোগীদের কোনও অ্যাপয়েমন্ট দিতে হতো না। গ্রামের রোগীদের সঙ্গে কথা বলতেন জানার চেষ্টা করতেন গ্রামের জীবনযাত্রার কথা। গ্রামগঞ্জের মানুষদের তিনি খুবই আপনজন ভাবতেন। তাদের ভালোমন্দ, বন্যা, ধানকাটা, ফসল তোলা, গ্রামের উৎসব এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি জানার আগ্রহ থাকতো রঞ্জিত পাঁজার। এই সব জানার একটি মাত্র তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কী করে গ্রামীন চিকিৎসা ব্যবস্থাকে আরও বেশি করে উন্নত করা যেতে পারে। গ্রামের লোকেরা কলকাতা শহরে আসা যাওয়া থাকা খাওয়ার বিশাল খরচ বহন করতো হতো রোগীদের পরিবারকে। তার হাত থেকে কী করে রক্ষা পওয়া সম্ভব তারই পথ তৈরি করার তথা ভাবতেন ডাক্তার রঞ্জিত পাঁজা।

১৯৬৬ সালে যোগদান করলেন তাঁর মাতৃসম প্রতিষ্ঠান কলিকাতা মেডিকেল কলেজের চর্মরোগ বিভাগে। ১৯৭৬ সালে তিনি অধ্যাপক পদে আসীন হন। সেই বছরই এডিনবরা রয়্যাল কলেজ তাঁকে এ প আ ব সি পি সম্মানে ভূষিত করল। এদিকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজের বহির্বিভাগের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। তাঁর ভাই তখন অজিত বাঁঝা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। ভাইয়ের অনুরোধে বর্ধমান মেডিকেল কলেজের চর্মরোগের বহির্বিভাগের জন্য একটি অনবদ্য নকসা তৈরি করলেন। গড়ে উঠল ভারতের শ্রেষ্ঠ চর্মরোগের বহির্বিভাগ বর্ধমান মেডিকেল কলেজে। ১৯৭৭ সালে তাঁরে বদলি করা হল বর্ধমান মেডিকেল কলেজের চর্মরোগের বহির্বিভাগে। বর্ধমান মেডিকেল কলেজের চর্মরোগ বহির্বিভাগে বসা শুরু করে দিতেই ভিড় উপচে পড়তে শুরু করলো। সেখানে তিন বছর কাজ করে আবার তিনি ১৯৮০ বদলি হয়ে এলেন কলকাতা মেডিকেল কলেজে। রসিক ছিলেন ডাক্তার রঞ্জিত পাঁজা। মুখ গম্ভীর ভাব থাকলে মনের মধ্যে একটি রসবোধ সব সময়ে কাজ করতো। সেই রসবোধই রঞ্জিত পাঁজাকে সকলের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল। তিনি বর্ধমান কলেজ থেকে বিদায় সর্ম্বধনায় বলেছিলেন, 'ন্যাড়া আবার বেলতলায় চলল'। বেলতলা বলতে তিনি মেডিকেল কলেজের কথাকে উল্লেখ করেছেন। এই বেলতলা থেকেই এক দশক পরে তিন ১৯৯০ সালে অবসর গ্রহণ করলেন। সারা জীবন ধরেই তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। রামকৃষ্ণ দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই ১৯৮১ সালে রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ এবং রাজ্য সরকারের অনুরোধ ১৯৮১ সালে শিক্ষক চিকিৎসক হিসাবে রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে যোগদান করলেন। সপ্তাহে দুই দিন তিনি বিনা পারিশ্রমিকে রোগীদের দেখতেন এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট ছাত্রদের পড়াতেন। ১৯৭৩ সালে তৈরি হল ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অব ডার্মাটোলজিস্ট, ভেনেরওলজিস্ট আণ্ড লেপ্রো লজিস্ট। জন্মলগ্ন থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। ১৯৭৮ সালে এই প্রতিষ্ঠানের কলকাতা সম্মেলনের সময়ে তাঁর অনুরোধে মাদার টেরিজা সভা উদ্বোধন করতে এসেছিলেন। ১৯৮৮সালে এই প্রতিষ্ঠানের জাতীয় সভাপতি হলেন। রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকলেও তিনি রাজনীতির প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়ে ছিল কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষের। অতুল্য ঘোষের সঙ্গে পরিচয় থাকার সময়ে তিনি বিধান শিশু উদ্যানের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। তাঁর বাড়ি থেকে অতুল্য ঘোষের বাড়ি খুব একটা দূর ছিল না। কারবালা ট্যাঙ্ক লেনে ছিল অতুল্য ঘোষের বাড়ি। ফলে টেলিফোনে আবার কখনও কখনও অতুল্য ঘোষের বাড়িতে গিয়ে আড্ডার আসর জমতো। চিকিৎসক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তিনি কংগ্রেস দলে যোগদান করবেন। ন্যাশনাল কংগ্রেস দলের যোগদান করলেন। তারপরে তিনি আবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। এই দলের হয়ে বারাসত অঞ্চল থেকে ১৯৯৮ সালে সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হলেন। ১৯৯৮-২০০৪ সাল পর্যন্ত তিনি সাংসদ হয়ে জনসেবা করে গিয়েছেন। সাংসদ হয়ে পরিশুদ্ধ জল, প্রতিটি গ্রামে শৌচালয় এবং মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্যের দিকে বিশেষ নজর রাখতে শুরু করেছিলেন। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর খ্যাতি সর্বত্র। সঠিক রোগ নির্ণয় কবার একটি অদ্ভূত ক্ষমতা ছিল। কখন রোগীকে বকাঝকা বা দুর্ব্যবহার করতে দেখা যায়নি। গভীর রসবোধের অধিকারী ছিলেন তিনি। চটজলদি রসবোধ করতে তিনি ছিলেনওস্তাদ। কলকাতা দূরর্দশনে ডাক পড়েছিল স্বাস্থ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য। সেখানে গ্রীষ্মকালে ঘামাটি নিয়ে আলোচনা চলছিল। বারবার নাছোড়বান্দা প্রশ্নকর্ত্রী জিজ্ঞাসা করে চলেছিলেন, যার ঘামাটি হয় তাকে কী পরমার্শ দেবেন? বেশ হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'এতে যদি ঘামাচি না সারে, তাহলে আর কি করবেন? সারা গ্রীষ্মকাল দার্জিলিংয়ে গিয়ে বসবাস করতে হবে।' তাঁর একটি প্রিয় ছাত্র এমডি পড়া ছেড়ে গিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই খবর শোনা মাত্র তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে চলে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল এমডি করে ছাত্রটি সন্ন্যাস গ্রহণ করুক। ভরত মহারাজ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসীদের অনুরোধকে রাখতে পারলেন না এমডি'র ছাত্রটি। তার ফলে মানসিক দিক দিয়ে খুবই কষ্ট পেয়েছিলেন শিক্ষক-চিকিৎসক রঞ্জিত পাঁজা। ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন পিতৃসম। ছাত্রদের খুবই কাছের লোক ছিলেন তিনি। ছাত্রদের সঙ্গে ভুরি ভোজেও অংশ গ্রহণ করতেন। শিক্ষিক-চিকিৎসক হিসাবে তাঁর নাম স্বদেশে এবং বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। আইপিজি চণ্ডীগড়, বিদেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেয়ো ক্লিনিক এবং ক্লিভল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাপানের টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ভিজিটিং প্রফেসর ছিলেন। শিশুদের মা বাবাকে বলতেন, দয়া করে সহজপাঠটা পড়বেন। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রবল ছিল। তিনি আবার ছবি আকঁতেন। তিনি আবার বহু রোগীর ছবি এঁকে ফেলতেন তাঁদের সঙ্গে গল্প করতে করতে। সংসদে বিশাল রকমে লম্বা বক্তৃতা শুনতে পেলে তিনি না ঘুমিয়ে সাংসদের কার্টুন ছবি আঁকতেন। তিনি সোনিয়া গান্ধি এবং লালু প্রসাদ যাদবের কার্টুন ছবি এঁকেছিলেন। তাতে এরা খুশি হয়েছিলেন আবার বহু মানুষ তাঁর আঁকা কার্টুন দেখে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। নিজেকে শুধু চিকিৎসা জগতের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেননি। তিনি সব সময়ে চিকিৎসা জগত ছাড়াও অন্য জগতে প্রবেশ করেছেন। সাহিত্য, রাজনীতি, খেলোয়াড় জগত থেকে শুরু করে ভরত মহাজার, মাদার টেরিজা এবং অতুল্য ঘোষের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। অতুল্য ঘোষের লেখা 'কষ্ট কল্পিত' বইটি তিনি পাঠও করেছিলেন। এটিএকটি রাজনৈতিক দলিল হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। মেডিকেল কলেজের প্রাক্তনী সংগঠনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। গান গাইতেও পারতেন। গান চর্চাকে কেবল মাত্র ঘরেই আবদ্ধ করে রেখেছিলেন। প্রকাশ্যে কোনও সভায় তিনি গান গাননি। সাতিহ্য চর্চা করতেন। কবিতা লেখারও বাতিক ছিল। বহু কবিতা লিখেছেন। এবং হাতে সময় থাকলে ছবি এঁকে চলেছেন। তাঁর হাতে আঁক ছবিগুলির যদি একটি অ্যালবাম তৈরি করা হতো তাহলে চিত্র শিল্পীদের কাছে তা অমূল্য হিসাবে পরিগণিত হতো। বহু গুনের অধিকারী ছিলেন তিনি। সোজা কথা বলতে কোনও রকম কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তাঁর চেম্বারে একজন চুলকানির রোগী এসে উপস্থিত হয়েছেন। কিছুতেই ডাক্তারবাবুকে ছাড়ছেন না। বারবার চুলকানি নিয়ে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছেন রঞ্জিত পাঁজাকে। তিনি সব শেষে বলতে বাধ্য হলেন আপনি অপেক্ষা করুন। আমার সব রোগী দেখা হোক। তারপরে আপনার সারা গা আমি নিজের হাতে চুলকে দেবো। চিকিৎসা নিয়ে কোনও কোন সময়ে রসবোধ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন কী করে এই রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওযা যেতে পারে। সংসদে থাকার সময়ে তিনি সবার কাছে প্রিয় ছিলেন। সংসদের বাইরে তাঁকে ঘিরে একটি নিছক আড্ডা জমতো। সেখানে সরকারি পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষের সাংসদেরা উপস্থিত থাকতেন। নির্ভেজাল গল্পের আসর বসতো। খাবার থেকে থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সেই আড্ডা ক্রমশ জমতে শুরু করতো। বাধ্য হয়ে বহু সময়ে নিরাপত্তা রক্ষীরা বলতেন এবার আড্ডা থামিয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করুন। এই রকম আড্ডা চলতে শুরু করলে নিরাপত্তা রক্ষীদের রাতের ঘুম প্রায় চটকে যেত। ২০০৬ সালে ৫ এপ্রিল সুচিকিৎসক, রসিক মানুষটি চির বিদায় গ্রহণ করলেন।

মোবাইল টাওয়ারের ব্যাটারি চুরি, গ্রেপ্তার ৩, অধরা দলের পান্ডা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মোবাইল টাওয়ারের দামি ব্যাটারি চুরির ঘটনায় তারকেশ্বর থেকে গ্রেপ্তার তিন, অধরা দলের পান্ডো। সোমবার রাতে তারকেশ্বরের ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ধ্বনিকল এলাকা দুজন কে গ্রেপ্তার করে গুড়াপ থানার পুলিশ। এর বাইরে তারকেশ্বর থেকে মোট তিন জন কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অন্যদিকে পাণ্ডুয়া থেকে ১ জন ও ঝাড়গ্রাম থেকে আরো ১ জন কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হুগলির বিভিন্ন এলাকায় মোবাইলের টাওয়ারের দামি ব্যাটারি চুরির ঘটনা ঘটছিলো দিনের পর দিন। গত ৭ ফেব্রুয়ারি গুড়াপ থানায় দুটি মোবাইল টাওয়ারের ব্যাটারি চুরির অভিযোগে দায়ের হয়। এরপরই পুলিশ তদন্তে নেমে গত ৯ ফেব্রুয়ারি তারকেশ্বর থেকে এক জনকে গ্রেপ্তার করে গুড়াপ থানার পুলিশ। আদালতে তোলার পর পুলিশি হেফাজতে নিয়ে ধৃত কে জিজ্ঞাসাবাদ চালাতেই বেরিয়ে আসে বড়সড় গ্যাং এর তথ্য। এরপর সোমবার রাতে একযোগে তারকেশ্বর, পাণ্ডুয়া ও ঝাড়গ্রাম হানা দিয়ে আরো চার জন কে গ্রেপ্তার করে গুড়াপ থানার পুলিশ পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় বেশ কিছু ব্যাটারি ও ইনভার্টার তৈরির সরঞ্জাম। ধৃতদের পুলিশি হেফাজত চেয়ে মঙ্গলবার চুঁচুড়া আদালতে পাঠায় পুলিশ। পুলিশ আরো জানিয়েছে মূলতঃ মোবাইল টাওয়ারের দামি ব্যাটারি চুরি করার পর ইনভার্টার তৈরি করে বেশি দামে বাজারে বিক্রি করতো দুস্কৃতীরা। মোবাইল টাওয়ারের ব্যাটারি চুরির বড় গ্যাং ছড়িয়ে আছে রাজ্য জুড়ে তাদের পুলিশি জালে ফাঁসাতে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

লোকগানের কর্মশালার উৎসাহী মেয়র গৌতম দেব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আজ শিলিগুড়িতে লোক গান এর উপরে আর কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। মূলত মেয়র গৌতম দেবের উৎসাহ নিয়ে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এদিন মেয়র গৌতম দেব জানালেন লোকগান শিল্পের প্রসার ঘটাতে উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার, এই গান মূলত গ্রামের দিকে সঙ্গীতশিল্পীরাই করেন। আজকের আধুনিক যুগে যারা লোকগার চালিয়ে যাচ্ছেন , তারা প্রশংসারযোগ্য। প্রচন্ড সমর্থন দরকার তাদের, খুশি যে আমি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারলাম। যারা এই সংগীত পরিবেশন করেন , তারা বহু কষ্টের মধ্যে দিয়ে. এই সংগীতকে পরিচালনা করে থাকেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংন্দ্যোপাধ্যায়. এই সব শিল্পীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তিনি তাদের পাশে ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। লোক গান আমাদের কাছে প্রিয় হয়ে তখনই উঠবে যখন এই গানের সত্যিকারের প্রসারতা ঘটবে। আজকের অনুষ্ঠানে যারা এই গান এবং শিল্পীদের দেখতে এসেছেন , আমি তাদেরও সাধুবাদ জানাই। কারণ তারা যদি এসে এই গান শুনে উৎসাহ না দেন তবে কিভাবে এগিয়ে যাবে এই গান? মেয়র গৌতম দেব আরো জানালেন আমি থাকবো, আমার যতটুকু সাহায্য করার আমি করব।

টোটো কে ভিন্টেজ গাড়িতে রূপান্তর, আটক করলো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি শহরে ট্রাফিক পুলিশের নজরে আসতেই আটক করে সোজা ময়নাগুড়ি থানায় নিয়ে আসা হয় এই রূপান্তরিত টোটো কে। জানা যায় ময়নাগুড়ি র এক ব্যক্তি এই গাড়িটা নিয়ে ময়নাগুড়ি শহর দিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় চোখে পড়ে ময়নাগুড়ি থানার ট্রাফিক পুলিশের, পরে পুলিশ গাড়িতে থাকা ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন এই গাড়িটি একটি টোটোর ভোল পাল্টে হুটখোলা গাড়ি তৈরি করা হয়েছে, পুরনো দিনের বিলাসবহুল একটি গাড়িকে নকল করে। বিয়ে বাড়িতে ভাড়া দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই গাড়ি বানানো হয়েছে বলে জানা যায়। পরে পুলিশ গাড়িটিকে আটক করে ময়নাগুড়ি থানায় নিয়ে আসে। ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ এই গাড়িটিকে পুলিশ হেফাজতে নেয়।

নবদ্বীপ ডাম্পিং গ্রাউন্ডে ভয়াবহ আগুন, ঘটনাস্থলে ইঞ্জিন সহ দমকল বাহিনী

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার দুপুরে নবদ্বীপ পুরসভা পরিচালিত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে থাকা বর্জ্যতে কে বা কারা আগুন ধরিয়ে দেয়। বিষয়টি জানাজানি হতেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তীব্র চাঞ্চল্য। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় নবদ্বীপ পুরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কৃষ্ণেন্দু পাল সহ অন্যান্য পুর কর্মীরা। আগুন লাগার বিষয়টি জানিয়ে খবর পাঠান হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকল বাহিনীর একটি ইঞ্জিন সহ বাহিনীর কর্মীরা। অপরদিকে খবর পেয়ে দুপুর দুটোর পর ডাম্পিং গ্রাউন্ডে পৌঁছে যান স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর বৃন্দাবন মন্ডল। সূত্রের খবর এদিন দুপুরে হঠাৎ ডাম্পিং গ্রাউন্ডের ভিতরে আগুনের শিখা দেখতে পায় এলাকাবাসী। আগুন লাগার বিষয়টি জানিয়ে প্রথমে খবর পাঠান হয় স্থানীয় কাউন্সিলার ও নবদ্বীপ পুরসভায়। খবর পেয়ে দ্রুত পুর আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও মাধ্যমিক পরীক্ষা থাকায় বেলা দুটোর পর ঘটনাস্থলে পৌঁছান পেশায় শিক্ষক তথা স্থানীয় কাউন্সিলর বৃন্দাবন মন্ডল। আগুন লাগার বিষয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর জানান, এদিন দুপুরে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আগুন লাগার ঘটনা ঘটলেও দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে তা দ্রুততার সঙ্গে সেই আগুন নিভিয়ে ফেলে। কেন বারবার ডাম্পিং গ্রাউন্ডে আগুন লাগছে? এই প্রশ্নের উত্তরে কাউন্সিলর জানান, বিষয়টা আমাদের নজরে আছে। কিন্তু সিসি ক্যামেরার তার ছেঁড়া থাকায় সমস্যা হচ্ছে। কাউন্সিলরের দাবি, ডাম্পিং গ্রাউন্ড লাগোয়া প্রচুর বসতি রয়েছে। একদা আগুনের ধোঁয়ায় বিগত দিনে বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তবে এদিন দ্রুততার সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে দমকল বাহিনীর কর্মীরা।

কাশিমনগর হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মূকাভিনয় ও নাটকের কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর,১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ সম্প্রতি বহরমপুরের কালাচারাল অ্যান্ড মাল্টি এডুকেশন লিঙ্ক ইন অ্যাকশন (ক্যামেলিয়া) সংস্থার উদ্যোগে কাশিমনগর হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মূকাভিনয় ও নাটকের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হলো। ভারত সরকারের 'সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমী'র আর্থিক সহযোগিতায় মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি থানার অন্তর্গত কাশিমনগর হাইস্কুলের ১৭ জন ছাত্রছাত্রী কর্মশালাতে অংশগ্রহণ করেছে। প্রধান শিক্ষক জুলফিকার আলি মহাশয়ের অত্যন্ত আন্তরিক উৎসাহে বিদ্যালয়ের 'ছাত্র সপ্তাহ পালন' কার্যক্রমে মুকাভিনয় ও নাটক কর্মশালা সুন্দরভাবে সাফল্যমন্ডিত হয়েছে। এই কর্মশালার মূল প্রশিক্ষক তথা 'ক্যামেলিয়া' সংস্থার কর্ণধার এবং মুর্শিদাবাদ জেলার একমাত্র মুকাভিনয় শিল্পী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট সমাজসেবী, নাট্য নির্দেশক সুজিত কুমার দাস-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কাশিমনগর হাইস্কুলের ছাত্রছাত্রীগণ কর্মশালায় মুকাভিনয়, নাটকের প্রশিক্ষণ পেয়ে খুব খুশি হয়েছে। কর্মশালার অন্যান্য সহ প্রশিক্ষক ছিলেন ভূমিকা দাস, ভাগীরথী চৌধুরী, সাগর চৌধুরী ও সাব্বির রহমান। সকাল ৮ থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তারপর 'ক্যামেলিয়া' সংস্থার পরিবেশনায় দুর্দান্ত মুকাভিনয় উপস্থাপনা হয়েছে। সুজিত কুমার দাস অসাধারণ দক্ষতায় দুটি মুকাভিনয় পারফরম্যান্স করেন। সহযোগী শিল্পী ছিলেন ভাগীরথী চৌধুরী। শব্দ ও আলোক নিয়ন্ত্রণে ছিলেন সাগর চৌধুরী ও সাব্বির রহমান। এরপর ভারত সরকারের প্রসারভারতীর অন্তর্গত আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রের তালিকাভুক্ত সঙ্গীতশিল্পী ভূমিকা দাস সঙ্গীত পরিবেশন করেন। উপস্থিত ছাত্রছাত্রীগণের আনন্দ ছিল লক্ষ্য করার মতো। এছাড়া শিক্ষকমন্ডলী ও অভিভাবকবৃন্দ ভীষণ আপ্লুত হয়েছেন।

শিশু কন্যাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে হোটেল মালিক গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, মায়াপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ শিশু কন্যাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগে মায়াপুর থেকে হোটেল মালিককে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানতে পারা যায়, ধৃত অভিযুক্ত হোটেল মালিকের নাম সাধন মন্ডল। তার বাড়ি মন্দির নগরী মায়াপুর হুলোরঘাট এলাকায়। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে সোমবার রাতে মায়াপুর হুলোরঘাট এলাকা থেকে গ্রেফতার করে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতের পকশো আইনে মামলা রুজু করে কৃষ্ণনগর বিশেষ আদালতে পেশ করে,তদন্তের স্বার্থে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানায় তদন্তকারী আধিকারিক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, চলতি বছরের ১৩ জানুয়ারি মায়াপুরে ভ্রমণ করতে এসে একটি বেসরকারি হোটেলে ওঠে নির্যাতিতা শিশুকন্যা সহ তার পরিবার। দুদিন মায়াপুর ইসকন সহ একাধিক মঠ মন্দিরে দর্শন ও ভ্রমণ শেষে বাড়িতে ফিরে যায় শিশুকন্যা সহ তার পরিবার। জানা যায়, বাড়িতে ফিরে যাওয়ার বেশ কিছুদিন পর ওই শিশু কন্যাটি শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থ অবস্থায় পুরো বিষয়টি পরিবারকে জানিয়ে দেয় নির্যাতিতা। সুবিচার পেতে সোমবার দুপুরে নবদ্বীপ থানায় আসে নির্যাতিতার পরিবার। অভিযুক্ত হোটেল মালিক সাধন মন্ডলের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে, তদন্তে নেমে অভিযুক্ত হোটেল মালিককে হুলোরঘাট থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

বাঁকুড়ায় 'ডিজিটাল গ্রেফতারি'র প্রতারণা, ভিন রাজ্য থেকে গ্রেফতার ৪ প্রতারক

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ 'ডিজিটাল গ্রেফতারি'র নামে প্রতারণা এবার বাঁকুড়াতেও। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ গুজরাট ও তেলেঙ্গানা থেকে ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের মধ্যে ৩ জন গুজরাটের এবং ১ জন তেলেঙ্গানার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে বিষ্ণুপুর শহরের আবরারমাঠ এলাকার বাসিন্দা শ্যামপদ মণ্ডল বিষ্ণুপুর থানায় অভিযোগ জানান, তিনি 'ডিজিটাল গ্রেফতার'-এর শিকার হয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, ১৭ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে এক ব্যক্তি তাঁকে ফোন করে জানান যে, মুম্বই কাস্টমস তাঁর কিছু জিনিসপত্র আটক করেছে এবং ওই জিনিসের সূত্র ধরে তাঁকে অর্থ পাচার সংক্রান্ত মামলায় অভিযুক্ত করা হয়েছে। প্রতারকরা জানায়, তার বিরুদ্ধে ১০ লক্ষ ২১ হাজার টাকার আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে এবং তাই তাঁকে 'ডিজিটাল গ্রেফতার'-এর মাধ্যমে অনলাইন হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। অভিযোগ পাওয়ার পর বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ দ্রুত তদন্ত শুরু করে। অনুসন্ধানের পর ৪ জনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় তদন্তকারী দল। ধৃতরা হলো- গৌরাঙ্গ গজ্জর (গান্ধীনগর, গুজরাট) সাহিল প্যাটেল (সাবরকন্থা, গুজরাট) ঠাকুর আনন্দ কুমার (চানসমা, গুজরাট) সৈয়দ ইউসুফ শরীফ ওরফে ইমরান (ভবানীনগর, হায়দরাবাদ, তেলেঙ্গানা)। ধৃতদের ৫ দিনের ট্রানজিট রিমান্ডে এনে বিষ্ণুপুরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, যেখানে তারা প্রতারণার কথা স্বীকার করেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। বিষ্ণুপুর পুলিশ নাগরিকদের সতর্ক করে বলেছে, 'ডিজিটাল গ্রেফতার' নামে কোনও আইনি প্রক্রিয়া নেই। এই ধরনের প্রতারণামূলক ফোন এলে অভিযোগ জানানোর জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

অ্যাম্বুলেন্স করে গাঁজা পাচার, গ্রেফতার যুবক

দুরন্ত বার্তা, সামসেরগঞ্জ, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ পুলিশের চোখে ধুলো দিতে অ্যাম্বুলেন্সে পাচার করা হচ্ছিল বিপুল পরিমাণের গাজা। কিন্তু পাচারকারিদের চেষ্টা ব্যর্থ করল পুলিশ। অ্যাম্বুলেন্সে করে গাঁজা পাচার করতে গিয়ে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল দুই যুবক। মঙ্গলবার সকালে সামসেরগঞ্জ থানার চকসাপুর মোড় সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রায় দেড় কুইন্টাল গাঁজা। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম আদিত্য দাস এবং অনুপ সূত্রধর। আদিত্য দাসের বাড়ি শিলিগুড়ি। অনুপ সূত্রধর আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া এলাকার বাসিন্দা। মঙ্গলবার ফারাক্কার এসডিপিও আমিনুল ইসলাম খাঁন, জঙ্গিপুরের সার্কেল ইন্সপেক্টর স্বরূপ বিশ্বাস, সামসেরগঞ্জের বিডিও সুজিত চন্দ্র লোধ এবং ওসি শিব প্রসাদ ঘোষের উপস্থিতিতে গাজা বাজেয়াপ্ত করা হয়। উত্তরবঙ্গের দিক থেকে দক্ষিণবঙ্গের দিকে গাজা নিয়ে যাওয়ার পথেই গ্রেপ্তার করা হয় তাদের। নতুন কৌশলে অ্যাম্বুলেন্সে করে গাজা পাচারের ঘটনায় এলাকাজুড়ে সোরগোল সৃষ্টি হয়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকে দেদার গাজা ঢুকছে দক্ষিম বঙ্গে। রিন কয়েল আগে তেলের ট্যাঙ্কারে গাজা পাচার করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে দুই পাচারকারি। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল দু কুইন্টাল গাঁজা। এবার অ্যাম্বুলেন্সে পাচার করতে গয়ে ধৃত আরও দুই। পুলিশের বক্তব্য ধৃতদের আজই মাদক আইনের বিশেষ আদালতে হাজির করা হচ্ছে। পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হচ্ছে।

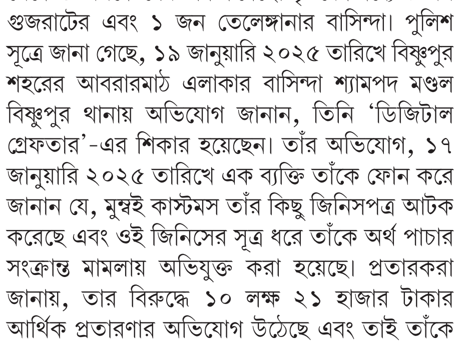

হুজুর সাহেবের মেলা, নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে এলাকা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ সীমান্ত পাড়ের হুজুর সাহেবের মেলা, নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে এলাকা, থাকছে সিসি ক্যামেরার নজরদারি সহ গ্রিন করিডোরের ব্যাবস্থা, জানালেন এস পি , কোচবিহার। উত্তরবঙ্গের অন্যতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান গুলোর মধ্যে একটি জলপাইগুড়ি শহর থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দুরে কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত হুজুর সাহেবের মাজারকে ঘিরে বার্ষিক মেলা। মঙ্গলবার থেকেই শুরু হয়েছে পুণ্যার্থীদের আনাগোনা ,ভিড় সামলাতে রেল কর্তৃপক্ষ বাড়তি ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ভায়া জলপাইগুড়ি হয়ে হলদিবাড়ি পর্যন্ত। অপরদিকে সীমান্ত লাগোয়া এই বার্ষিক মেলাকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে সমগ্র হলদিবাড়ি। এই প্রসঙ্গে কুচবিহার জেলার পুলিশ সুপার ধৃতিমান ভট্টাচার্য বলেন, একজন অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে মেলা উপলক্ষে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সিসি ক্যামেরার নজরদারি সহ বিশেষ পরিস্থিতিতে উদ্ধার কার্য পরিচালনা করার জন্য গ্রিন করিডোরের ব্যাবস্থা রাখা হয়েছে। এদিন পুলিশ সুপার সদলবলে হুজুর সাহেবের মাজার সহ মেলার আয়োজন খতিয়ে দেখেন।

সোনার দোকানে চুরি

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ একই এলাকার পর পর দুটি সোনার দোকানে চুরি। দুটি সোনার দোকান থেকে প্রায় ১২ লক্ষাধিক টাকার সোনা ও রুপোর গহনা চুরি করে নিয়ে চম্পট দিল চোরেরা। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল গভীররাতে বীরভূমের মুরারোই থানার বাঁশলৈ বাজারে। মঙ্গলবার সকালে দোকান খুলতে এসে চুরির বিষয়টি জানতে পারেন দোকানের মালিকেরা। দোকানের মালিকেরা জানান, সোমবার রাতে তারা দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান। মঙ্গলবার সকালে দোকান খুলতে এসে তারা দেখেন দোকানের সাটারের তালা ভাঙ্গা। ভিতরে শোকেশ লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে। ভাঙ্গা হয়েছে দোকানে থাকা লোহার সিন্দুক। চুরির বিষয়টি জানতে পেরে তারা পুলিশে খবর দেন। খবর পেয়ে মুরারই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। চুরির বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রতিবন্ধী মহিলাকে ধর্ষণ, ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ মানসিক প্রতিবন্ধী এক মহিলার মুখ গামছা দিয়ে বেঁধে তাঁকে ধর্ষণের অভিযোগে উঠল সবং থানা এলাকায়। ওই ঘটনায় ইতিমধ্যে মধ্যবয়স্ক এক জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, গত ২৮ জানুয়ারি ' বাড়িতে একা ছিলেন। তিনি মানসিকভাবে খানিক অসুস্থ। ওই সুযোগ নিয়ে ৫৭ বছর বয়সি এক প্রতিবেশী তাঁর বাড়িতে ঢোকেন। মহিলার মুখ গামছা দিয়ে বেঁধে তাঁকে যৌন হেনস্থা করেন বলে অভিযোগ। ' বয়স ৩৩ বছর। অভিযোগ, ধর্ষণের পর ওই মহিলাকে ভয় এবং হুমকি দেন অভিযুক্ত। তার পরেও ঘটনার কথা জানাজানি হয়। তখন সালিশি সভা বসিয়ে সমস্যা সমাধানের একটি চেষ্টা হয়েছিল বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। শেষ পর্যন্ত মহিলার পরিবার সবং থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয়। সোমবার অভিযোগ দায়েরের পরেই এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন অভিযুক্ত। সোমবার রাতে খড়্গপুরের শ্যামচক এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/(জেনারেল), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নরূপ ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ক্রমিক নং - ১। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১১৯৪-২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** সোনারপুর অধিক্ষেত্রাধীনে নামখানা স্টেশনের নামখানা সাইডিং-এ ট্র্যাক মেশিন সাইডিং-এর ব্যবস্থাকরণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৪,৭৬,৫০০ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ২৯,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। **ক্রমিক নং - ২। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১১৯৩-২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** দমদম জংশন থেকে চুঁচুড়া লিঙ্কে অস্থায়ী আলোকিতকরণ ও আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৫,৯৭,৪০৪ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৩২,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ০৬ মাস। **ক্রমিক নং - ৩। টেন্ডার নং ঃ ইএলইজি-ওটি-১১৮৯-২০২৪-২৫। কাজের বিবরণ ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনের অধীনে নারকেলডাঙ্গা ও সোনারপুর ইএমইউ কারশেডে বিদ্যমান ইলেকট্রিক প্যানেল, ট্রান্সফর্মারের বৃদ্ধি, রাস্তার আলো লাগানো ও পুরনো আর্থ পিটের পরিবর্তন। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৬,৫৫,৫২৫ টাকা। **বায়না রাশি ঃ** ৯৩,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০। **কাজ শেষের সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার প্রকাশের তারিখ ঃ** ১৪.০২.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৩.২০২৫, দুপুর ২টায়। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৩.২০২৫, দুপুর ২টায়। **টেন্ডার বিডিং শুরুর তারিখ ঃ** ২৪.০২.২০২৫ তারিখ। **www.ireps.gov.in**-তে টেন্ডার নোটিশের বিশদ ও সময়ে সময়ে ইস্যু হওয়া সংশোধনী নথি পাওয়া যাবে। (SDAH-360/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Tender Notice

Executive Officer, Suti – I Panchayat Samity invites sealed tender for: 1. NIT No:- 21/15th FC/23-24/PS(2nd Call)., Date: 18.02.2025 under 15 th FC, vide Memo No: 113(38)/Eng./PS., Dated: **18.02.2025,** Total No. of Scheme 02 (Two) nos. Last date of Application : **25.02.2025 upto 6.00 PM.** Details visit the website **https://wbtenders.gov.in** All particulars may be seen in the official notice board of the Undersigned and any one may contact Executive Officer, Suti – I Panchayat Samity.

Sd/-

Enclo: - As Stated. Executive Officer

Suti-I Panchayat Samity

Ahiran : Murshidabad

Panchra Gram Panchayat

Panchra, Purba Bardhaman

Tender Reference/ e-NIT No.:- **471/PGP, Dt. 18/02/2025, (1 No) & 472/PGP, Dt. 18/02/2025, (1 No)** of schemes are hereby invited. Last date for submission of bid is on **27/02/2025 upto 06.00 PM**. For further details visit the website **https://wbtenders.gov.in/**

TENDER NOTICE

NIT No.–:NIT NO:02/NGP/2024-25 dated 12.02.2025

Notice Inviting e-Tender No: **NIT NO:02/NGP/2024-25** of the office of the Pradhan, Nowahatu Gram Panchayat,Murulahar, Dist: Purulia invites tender for the works detailed in the Tender Notice. The bonafide contractors having sufficient credential (Similar type of work) in execution of work value not less than 50% in Single work during 03 (Three) years prior to the date of issue of this tender notice.Last Date of Dropping of Sealed Tender Form On and before **25.02.2025 (up to 1.00 PM)**. Date of opening of Tender On **25.02.2025 at 2.00 PM**.The Scheme list, Estimated cost, Earnest Money, and other details will be available in the office notice board of the undersigned.

Sd/- Pradhan

Nowahatu Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

এনআইটি নং ঃ ৩৩০_২০২৪-২৫, তারিখ ১৭.০২.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেল, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ (**সিনিয়র ডিইএন/১/হাওড়া**-এর অধিক্ষেত্রের জন্য) নিম্নরূপ কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের বিবরণ ঃ** এডিইএন/ব্যান্ডেলের অধীনে এসএসই/ডব্লু/ব্যান্ডেল শাখায় (৪ বছরের জন্য) আদিসপ্তগ্রাম, তালান্ডু, খন্যান, সিমলাগড়, বৈঁচিগ্রাম, দেবীপুর, বাগিলা, নিমো, রসুলপুর, হুগলী ঘাট ও গরিফায় স্বয়ংক্রিয় ক্লোরিনেশন প্ল্যান্ট সংস্থাপন এবং ব্যান্ডেল (৪টি), মগরা, পান্ডুয়া, বৈঁচি, মেমারী ও উপরে উল্লিখিত স্টেশনগুলিতে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দ্রবণের রুটিন ডোজিং। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৭৪,৯৬,৭৬২.৯৪ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১,৪৯,৯০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** আটচল্লিশ (৪৮) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোন কারণে ছুটি/বন্‌ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আবেদনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে জমা করা কোনও অফার অনুমোদন করা হবে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৩.২০২৫-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি প্রদান** — বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি), কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-610/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the

SINGTI GRAM PANCHAYAT

P.O.:-SINGTI SHIBPUR, PIN-711226, Dist.-Howrah

Notice Inviting e-Tender No. **(1) SGP/NIT(e)-10/2024-25, (2) SGP/NIT(e)-11/2024- 25, (3) SGP/NIT(e)-13/2024-25**, Dated: 18/02/2025 The Pradhan, Singti Gram Panchayat invites e-tender for total 3 (Three) nos. different works. Bid Submission closing date(online) **03/03/2025 at 11.00 AM**. Bid Opening date for Technical Proposal(online): **05/03/2025 at 11.00 AM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/- Pradhan

Singti Gram Panchayat

Office of the ONDA 1 GRAM PANCHAYAT, ONDA, BANKURA

Tender and is invited by the undersigned for the following works under NIeTs & NITs given below.

NIT/NIeT No.	Nature of Work	Date of publish	No. of works	Last Date of Submission of BID/Dropping of Tender	Opening of Technical Bid/Sealed Tender
NIeT-22/CFC-BG/ 2024- 25 (3rd Call)	Purchasing of Tubewell Parts	18-02-2025	1	26-02-2025 up to 10:30 A.M.	28-02-2025

For details please visit website **wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/-

Pradhan, Onda 1 G.P

Office of the

Andharthole Gram Panchayat

Sunukpahari :: Bankura

Notice Inviting e-Tender No-(1) 11/AGP/2024-25, (2) 12/AGP/2024-25, (3) 13/AGP/2024-25 Dated- 17/02/2025 Dated- 17/02/2025

Pradhan, Andharthole Gram Panchayat, invites percentage rate e-Tender for 13(Thirteen)nos. work. Period of Completion 30 Days. Last date of submission of bid(online) **24.02.2025 at 17:00 Hrs**. Date of Opening of Bid: **27.02.2025 at 11:00 Hrs.** For details visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan

Andharthole Gram Panchayat

3 rd CORRIGENDUM

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T No. **WBMAD/DKM/CP/e-NIT-139/2024-25(2 nd Call).** Bid submission closing date(Online) - **27/02/2025** instated of **17/02/2025** and Bid Submission opening date (Online) **03/03/2025** instated of **19/02/2025.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- Chairperson

Dankuni Municipality

RITES LIMITED

RITES THE INFRASTRUCTURE PEOPLE

(A Government of India Enterprise)

Shikhar, Plot No.1, Sector-29, Gurgaon – 122001

Important Notice – The last date of online application for the following vacancies have been extended, as under -

VC No.	Post	No. of Posts	Extended Date of online Application	Mode & Date of Selection Process
M/1/25 to M/60/25	Various posts under discipline of **Civil, Electrical, Mechanical,** etc.	300	Till 23.02.2025	**Written Test Date: To be declared**
RG/11/25	**Assistant Manager (Civil)**	18	Till 27.02.2025	**Written Test Date: 09.03.2025**
RG/12/25	**General Manager (HR)**	01	Till 27.02.2025	**Interview Date: To be declared**
RG/13/25	**Joint General Manager (ES&T / Signalling)**	01	Till 05.03.2025	
RG/14/25	**Joint General Manager (ES&T / PSD-AFC)**	01		

The cut-off dates for eligibility for each post shall be same as mentioned in its original advertisement available on RITES website.

For details regarding how to apply, venue, selection process and other T&Cs., candidates may see the detailed advertisement posted on RITES website **www.rites.com** under **Career Section**.

Hooghly Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly

Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091

E-Tender Notice

Memo No.: 3576/WS/SD **Dated: 18/02/2025**

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. **WBMAD/C/HCM/WS/NIT3/2e/25 and Tender Id No-2025_MAD_816896_1** for Laying D.I. pipe & Interconnection works at w-25 under 15th F.C Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **04/03/2025 at 14:00 hrs**. For more details and bidding online please visit website-**https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman

Hooghly-Chinsurah Municipality

উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাংক

রেজি অফিসঃ গ্রেপ গার্ডেন, নম্বর ২৭, ৩য় ''এ'' ক্রস, ১৮তম মেন, ৬ষ্ঠ ব্লক, করামাঙ্গালা, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৯৫, কর্ণাটক

শাখা অফিসঃ ৪র্থ তল, ঋষি টেক পার্ক, প্রমিসেস নং ০২০৩৬০, প্লট নং. ডিএইচ ৬ / ২, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউ টাউন-৭০০১৬০, কলকাতা

দখলের নোটিশ

যেখানে, উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, আর্থিক সম্পদের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা সুদের প্রয়োগ আইন, ২০০২ এর অধীনে এবং ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) এর নিয়ম ৩ সহ পঠিত। বিধি ২০০২ ঋণগ্রহীতা / সহঋকদের কাছে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে যাতে ঋণগ্রহীতাদেরকে সংশ্লিষ্ট নামের বিপরীতে উল্লিখিত পরিমাণ সুদসহ প্রযোজ্য হারে পরিশোধ করার আহ্বান জানানো হয়, যেমনটি উল্লেখিত নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে। উল্লিখিত নোটিশের প্রাপ্তি, প্রযোজ্য ভবিষ্যতের সুদ সহ, পেমেন্ট এবং / অথবা আদায়ের তারিখ পর্যন্ত আনুষঙ্গিক খরচ, খরচ, চার্জ ইত্যাদি।

এস নং.	লোণ নম্বর	ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতার নাম / গ্যারান্টার/ বন্ধক	১৩(২) নোটিশ তারিখ / বকেয়া (টাকায়) হিসাবে	তারিখ ও দখলের ধরন
১.	৩৩৮৪২১০০ ৮০০০০০১১	**১) বিষ্ণুপদ সামন্ত ২) সুদীপ্তা সামন্ত**	২৩.১০.২০২৪ / টাকা ৬,৫৪,৯৩০.৯২ ২৩.১০.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত	১৩.০২.২০২৫ / প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ ৬৪ দশমিক পরিমাপ (ন্যায়সঙ্গত বন্ধক মৌজা সাহারা, থানা- এগরা, জে.এল. নং ৮৬, এল.আর. দাগ নং ১৯০২, সাহারা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, মেদিনীপুর এবং সেখানকার সমস্ত উন্নয়ন। সীমানাঃ দক্ষিণ- জগ্যেশ্বর সামন্ত পূর্বঃ হেমন্ত মহাপাত্র শ্রী বিষ্ণু পদ সামন্ত (আপনাদের মধ্যে নং ১) ১৩.১১.২০০০ তারিখে এডিএসআর- এগরা অফিসে নিবন্ধিত, ১০ দশমিক জমির উপর তৈরি) অবস্থিত খতিয়ান নং ১৩৮৬, আর.এস. এবং এল.আর. হোল্ডিং নং ৪১৪১, জেলা পূর্ব-উত্তর- জগ্যেশ্বর সামন্ত, পশ্চিম- হেমন্ত সুর, ২০০১ সালের জন্য নিবন্ধিত উপহার দলিল নং ২৮৭ অনুসারে মালিকানাধীন।

এস নং.	লোণ নম্বর	ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতার নাম / গ্যারান্টার/ বন্ধক	১৩(২) নোটিশ তারিখ / বকেয়া (টাকায়) হিসাবে	তারিখ ও দখলের ধরন
২.	৩৩৫৯২১০০ ৪০০০০০৩৪	**১) এস কে নিজামুদ্দিন ২) হিরমান সেখি**	২৩.১০.২০২৪ / টাকা ৭,৭০,৫০৭.০৩ ২৩.১০.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত	১৪.০২.২০২৫ / প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ মৌজা - জোতসাদিতে অবস্থিত, আর.এস. অ্যান্ড এল.আর. প্লট ১৮৯, এল.আর. খতিয়ান নং ১৮৮৬ এবং আর.এস. অ্যান্ড এল.আর. প্লট নং ১৯১, এল.আর. খতিয়ান নং ১৮৮৮-এ ২.৩৪ দশমিক পরিমাপের বাস্তু জমি এবং ভবনের সমস্ত টুকরো এবং অংশ হিজলনা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না জেলার জে.এল. নং ১০, থানায় ১৪৭৪ নম্বর হোল্ডিং এবং তার উপর সমস্ত উন্নতিসাধনের অন্তর্ভুক্ত। দলিল অনুসারে সীমানা- উত্তরঃ কামালউদ্দিনের সম্পত্তি এবং বাড়ি দক্ষিণঃ ওমর আলীর সম্পত্তি পূর্বঃ ১৯২ নম্বর প্লট এবং ৬' প্রশস্ত কাঁচা রাস্তার সম্পত্তি পশ্চিমঃ কামালউদ্দিনের সম্পত্তি হীরামন শেখের মালিকানাধীন (আপনাদের মধ্যে নং ২) ২২.০২.২০১৮ তারিখের নিবন্ধিত উপহার দলিল অনুসারে, বর্ধমানের ডিএসআর-১ অফিসে ২০১৮ সালের জন্য ৭৩১ নম্বরে রয়েছে।

এস নং.	লোণ নম্বর	ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতার নাম / গ্যারান্টার/ বন্ধক	১৩(২) নোটিশ তারিখ / বকেয়া (টাকায়) হিসাবে	তারিখ ও দখলের ধরন
৩.	৩৩৬৯২১০১ ৭০০০০০৬৫	**১) দেবাশীষ প্রামানিক ২) মৌসুমী প্রামানিক প্যাটেল**	২৩.১০.২০২৪ / টাকা ১৭,১৭,৫৩৩.১০ ২৩.১০.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত	১৫.০২.২০২৫ / প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ মৌজা - তালডাংরা গ্রাম পঞ্চায়েত, মৌজা - চেঞ্চুড়া, জে.এল. নং ৭০, এল.আর. খতিয়ান নং ১৭৪০, এল.আর. প্লট নং ২০৯৯, পি.এস. তালডাংরা, জেলা - বাঁকুড়া, পিন- ৭২২১৫২ এবং তার উপর অবস্থিত ৩ দশমিক পরিমাপের বাস্তু জমি এবং ভবনের সমস্ত অংশ। দলিল অনুসারে সীমানা- উত্তরঃ তরুণ কুমারের বাড়ি, দক্ষিণঃ কালিপদ মাঝির জমি, পূর্বঃ হলধরের বাড়ি, পশ্চিমঃ ৮ ফুট রাস্তা এবং স্বপন মাঝির জমি। মৌসুমী প্রামাণিকের (আপনাদের মধ্যে নং ২) মালিকানাধীন ১৮.০৫.২০২২ তারিখের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল অনুসারে, যা ২০২২ সালের জন্য ২৬৫৬ নং।

এস নং.	লোণ নম্বর	ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতার নাম / গ্যারান্টার/ বন্ধক	১৩(২) নোটিশ তারিখ / বকেয়া (টাকায়) হিসাবে	তারিখ ও দখলের ধরন
৪.	৩৩৬০২১০১ ৭০০০০০৪৪	**১) শেখ আজিজুল আলি ২) তনুজা বেগম**	২৩.১০.২০২৪ / টাকা ১১,৭০,৫৩৩.৮৬ ২৩.১০.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত	১৫.০২.২০২৫ / প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ আরামবাগ পৌর কর্পোরেশন, মৌজা - চান্দুর, জে.এল নং ৮, আর.এস. প্লট নং ২৭৭০৩৩২৫, এল.আর প্লট নং ৩১০৪, থানা - আরামবাগ, জেলা - হুগলির মধ্যে অবস্থিত ২ দশমিক পরিমাপের বাস্তু জমির সমস্ত অংশ এবং তার উপর সমস্ত উন্নতি। তনুজা বেগম (আপনাদের মধ্যে নং ২) এর মালিকানাধীন উপহার দলিল, ১৫.০৬.২০১৮ তারিখে এডিএসআর.আরামবাগের আগে নিবন্ধিত, ২০১৮ সালের জন্য নং ২৯৯১। আরামবাগ পৌর কর্পোরেশন, মৌজা - চান্দুর, জে.এল নং ৮, আর.এস. প্লট নং ২৭৭০৩৩২৫, এল.আর প্লট নং ৩১০৪, থানা - আরামবাগ, জেলা - হুগলির মধ্যে অবস্থিত (.৭৯২) দশমিক পরিমাপের বাস্তু জমির সমস্ত অংশ এবং তার উপর সমস্ত উন্নতি। দলিল অনুসারে সীমানা- উত্তরঃ তনুজা বেগমের বাড়ি দক্ষিণঃ শেখ ফটিকের বাড়ি পূর্বঃশেখ ফটিকের বাড়ি পশ্চিমঃ আরামবাগ পৌরসভার মেটালিক রোড শেখ আজিজুল আলীর (আপনাদের মধ্যে নং ১) মালিকানাধীন উপহার দলিল, যা ১৪.০১.২০২২ তারিখে এডিএসআরআরামবাগের আগে নিবন্ধিত, ২০২২ সালের জন্য নং ০২৭৩।

এস নং.	লোণ নম্বর	ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতার নাম / গ্যারান্টার/ বন্ধক	১৩(২) নোটিশ তারিখ / বকেয়া (টাকায়) হিসাবে	তারিখ ও দখলের ধরন
৫.	৩৩১৩২৩০১ ১০০০০০০১	**১) প্রণ ফিস ট্রেডার্স ২) ফিরোজ রহমান মোল্লা ৩) ফিরোজা বিবি**	২৭.১১.২০২৪ / টাকা ৫৫,৫৫,৬৮৪.৫২ ২৭.১১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত	১৫.০২.২০২৫ / প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ সমস্ত জমির টুকরো এবং তার উপর সমস্ত উন্নতি সহ মোট ১১ দশমিক (যার মধ্যে ৭ দশমিক এলআর দাগ ১২০ এর অধীনে এবং ৪ দশমিক এলআর দাগ ১২১ এর অধীনে) ৩ একসাথে প্রায় ১৯৪৮.৫০ বর্গফুট আয়তনের একতলা আবাসিক ভবন মৌজা-পিয়ারা, থানা - হারোয়া, জে.এল. নং ৬৭, তৌজি নং ২৩, খতিয়ান নং ৫৩১, এল.আর. খতিয়ান নং ৭০৯, আর.এস. দাগ ৮২ / ৩৮৫ এবং ৮২ /৩৮১, এল.আর. দাগ ১২০ এবং ১২১, জেলা ২৪ পরগনা - এ অবস্থিত। দলিল অনুসারে সীমানা- দাগ নং ১২০-উত্তরের ক্ষেত্রেঃ অন্যান্য সহ-মালিক দক্ষিণঃ প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার অধীনে পাকা রাস্তা, পূর্বেঃ বিক্রেতাদের নিজস্ব জমি পশ্চিমঃ বিক্রেতাদের নিজস্ব জমি। দাগ নং ১২১-এর ক্ষেত্রে - উত্তরঃ অন্যান্য সহ-মালিক দক্ষিণঃ উনুচ মোল্লা পূর্বঃ বিক্রেতাদের জমি পশ্চিমঃ প্রধানমন্ত্রী সড়ক যোজনার অধীনে পাকা রাস্তা।
এডিএসআর দেগঙ্গার আগে ১৬.০৯.২০২০ তারিখে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল অনুসারে ফিরোজ রহমান মোল্লা ওরফে ফিরোজ রহমান মোল্লা (আপনাদের মধ্যে নং ২) এর মালিকানাধীন, যা ২০২০ সালের জন্য দলিল নং ১৫১০০৪৭২১।

এস নং.	লোণ নম্বর	ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতার নাম / গ্যারান্টার/ বন্ধক	১৩(২) নোটিশ তারিখ / বকেয়া (টাকায়) হিসাবে	তারিখ ও দখলের ধরন
৬.	৩৩৬০২১০১ ৭০০০০০১৪	**১) রাজ কুমার দে ২) মিনা দে**	১৬.১১.২০২৪ / টাকা ৫,৪৪,২৫৬.৪০ ১৬.১১.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত	১৫.০২.২০২৫ / প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ ৪ দশমিক পরিমাপের বাস্তু জমির সমস্ত টুকরো এবং অংশটি মৌজা - নোবাসনে অবস্থিত, যা জে.এল.নং ৪৭, এল.আর. খতিয়ান নং ১০০২, আর.এস প্লট নং ৯৭৯, এল.আর. প্লট ১০৩৪, পি.এস. - খানাকুল, জেলা - হুগলি, খানাকুল ।।, গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, এবং তার উপর সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ নিয়ে গঠিত। দলিল অনুসারে সীমানা- উত্তরঃ আর.এস. প্লট নং ৯৭৯-এ অরুণ শেঠের বাড়ি দক্ষিণঃ ৬' প্রশস্ত পঞ্চায়েত ধলাই রোড পূর্বঃ আর.এস. প্লট নং ৯৭৯-এ গণেশ দে-এর বাড়ি পশ্চিমঃ ৯৮২-এ আশীষ দে-এর বাড়ি মিনা দে (আপনাদের মধ্যে নং ২) এর মালিকানাধীন, ১৯.০২.২০২০ তারিখের নিবন্ধিত উপহার দলিল অনুসারে, ADSR খানাকুল, হুগলি অফিসে ২০২০ সালের জন্য নং ১১১৭।

এস নং.	লোণ নম্বর	ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতার নাম / গ্যারান্টার/ বন্ধক	১৩(২) নোটিশ তারিখ / বকেয়া (টাকায়) হিসাবে	তারিখ ও দখলের ধরন
৭.	৩৬১৯২১০০ ৮০০০০০০৭	**১) সুশান্ত ঘোষ ২) রেবা ঘোষ ৩) অম্বিকা ঘোষ**	২৩.১০.২০২৪ / টাকা ৬,১৫,১৯৩.৯১ ২৩.১০.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত	১৭.০২.২০২৫ / প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ জেলা- বর্ধমান, থানা- পূর্বস্থলী, মৌজা- কোন্নাপুর, খতিয়ান নং. এল.আর. ৪১, প্লট নং. এল.আর. এ৩৬০, জমির ক্ষেত্রফল- ৬ দশমিক ভূমি, দোগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, পশ্চিমবঙ্গের আওতাধীন কাঠামো এবং সেখানে সমস্ত উন্নয়ন। সীমানা-উত্তরঃ নিতাই পণ্ডিতের সম্পত্তি দক্ষিণ- ধনঞ্জয় ঘোষের বাকি সম্পত্তি পূর্বঃ পুমা চন্দ্র ঘোষের সম্পত্তি পশ্চিমঃ প্রশান্ত ঘোষের সম্পত্তি শ্রী সুশান্ত ঘোষের (আপনাদের মধ্যে নং ১) মালিকানাধীন উপহার দলিল বই- ১, খণ্ড নং ০২১১-২০১৮, পৃষ্ঠা ৬৩১৯ থেকে ৬৩৩৫ পর্যন্ত ২৯.১২.২০১৭ তারিখে এ. ডি.এস. আর-এর অফিসের সামনে দলিল নং ৬৭৬৮, পূর্বস্থলী, জেলাঃ বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

এস নং.	লোণ নম্বর	ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতার নাম / গ্যারান্টার/ বন্ধক	১৩(২) নোটিশ তারিখ / বকেয়া (টাকায়) হিসাবে	তারিখ ও দখলের ধরন
৮.	৩৩৮৬২১০১ ৭০০০০০১২	**১) আব্দুল শেখ ২) তাহামিনা বেগমে**	১৬.০৯.২০২৪ / টাকা ১১,১৬,০৯১.১৫ ৩০.৯.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত	১৭.০২.২০২৫ / প্রতীকী দখল

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ মৌজা- মুক্তারপুর, জে.এল. নং- ১৯, প্লট নং আর.এস. ৪১৩৬-এর সাথে সম্পর্কিত, এল.আর. প্লট নং ৪১৪৬, খতিয়ান নং এল.আর. ৪৫০০, এডিএসআর- বহরমপুর, পি.এস.-বহরমপুর- রাধারঘাট ২ গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ এবং তার আশেপাশের সকল উন্নয়ন। সীমানা (দলিল অনুসারে)- উত্তরঃ জিতেন মণ্ডলের পিতা দক্ষিণঃ শেরালি শেখের পিতা পূর্বঃ ১০ ফুট রাস্তা পশ্চিমঃ আধির মণ্ডলের পিতা আব্দুল্লা এসকে (আপনাদের মধ্যে ১ নম্বর) এর মালিকানাধীন, ১৬.১১.২০২১ তারিখের নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল অনুসারে এডিএসআর- বহরমপুরের অফিসে ২০২১ সালের জন্য ১৮৭৭৭ নং নিবন্ধিত।

যেখানে উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাসহ / ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টার বন্ধকগণ বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই এখানে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে উজ্জীবন স্মল-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা ফাইন্যান্স ব্যাংক উপরে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বিধি ৮ এর সাথে পড়া উল্লিখিত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে উপরে বর্ণিত সম্পত্তি/ সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছে। আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৪) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণ গ্রহীতাবন্ধকদের মনোযোগ আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে। এখানে উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাসহ / ঋণগ্রহীতা / জামিনদারবন্ধক বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা উল্লিখিত সম্পত্তি/ সুরক্ষিত সম্পদের সঙ্গে লেনদেন করবেন না এবং উল্লিখিত সম্পত্তিসুরক্ষিত সম্পদের সঙ্গে কোনো লেনদেন উয়িভানের চার্জ সাপেক্ষে হবে। স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক।

স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ

তারিখঃ ১৩.০২.২০২৫, ১৪.০২.২০২৫, ১৫.০২.২০২৫ ও ১৭.০২.২০২৫

স্বা/- স্বীকৃত আধিকারিক, উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

পৃথিবীর বুকে ফিরবে হারিয়ে যাওয়া ডোডোপাখি, দেখা মিলবে লোমশ ম্যামথেরও

একটা সময় পৃথিবীতে এদের দেখা যেত। জানা গেল দাপিয়ে বেড়াত লোমশ ম্যামথরা! অতিকায় চেহারার এই প্রাণীরা আজকের হাতির চেয়ে আকারে অনেক বড়। যাদের দেখা মেলে কেবল ইতিহাস বইয়েই। কিংবা ডোডোপাখি! প্রায় চারশো বছর আগে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল তারা। আবার তাসমানিয়ান টাইগারের মতো প্রাণীরাও এই গ্রহের বুক থেকে হারিয়ে গিয়েছে চিরতরে। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া এই সব জীবরা কি ফের ফিরে আসবে পৃথিবীতে, প্রশ্ন উঠছে। এমন সম্ভাবনাই সত্যি হতে পারে। তেমনই আশা দিচ্ছে এক কলোসেল বায়োসায়েন্স নামের এক মার্কিন সংস্থা। ২০২১ সালে ডালাসে স্থাপিত হয়েছিল এই সংস্থা। যাদের লক্ষ্যই হল হারিয়ে যাওয়া পশুপাখিদের ফের এই পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা। এমনকী প্রাগৈতিহাসিক জীবদেরও। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সাহায্যেই

তা সম্ভব বলে দাবি তাদের। তবে সংস্থার গবেষকদের দাবি, যারা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে তাদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা যে সম্ভব হবেই তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও চেষ্টা শুরু হয়েছে। কীরকম চেষ্টা? জানা যাচ্ছে, বিলুপ্ত জীবদের জীবাশ্মে যে ডিএনএ পাওয়া যায় তা সংগ্রহ করাই প্রাথমিক লক্ষ্য। যেমন ম্যামথের ক্ষেত্রে তাদের তুষারাবৃত অবশেষ থেকে ডিএনএ সংগ্রহ করা হচ্ছে। লক্ষ্য এদের সঙ্গে এদের ' এশিয়ার হাতিদের পার্থক্য বোঝার চেষ্টা করা। এরপর CRISPR-Cas9 নামের এক যুগান্তকারী জিন-এডিটিং টুলের সাহায্যে ম্যামথের জিনকে এশিয়ার হাতির জিনোমে প্রবেশ করিয়ে ' ভ্রূণ তৈরি করা হবে। তারপর সেটিকে কোনও ' হাতির জরায়ুতে কিংবা কোনও কৃত্রিম জরায়ুতে স্থাপন করা হবে। আর সেখান থেকেই জন্ম নেবে নতুন এক প্রাণী। বহু বছর আগে যারা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

২৪ ঘণ্টা পরই ফাঁসি, মেয়েকে বাঁচাতে সরকারের দ্বারস্থ পরিবার

আবু ধাবি, ১৮ ফেবরুয়ারি ঃ বিশ্বাস করে ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের শাহজাদি। কিন্তু তাঁকে এক দম্পতির কাছে বিক্রি করে দেয় সেই মানুষটিই! এরপর নিয়তি শাহজাদিকে টেনে নিয়ে যায় আবু ধাবিতে। যেখানে আর ২৪ ঘণ্টা পরই তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হবে। মৃত্যুদণ্ডের আগে শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী আবু ধাবির জেল কর্তৃপক্ষ বাড়ির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দিয়েছে শাহজাদিকে। আর গতকালই বাবাকে ফোন করে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। মেয়েকে বাঁচাতে সরকারের দ্বারস্থ হয়েছে পরিবার। কিন্তু শাহজাদির হাতে সময় খুবই কম। তাই মেয়েকে বাঁচানোর কোনও আশা দেখেছে না পরিবার। জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের মুলগি গ্রামে থাকতেন শাহজাদি। ছোটবেলায় এক দুর্ঘটনার শিকার হন তিনি। রান্নাঘরে কাজ করতে মুখ ও শরীরের বেশ কিছুটা অংশ পুড়ে যায়। সেনিয়েই চলছিল লড়াই। কিন্তু ২০২০ সালে সোশাল মিডিয়ায় আগরার যুবক উজেরের সঙ্গে আলাপ হয় শাহজাদির। প্রথমে বন্ধুত্ব, তারপর সেই সম্পর্ক গড়ায় ভালোবাসায়। উজের শাহজাদিকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, বিয়ে করে তাঁকে যথাযথ চিকিৎসা করাবেন। সব রকমভাবে ভালো রাখবেন। সুখের সংসার হবে দুজনের। ভালোবাসার মানুষকে বাড়ি ছাড়েন শাহজাদি। কিন্তু অভিযোগ, ২০২১ সালে আগ্রায় পালিয়ে যাওয়ার পরই তাঁকে নিজের আসল রূপ দেখায় উজের।

ইউক্রেনে সেনা পাঠাবে ব্রিটেন! ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর হুঙ্কারে নয়া জল্পনা

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামাতে ইউক্রেন ও ইউরোপের অন্য দেশকে কার্যতই পাত্তা দিচ্ছেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি সম্প্রতি ফোন করেছিলেন রুশ প্রেসিডেংট ভ্লাদিমির পুতিনকে। এবং তাঁর

দাবি, তাঁরা দুজনই সহমত যুদ্ধ থামানোর বিষয়ে। ট্রাম্পের এহেন আচরণে অস্বস্তিতে ইউরোপ। এহেন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মার জানিয়ে দিলেন, যদি প্রয়োজন পড়ে তিনি ইউক্রেনের সাহায্যার্থে সেনাও পাঠাতে পারেন সেখানে। ঠিক কী বলেছেন তিনি? এই মুহূর্তটিকে ' প্রজন্মে একবারই আসে' এমন মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করে তিনি জানিয়েছেন, প্রয়োজন পড়লে আমাদের সেনা ইউক্রেনে পাঠানো হতে পারে। ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করতে, আমাদের মহাদেশকে বাঁচাতে এবং অবশ্যই ব্রিটেনকে রক্ষা করতেই যে কোনওপদক্ষেপ করতে পারি। স্টার্মারের এমন মন্তব্যকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। আসলে মনে করা হচ্ছে, ট্রাম্পের এমন ঘোষণার জন্য কেবল তিনিই নন, ইউরোপের অন্য দেশের নেতারাও প্রস্তুত ছিলেন না।২০২২ সালে ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ব্রিটেনের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক তলানিতে এসে ঠেকেছে। গত বছরের শেষদিকে ইউক্রেনের উপর থেকে বিধিনিষেধ তুলে নিয়েছিল ব্রিটেন। যার অর্থ রাশিয়ার বিরুদ্ধে স্ট্রম স্যাডো মিসাইল ব্যবহার করতে পারবে ইউক্রেন। এবার ইউক্রেনে সেনা পাঠানোর কথা বলে চাপ আরও বাড়াল ব্রিটিশরা। আর এক সপ্তাহ পরে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের তৃতীয় বর্ষপূর্তি। এই পরিস্থিতিতে প্যারিসে বৈঠক করার কথা ব্রিটেন, জার্মানি, পোল্যান্ড, ইটালি, স্পেন, নেদারল্যান্ডস ও ডেনমার্কের। ওই বৈঠকে থাকবেন ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রধান অ্যাঃটনিও কোস্টা, ন্যাটোর সাধারণ সম্পাদক মার্ক রুটও। জানা গিয়েছে, ইউক্রেন সর্বোপরি ইউরোপের প্রতিরক্ষা রক্ষা করা নিয়েই বৈঠকে আলোচনা হবে।

ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে আগামী পাঁচ বছরে ৬ লক্ষ এইডস আক্রান্তের মৃত্যু হতে পারে

১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ডোনাল্ড ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে প্রাণ হারাতে চলেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ! এমনটাই আশঙ্কা রাষ্ট্রসংঘের। উল্লেখ্য, কুর্সিতে বসেই খরচ কমাতে একগুচ্ছ মার্কিন অনুদানে কাঁচি চালিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। তার মধ্যে অন্যতম হল এইডস আক্রান্তদের জন্য অনুদান। তাই রাষ্ট্রসংঘের আশঙ্কা, মার্কিন অনুদান বন্ধ হয়ে গেলে এইডস আক্রান্তদের মৃত্যুর সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের ডিপার্টমেন্ট অফ গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সির তরফে এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করা হয়। উল্লেখ্য, এই দপ্তরের শীর্ষে রয়েছেন মার্কিন ধনকুবের এলন মাস্ক। ওই পোস্টে জানানো হয়, আমেরিকা সরকারের খরচে কাটছাঁট করতে বেশ কিছু অনুদান বন্ধ করা হচ্ছে। বিশ্বের নানা দেশে কোন প্রকল্পগুলি বন্ধ হবে, তার তালিকাও দেওয়া হয়েছে ওই পোস্টে। বাংলাদেশ-নেপালের মতো আরও নানা দেশের অনুদানও বন্ধ করে দিয়েছে মাস্কের দপ্তর। বিশ্বজুড়ে লিঙ্গসমতা, গণতন্ত্র, নারী ক্ষমতায়নের খাতে বরাদ্দেও কাঁচি চালানো হয়েছে। কেবল মাস্কের দপ্তর নয়, ইউনাইটেড স্টেটস এজেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট বা USAID-এর অন্তর্গত একাধিক অনুদানও বন্ধ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। ইজরায়েল এবং মিশর ছাড়া সমস্ত দেশে মার্কিন অনুদান আপাতত তিনমাসের জন্য পুরোপুরি বন্ধ। ট্রাম্পের এই ঘোষণাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে রাষ্ট্রসংঘের UNAID বিভাগ। সংস্থার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর উইনি বানিমা বলেন, বিরাট অঙ্কের মার্কিন অনুদান বন্ধ হয়ে গেলে বহু মানুষের মৃত্যু হবে।পরিসংখ্যান বলছে, মার্কিন অনুদানের মাধ্যমে অন্তত ২ কোটি এইডস আক্রান্তের চিকিৎসা চলে গোটা বিশ্বে। ২ লক্ষ ৭০ হাজার স্বাস্থ্যকর্মীও এই অনুদানের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু উইনির আশঙ্কা, ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে আগামী পাঁচ বছরে ৬ লক্ষ এইডস আক্রান্তের মৃত্যু হতে পারে। নতুন করে এইচআইভি বাসা বাঁধতে পারে ৯ লক্ষ মানুষের দেহে। যদিও ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, জীবনদায়ী চিকিৎসার অনুদান বন্ধ হবে না। কিন্তু আফ্রিকার একাধিক স্বাস্থ্যকর্মীর মতে, মার্কিন অনুদান বন্ধ হওয়ায় চিকিৎসা পরিষেবা থামিয়ে দিতে হয়েছে তাঁদের।

ভারত-কাতার যৌথ বিজনেস ফোরামের আয়োজন

নয়াদিল্লি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং কাতারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী এইচ ই শেখ ফয়সাল বিন থানি বিন ফয়সাল আল থানি মঙ্গলবার শিল্প ও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উন্নয়ন বিভাগের সহযোগিতায় কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি-র উদ্যোগে আয়োজিত ভারত-কাতার যৌথ বিজনেস ফোরামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল ও এইচ ই শেখ ফয়সাল বিন থানির উপস্থিতিতে ভারত ও কাতারের মধ্যে দু'টি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল বলেছেন, আমরা বিশ্বে উত্তরণের জন্য প্রস্তুত। এই রূপান্তর স্থায়িত্বের স্তম্ভে বিশ্রাম নিতে চলেছে।

নরকের দরজা খুলে দেব গাজায়', যুদ্ধবিরতির মাঝেই হামাসকে হুঁশিয়ারি নেতানিয়াহুর

১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ যুদ্ধবিরতির জেরে গাজাবাসী ক্ষণিকের স্বস্তি পেলেও, প্যালেস্তিনীয়দের জন্য অপেক্ষা করছে ভয়াবহ কিছু! তারই আভাষ দিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। প্যালেস্টাইনের জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসকে হুমকি দিয়ে তাঁর বার্তা, গাজায় নরকের দরজা খুলে দেওয়া হবে। যুদ্ধবিরতির মাঝেই নেতানিয়াহুর এহেন বার্তায় নতুন করে আশঙ্কার মেঘ গাজার আকাশে। মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিওর সঙ্গে বৈঠকের পর যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেন নেতানিয়াহু। সেখানেই তিনি বার্তা দেন, আমাদের অভিন্ন কৌশল রয়েছে। সাধারণ মানুষের কাছে আমরা তা বিস্তারিতভাবে জানাতে পারি না। যেমন গাজায় কখন খুলে দেওয়া হবে নরকের দরজা। যদি হামাস সব পণবন্দিকে মুক্তি না দেয়, তাহলে অবশ্যই সেই দরজা খুলে দেওয়া হবে। মার্কিন বিদেশ সচিবকে পাশে বসিয়ে নেতানিয়াহু আরও বলেন, গাজায় হামাসের সমস্ত সামরিক ক্ষমতা আমরা শেষ করে দেব। যাঁদের পণবন্দি করে রাখা হয়েছে তাঁদের সকলকে ফিরিয়ে আনব। এবং এটা নিশ্চিত করব যাতে আর কখনও গাজা ইজরালের জন্য বিপদের কারণ হয়ে না ওঠে। গাজা প্রসঙ্গে আমরা আমেরিকার সমর্থন পেয়েছি। এই সমর্থন আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করবে।

গাজা প্রসঙ্গে আমেরিকার পরিকল্পনা অবশ্য ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, যুদ্ধ শেষে গাজার দখল নেবে আমেরিকা। বর্তমানে যারা গাজায় রয়েছেন তাঁদেরকে মিশর, জর্ডান-সহ অন্যান্য মুসলিম দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এমনকি যুদ্ধের ক্ষত সারিয়ে গাজা সংস্কারের পর সেখানে ' স্টেট'-এর ব্যবসা করারও বার্তা দিয়েছেন ট্রাম্প। যা নিয়ে সমালচনার ঝড় ওঠে বিশ্বজুড়ে। সেই নিয়ে জল্পনার মাঝেই গাজায় আমেরিকা ও ইজরায়েলের ' কৌশল' ও ' দরজা' খোলার বার্তা নতুন করে জল্পনা তৈরি করেছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে যুদ্ধবিরতি চলছে গাজায় সেই চুক্তি মতো গত শনিবার পর্যন্ত ১৯ জন বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে হামাস। ৭ অক্টোবর ২০২৩ সালে এই হামাসের হাতে পণবন্দি হয়েছিলেন ২৫০ জন। তাদের মধ্যে প্রথম দফায় সংঘর্ষ বিরতিতে ৩৩ জনকে মুক্তি দেওয়ার কথা হামাসের। অন্যদিকে চুক্তি অনুযায়ী ইজরায়েলের তরফে কয়েশ প্যালেস্তিনীয়কে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য ব্যাপী সোশ্যাল মিডিয়ার সাংবাদিকদের নতুন সংগঠন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ সোশ্যাল মিডিয়ার সাংবাদিকদের নতুন সংগঠন। রাজ্য ব্যাপী সোশ্যাল মিডিয়ার ন্যায্য স্বীকৃতির দাবিতে ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরাম সুনির্দিষ্ট একটা প্লাটফর্ম গড়ে উঠেছে । রাজ্যের প্রতিটি জেলার সোশ্যাল মিডিয়ার সাংবাদিকদের এক ছাতার তলায় সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিতে সমগ্র ভাবে সচেষ্ট জানিয়েছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল মিডিয়া ফোরামের সভাপতি মলয় পিট। তিনি আরো জানান ওপর রোদ বৃষ্টি ঝড় উপেক্ষা করে সোশ্যাল মিডিয়ার সাংবাদিকরা যে খবর পরিবেশণ করে তা আজ আর উপেক্ষা করার মতো নয়, গণ মাধ্যমের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত সোশ্যাল মিডিয়া আজ বহুল প্রচলিত। প্রচারিত খ্যাতনামা প্রায় প্রতিটি গন মাধ্যমেরই পরিবেশকদের সোশ্যাল মিডিয়া আজ অন্যতম আকর্ষণ । তাই নির্ভর যোগ্য সোশ্যাল মিডিয়ার খবর করতে যাতে কোনোরূপ অসুবিধা না হয় তারই লক্ষ্যে আমাদের এই সংগঠনের উদ্দেশ্য। এখনো পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার অংশগ্রহণকারী সাংবাদিক সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করেছেন বলে জানা গেছে।

যুক্তরাষ্ট্রে শীতকালীন ঝড়ে ১০ জনের মৃত্যু

নয়টি কাউন্টিতে জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে

১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলজুড়ে এ সপ্তাহান্তে তীব্র শীতকালীন ঝড়ে অন্তত ১০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ঝড়ের সঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে কয়েকটি এলাকায় আকস্মিক বন্যা দেখা দিয়েছে। কেন্টাকিতে বন্যার জলে অনেক রাস্তাঘাট ডুবে গেছে। বাড়িঘরেও বন্যা জল প্রবেশ করেছে। সেখানে ঝড়-বন্যায় অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন গভর্নর অ্যান্ডি বেশিয়ার। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে অ্যান্ডি বেশিয়ার লেখেন, ' এইমাত্র পাইক কাউন্টিতে আবহাওয়া-সম্পর্কিত কারণে আরও একজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হয়েছি। এই একজনকে নিয়ে আমরা মোট নয়জনকে হারিয়েছি।' জর্জিয়ায় আরও অন্তত একজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হওয়ার কথাও জানিয়েছেন কেন্টাকির গভর্নর। সপ্তাহান্তের এই ঝড়কে অ্যান্ডি বেশিয়ার অন্তত এক দশকের মধ্যে কেন্টাকিতে আঘাত হানা সবচেয়ে গুরুতর প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে একটি বলেও বর্ণনা করেছেন। গভর্নর অ্যান্ডি বেশিয়ার বলেছেন, সেখানে এখন উদ্ধার কার্যক্রম চলেছে। বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে ঝড় এবং ঝড়পরবর্তী সময়ের নানা ভিডিও ফুটেজ পাওয়া যাচ্ছে। সেগুলোয় ঝড়ে উপড়ে পড়া গাছ, বন্যার জলে ডুবে থাকা যানবাহন ও আংশিক ডুবে থাকা বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। অনেক সড়ক বন্যার জলে ডুবে আছে। বিশেষ করে কেন্টাকি, টেনিসি ও ভার্জিনিয়ায়। গত শনিবার যখন ঝড়ের তাণ্ডব চলছিল, ওই সময় কেন্টাকিতে বন্যার পানির উচ্চতা রেকর্ড পর্যায়ে পৌঁছেছিল বলে জানিয়েছেন স্থানীয় কর্মকর্তারা। দুই বছর আগে কেন্টাকিতে ভয়াবহ বন্যায় ৪৩ জন প্রাণ হারিয়েছিলেন। বন্যায় অঙ্গরাজ্যটির একটি বড় অংশ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এবারের ঝ।ও ' প্রভাব ফেলেছে জানিয়ে গভর্নর বেশিয়ার বলেছেন, ' বাসিন্দাদের আমাদের সতর্ক করতে হবে। তিন শতাধিক সড়ক বন্ধ হয়ে আছে স্থানীয় পরিবহননেতারা বলেছেন, অঙ্গরাজ্যজুড়ে ঐতিহাসিক প্রভাব প।তে চলেছে। পূর্বে ভূমিধস থেকে পশ্চিমে তুষারপাত, পরিস্থিতি খুবই বিপজ্জনক। কেন্টাকিবাসী, দয়া করে সামনের দিনগুলোর জন্য প্রস্তুত হন, ভ্রমণ এ।য়ে চলুন এবং নিরাপদে থাকুন।' যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদের মধ্যে একটি শিশুও আছে বলে জানিয়েছেন কেন্টাকির গভর্নর। নিহত মানুষের সংখ্যা আরও বাড়েব বলেও মত তাঁর। তিনি কেন্টাকির বাসিন্দাদের সড়ক থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন। শীতকালীন ঝড়ে দেখা দিয়েছে ভারী তুষারপাত। অনেককেই এই তুষারপাত উপভোগ করতে দেখা যায়। শীতকালীন ঝড় আঘাত হানতে চলেছে-সর্তকতা হিসেবে গত শুক্রবারই কেন্টাকিতে জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন গভর্নর বেশিয়ার। গতকাল তিনি দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ধন্যবাদ দেন। ট্রাম্প কেন্টাকিতে ফেডারেল ডিজাস্টার ঘোষণার একটি প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছেন। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সহায়তার জন্য কেন্টাকি প্রশাসন ফেডারেল ত্রাণ তহবিল থেকে বরাদ্দ পাবে। কেন্টাকির আবহাওয়া আরও কয়েক দিন বিরূপ থাকবে বলে জানিয়েছে স্থানীয় জরুরি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ। ঝড় ও বন্যার কারণে কেন্টাকিতে বহু মানুষ বিদ্যু-বিচ্ছিন্ন হয়ে প।ছেন। অনেক মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অঙ্গরাজ্যটির নয়টি কাউন্টিতে জরুরি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

Name Change

I, Nazrul Mandal, S/o Arman Mandal, resident of Vill. Hantra Dakshinpara, Po Chhota Andulia. Ps. Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin-741124 do hereby declare that I have changed my name from Naarsal Mandal to Najrul Mondal and henceforth I shall be known as Najrul Mondal in all purpose, vide allidavit No. 38 sworn before the Notary Public at Krishnagar, Nadia on 26.12.2004. Najrul Mondal and Nazrul Mandal both are same and identical Person.

Name Change

I, Salim Mandal, S/o- Najrul Mondal, resident of Vill. Hantra Dakshinpara, P.o-Chhota Andulia, P.s- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin-741124 do hereby declare that I have changed my name from Salim Mandal to Selim Mondal and henceforth I shall be known as Selim Mondal in all purpose, vide affidavit No. 41 sworn before the Notary Public at Krishnagar, Nadia on 26.12.2024, Selim Mondal and Salim Mandal both are same and identical person.

Name Change

I, Md Jahurul Haque Laskar (old name) son of Md Taleb Ali Laskar, residing at Uttar Bishnupur, Baneswarpur, Magrahat-I, P.S- Usthi, South 24 Parganas, Pin: 743375, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Jahurul Haque Laskar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 15/02/2025. Md Jahurul Haque Laskar (old name) and Jahurul Haque Laskar (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Shahanwaj Ansari S/o Md Kasim Ansari Residing at 43/E/4, Narayan Roy Road, Barisha Silpara, P.o - Barisha Sakher Bazar, P.s - Thakurpukur, District - Kolkata, Pin- 700008 West Bengal India shall henceforth be known as Md Shahnawaz Ansari. I declare that Md Shahanwaj Ansari and Md Shahnawaz Ansari is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-02-2025.

Name Change

I, Khalek Tarafdar S/o Late Mahata Ali Tarafdar Residing at Vill - Buroshailee Para, P.s - Gopal Nagar, District - 24 Pgs(N), Pin- 743262 West Bengal India shall henceforth be known as Abdul Khalek Tarafdar. I declare that Khalek Tarafdar and Abdul Khalek Tarafdar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 18-02-2025.

Name Change

I, Hazi Md Abdul Hai alias Hazi Md Abdul Hai Goldar S/o Chhafar Ali Residing at Anowar Beria, Maniktala, Habra-I, District - 24 Pgs(N), Pin - 743263 West Bengal India shall henceforth be known as Abdul Hai. I declare that Hazi Md Abdul Hai, Hazi Md Abdul Hai Goldar and Abdul Hai is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 18-02-2025

Name Change

I, Ajoy Himatsingka S/o Rajendra Kumar Himatsingka Residing at Flat No-5C, Block-1A, Clubtown Gateway, Roypara Purbapara, Hatiara, District - 24 Pgs(N), Pin - 700157 West Bengal India shall henceforth be known as Ajoy Kumar Himatsingka. I declare that Ajoy Himatsingka and Ajoy Kumar Himatsingka is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 18-02-2025

Name Change

I, Musammat Minara Khatun (Old Name) W/o Fazlul Rahman Khan Residing at Boga Nowapara, Maheshtala(M), District - 24 Pgs(S), Pin - 700141 W.B India have Changed my name and shall henceforth be known as Minara Khatun (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 29/2025 Dated 18-02-2025. Musammat Minara Khatun (Old Name) and Minara Khatun (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Payel Chatterjee (Old Name) W/o Subhas Chandra Das Residing at Setna Road, Near Uma Appartment Shyampur, Maheshtala(M), Budge Budge, District - 24 Pgs(S), Pin - 700137 India have Changed my name and shall henceforth be known as Payel Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 30/2025 Dated 18-02-2025. Payel Chatterjee (Old Name) and Payel Das (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Shukur Ali Mandal (Old Name) (Date of Birth- 01-01-1963) S/o Noor Ali Mondal Residing at Vill - Gorai Nagar, P.o - Aziznagar, P.s - Deganga, District - 24 Pgs(N), Pin - 743425 India have Changed my name and shall henceforth be known as Shukur Ali Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 31/2025 Dated 18-02-2025. Shukur Ali Mandal (Old Name) and Shukur Ali Mondal (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Joydeb Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Jiten Mondal ঠিকানা Vill P.O - Sanekpur, Bongaon, District - 24 Pgs(N), Pin - 743701 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 18-02-2025 এর Affidavit no 28/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Jaydeb Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Jaydeb Mondal (নতুন নাম) ও Joydeb Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Ranu Bibi (Old Name) w/o Israfil Sheikh, residing at Mirpur, p.o- Chak enayetnagar, p.s- Bishnupur, dist- South 24 pgs- 743503, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Raoshnara Bibi (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 17/02/2025. Raoshnara Bibi (New Name) and Ranu Bibi (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, FIROZBHAI VANA & FIROZ VANA (OLD NAME) S/O LATE ALIBHAI VANA & ALI BHAI RESIDENT OF 8,MARQUIS STREET, 2 ND FLOOR, PO & PS - PARK STREET,KOLKATA-700016,WEST BENGAL.I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FIROZ ALIBHAI VANA(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/2025. FIROZBHAI VANA AND FIROZ VANA(OLD NAME) AND FIROZ ALIBHAI VANA (NEW NAME)All ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, FEHMIDA BAI VANA & FEHMIDA VANA (OLD NAME) W/O FIROZ ALIBHAI VANA RESIDENT OF 8,MARQUIS STREET, 2 ND FLOOR,PO & PS - PARK STREET,KOLKATA-700016,WEST BENGAL.I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FEHMIDA FIROZ VANA(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/2025. FEHMIDA BAI VANA AND FEHMIDA VANA(OLD NAME) AND FEHMIDA FIROZ VANA (NEW NAME)All ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, ATANU BHATTACHARYA (Old Name) S/o- SR BHATTACHARJEE, Residing at, C/2 Asoke apartment, 13, Sahid Surya Sen Road, Post & Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742161, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ATANU BHATTACHARYA To ATANU BHATTACHARJEE (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ATANU BHATTACHARJEE in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 10 Feb 2025, ATANU BHATTACHARJEE and ATANU BHATTACHARYA both are Same and one identical person.

Name Change

I, PAPIYA BHATTACHARYA (Old Name) W/o- ATANU BHATTACHARJEE, Residing at, C/2 Asoke apartment, 13, Sahid Surya Sen Road, Post & Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742161, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from PAPIYA BHATTACHARYA To PAPIA BHATTACHARJEE (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) PAPIA BHATTACHARJEE in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 10 Feb 2025, PAPIA BHATTACHARJEE and PAPIYA BHATTACHARYA both are Same and one identical person.

Name Change

I, ZAKIR BISWAS (Old Name) W/o- ABDUL HAMID BISWAS, Residing at, Vill- Laxmipur, Post - Maliha, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 732102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ZAKIR BISWAS To JAKIR BISWAS (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JAKIR BISWAS in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 10 Feb 2025, JAKIR BISWAS and ZAKIR BISWAS both are Same and one identical person.

Name Change

I ABUL SARKAR S/O CHHURAT ALI SARKAR R/O VILL+ PO. KASIDANGA PS NAKASHIPARA DIST NADIA. PIN 741162 W.B I DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM ABUL SARKAR TO ABLU SARKAR (NEW NAME) SWORNE BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KRISHNAGAR NADIA ON 18-2-2025.

Name Change

I, DIPANWITA ROY(OLD NAME) W/O MANTU ROY RESIDENT OF 59/4,OLD CALCUTTA ROAD, TALPUKUR, PS-TITAGARH,DIST-NORTH 24 PARGANAS, PIN-700123, WEST BENGAL.I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DIPANWITA BISWAS(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/2025. DIPANWITA ROY(OLD NAME) AND DIPANWITA BISWAS (NEW NAME)All ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I KABERI CHAKRABARTI,D/O NIRANJAN CHOWDHURI,R/O 1/10 PRANTIK PALLY, BOSEPUKUR, PO&PS-KASBA, KOLKATA-700042, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KABERI BHATTACHARYA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/02/2025, THAT KABERI CHAKRABARTI AND KABERI BHATTACHARYA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, PAPIA KAR (OLD NAME) W/O SNEHASISH KAR RESIDENT OF 156,BELEGHATA MAIN ROAD,PO & PS- BELIAGHATA, KOLKATA-700010, WEST BENGAL.I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PAPIYA KAR(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD.1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT SEALDAH ON 05/09/2003 VIDE AFFIDAVIT NO.8799. PAPIA KAR (OLD NAME) AND PAPIYA KAR (NEW NAME)All ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, SAIFUDDIN FIROZBHAI VANA (OLD NAME) S/O FIROZ ALIBHAI VANA RESIDENT OF 8,MARQUIS STREET, PO & PS - PARK STREET,KOLKATA-700016,WEST BENGAL.I HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAIFUDDIN VANA(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/02/2025. SAIFUDDIN FIROZBHAI VANA(OLD NAME) AND SAIFUDDIN VANA (NEW NAME)All ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Abdur Rahim Shaikh (Old Name) son of Abdus Sattar Sk, residing at Vill- Amtala Fakir Para, P.O.- Kanyanagar, P.S.- Bishnupur, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743503, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Abdur Rahim SK (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 18/02/2025. Abdur Rahim Sk (New Name) and Abdur Rahim Shaikh (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I PUJA DAS,D/O BISWANATH GHOSH,R/O 3A/H/10 MOHAN BAGAN LANE,SHYAMBAZAR MAIL S.O,SHYAMBAZAR MAIL KOLKATA-700004,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NUPUR DAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 18/02/2025,THAT PUJA DAS AND NUPUR DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Change of Name

I, Chheos Mondal (Old Name) S/O–Ketabari Mondal resident of Vill-Matiari Baganpara, Po-Banpur, Ps-Krishnaganj, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741503 do hereby decrale that I have changed my name from Chheos Mondal to Chhiyom Mondal and hencefort I shall be known as Chhiyom Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/02/2025 . My name Chhiyom Mondal & Chheos Mondal both are same and one identical person.

Change of Name

I, Ranjan Roy (Old Name) S/O–Brojendra Nath Roy resident of Vill-Hazrakhal, Po-Ulasi, Ps-Hanskhali, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741502 do hereby decrale that I have changed my name from Ranjan Roy to Ranjan Kumar Roy and hencefort I shall be known as Ranjan Kumar Roy (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/02/2025 . My name Ranjan Kumar Roy & Ranjan Roy both are same and one identical person.

Change of Name

I, Moumita Dutta Biswas W/O-Kuntal Kumar Dutta resident of 33 R K B Lane , Nilmani Abasan Flat No. 102, Ranibagan, Berhampore, Murshidabad , West Bengal , do hereby declared that I have changed my name from Moumita Dutta Biswas to Moumita Biswas and henceforth, I shall be known as Moumita Biswas in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampur on 18/02/2025. My Name Moumita Biswas & Moumita Dutta Biswas both are same and one identical person.

Change of Name

I,Samser Ali Shaikh (Old Name) S/O–Tarachand Sekh resident of Vill-Baliadanga ,Po-Haripur, Ps-Santipur, Dist-Ranaghat, West Bengal, Pin-741404 do hereby decrale that I have changed my name from Samser Ali Shaikh to Samser Sekh and hencefort I shall be known as Samser Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/02/2025.My name Samser Sekh & Samser Ali Shaikh both are same and one identical person.

Name Change

I Prasenjit Biswas S/O Haripada Biswas Residing at Vill Muktarampur,P.O. Rampara Chenchra, PS. Tapan, Dist. Dakshin Dinajpur, do hereby solemnly affirm and declare my actual name Prasenjit Biswas instead of Prosenjit Biswas, vide an affidavit sworn before the Notary public at Dakshin Dinajpur on 17/02/2025. Prasenjit Biswas and Prosenjit Biswas both are same and one identical person.

Change of Name

I, Abdur Mostafa (Old Name) S/O–Mohammed Abdul Rasid resident of Vill-Khalifabad, Po-Paharpur, Ps-Lalgola, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742148 do hereby decrale that I have changed my name from Abdur Mostafa to Md Mostafa and hencefort I shall be known as Md Mostafa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/02/2025 . My name Md Mostafa & Abdur Mostafa both are same and one identical person.

Change of Name

I, Delwar Hossain (Old Name) S/O–Abdul Malek Sk resident of Vill-Khorda Palashi, Po- Palit Behgia, Ps-Kaliganj, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741137 do hereby decrale that I have changed my name from Delwar Hossain to Delwar Hossain Sk and hencefort I shall be known as Delwar Hossain Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 18/02/2025 . My name Delwar Hossain Sk & Delwar Hossain both are same and one identical person.

আবর্জনার স্তূপ থেকে হাসপাতালে আগুন, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ হাসপাতালে আগুন আতঙ্ক। ধোঁয়ায় ঢেকে গেল ওয়ার্ড। আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করলেন রোগীরা। আতঙ্ক ছড়ালো চিকিৎসক - নার্সদের মধ্যেও। ধোঁয়ার কারণে রোগী থেকে শুরু করে চিকিৎসক প্রত্যেকের শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা শুরু হয়। যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। হাসপাতালের পাশে আবর্জনা স্তুপের আগুন থেকেই ছড়ায় এই আতঙ্ক। ঘটনাস্থলে আসে দমকল। নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। সমগ্র ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। পাল্টা তৃণমূল। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে এই আগুন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হাসপাতালের পাশেই জমে রয়েছে আবর্জনার স্তূপ। সেখানেই কোন ভাবে আগুন লেগে যায়। তারপরে বিষাক্ত ধোঁয়ায় ঢেকে যায় সমগ্র ওয়ার্ড। ধোঁয়ার বীভৎসতায় প্রসূতি থেকে শুরু করে অন্যান্য রোগীরা ওয়ার্ডের বাইরে বেরিয়ে যেতে শুরু করে। ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য। চিকিৎসক নার্সরা চেষ্টা করেন রোগীদের সুরক্ষিত ভাবে বাইরে বের করার। তারাও শ্বাসকষ্টের কারণে সাময়িকভাবে অসুস্থ বোধ করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নজরে আসে আগুন। সেই আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু হয়। খবর দেওয়া হয় দমকলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি। যদিও ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে হাসপাতালে জৈব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা রয়েছে। সেখান থেকে আবর্জনা বের করার সময় বা নিয়ে যাওয়ার সময় বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। সেই জায়গায় কেউ ধূমপান করে ফেলার ফলে বা অন্য কোনো কারণে আগুন লেগে গেছিল। হাসপাতালের আবর্জনা স্তূপের পাশেই রয়েছে রাস্তা। সেখানেও ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ব্যবহৃত ইনজেকশন এর সিরিঞ্জ। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রশ্ন? যদিও সকল রোগী নিরাপদে রয়েছেন বলেই জানা গেছে। রোগী জোহরা খাতুন বলেন, হঠাৎ দেখি ধোঁয়া। আমরা বেরিয়ে গেছিলাম। বিষাক্ত ধোঁয়া এবং গন্ধ উঠছিল। সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। আরেক রোগী মাসুদা খাতুন জানান, আগুন লেগেছিল বাইরে। এই ধোঁয়াতে ওয়ার্ড ঢেকে যায়। সকলে ভয়ে ছোটাছুটি শুরু করি। চিকিৎসক স্নেহাশীষ দত্ত বলেন, আমার নিজের শ্বাসকষ্টের সমস্যা হচ্ছে। যখন আগুন লাগে আমরা রোগীদের বের করার চেষ্টা করেছিলাম। আগুন বাইরে লেগেছিল ভেতরে ধোঁয়াতে ভরে গেছিল। ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ছোটন মন্ডলের বক্তব্য, জৈব বর্জ্য ব্যবস্থাপনা রয়েছে। সেখান থেকে আবর্জনা নিয়ে যায়। হয়তো কিছু আবর্জনা পড়ে যায় এদিক ওদিক। সেখানেই আগুন লেগেছিল। বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য কিষান কেডিয়ার অভিযোগ, হাসপাতালে পরিকাঠামো নেই। যেখানে সেখানে আবর্জনা পড়ে থাকে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। আগুন লাগাটাই স্বাভাবিক। ব্লক তৃণমূল সভাপতি জিয়াউর রহমানের দাবি, তৃণমূল আমলে সরকারি হাসপাতাল গুলোর ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। এটা একটা দুর্ঘটনা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নজরে রাখবে বিষয়টি।

আগ্নেয়াস্ত্র সমেত এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, পূর্বস্থলী, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত বেলেরহাট স্টেশন বাজার এরিয়া থেকে আগ্নেয়াস্ত্র সমেত এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তিকে আজ মঙ্গলবার পাঠানো হলো কালনা মহকুমা আদালতে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে গতকাল রাতে কাটোয়া থানা এলাকার কুয়ারাডাঙ্গা বাসিন্দা হাসিবুল মল্লিক বেলেরহাট স্টেশন বাজার এলাকায় দিয়ে যাচ্ছিল। এরপরই তার কাছ থেকে একটি পাইপগান উদ্ধার হয়। কি কারনে সেই পাইপগান নিয়ে ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল। কি বা তার উদ্দেশ্য ছিল, নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্ত করতে চায় পূর্বস্থলী থানার পুলিশ। মঙ্গলবার তাকে ১০ দিনের পুলিশি হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে তাকে কোর্টে পাঠানো হয়।

উদ্ধার বিপুল পরিমান মদ ও বিয়ার

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রাম ব্লকের ইন্দো -ভুটান সীমান্ত লাগোয়া কালিখোলা এলাকা থেকে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকার অবৈধ ভুটানি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে জেলা আবগারি দপ্তর। অভিযোগ সাতটি সাইকেলে চাপিয়ে ভুটান থেকে সম্পূর্ণ অবৈধ ভাবে ওই মদ গুলি কুমারগ্রামের দিকে জঙ্গল পথে নিয়ে আসা হচ্ছিল। গোপন সুত্রে খবর পেয়ে সশস্ত্র সীমাবল ও আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরা অভিযান চালিয়ে ওই বিপুল পরিমাণের অবৈধ ভুটানি মদ উদ্ধার করেন। যদিও এসএসবি ও আবগারি আধিকারিকদের উপস্থিতি টের পাওয়া মাত্রই সাইকেল গুলি ফেলে রেখে চম্পট দেয় পাচারকারীরা।

মর্টার শেল উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, ফুলবাড়ি, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঃ ফুলবাড়ি থেকে মর্টার শেল উদ্ধার করলো ভারতীয় সেনাবাহিনী। আজ সকালে খবর পেয়ে এই মর্টার উদ্ধার করল সেনাবাহিনীর জওয়ান এরা। কোথা থেকে এই মর্টার আসলো খতিয়ে দেখছে সেনাবাহিনী। এই ঘটনা ঘটায় পরপর দুবার সচেতন হলেন সেনাবাহিনীর জওয়ানরা। আশেপাশের এলাকার লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন সেনাবাহিনীর জওয়ানরা। পার্শ্ববর্তী কোন এলাকা থেকে কেউ এই মর্টার রেখে দিয়ে গেছে কিনা এটাও তদন্ত করে দেখছেন তারা ফুলবাড়ি থেকে বাংলাদেশ বর্ডার খুব একটা বেশিক্ষণ লাগে না, সন্দেহের তীর বর্ডার ছাড়িয়ে বাংলাদেশের দিকেও পৌঁছায় কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো সেটা চিন্তা করে অবাক স্থানীয় মানুষেরাও ঘটনা তদন্ত করে দেখছে স্থানীয় প্রশাসন। রেখে যাওয়ার পিছনে কারো হাত আছে কিনা সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফুলবাড়ি এলাকায় এমনিতেই এখন কিছুটা বিপদজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে, প্রশাসনের কাছে। বহু অপরিচিত এবং অবৈধ লোকজনের যাতায়াত সন্ধ্যার পরেই বেড়ে চলেছে, এটা নিয়েও চিন্তিত প্রশাসন। তবে সন্ধ্যার পরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেকটাই জোরদার করা হচ্ছে প্রশাসনের তরফ থেকে। সতর্ক দৃষ্টি রাখছে বিএসএফ।

OFFICE OF THE FRESERGANJ GRAM PANCHAYAT
Freserganj, P.O, Freserganj, P.S.-Freserganj Coastal
Dist-South 24 Parganas
Memo No.-70(1)/FGP/2024, Date:-12/02/2025
Notice Inviting e-Tender NO.-22/(24-25)

As per Decision of Artho-O-Parikalpona Upo-samity vide Meting no.-03, dated on 11/07/2024) on behalf of said upo-Samity the undersigned (hereinafter called "the Employer") hereby invites through electronic tendering (e- tendering) for the total 2(Two)Nos. Work. Document download to participate in e-Tender start date (online) starting from **14/02/2025 at 10.30 pm to 20/02/2025 at 01:30 PM**. Date of opening of technical Proposals (Online) on **22/02/2025 at 02.00 PM**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Freserganj Gram Panchayat
Namkhana, South 24 Parganas

---

ntc industries limited
CIN : L70109WB1991PLC053562
Regd Office: 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata-700 058, Ph: +91 7595046813,
e-mail id: investors@ntcind.com, Website: www.ntcind.com

অতিরিক্ত সাধারণ সভা এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির এক্সট্রা-অর্ডিনারি সাধারণ সভা ('EGM') ১৩ মার্চ, ২০২৫ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১১.৩০ টা (1ST) ভিডিও কনফারেন্সিং ('VC') এবং অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে (OAVM) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে সদস্যদের একটি সাধারণ স্থানে শারীরিক উপস্থিতি থাকবে না, এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২২/২০২০, ৩৩/২০২০, ৩৯/২০২০, ১০/২০২১, ২০/২০২১, ০৩/ ২০২২, ১১/২০২২ এর প্রযোজ্য বিধান মেনে ব্যবসা পরিচালনা করা হবে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ('তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ') দ্বারা যথাক্রমে জারি করা হয়েছে, যা সার্কুলার নং SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR সহ পঠিত। P/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/11, SEBI/HO/CFD/CM1/CIR/P/2022/ 62, SEBI/HO/CFD/PoD-21P/CIR/ 2023/ 4, SEBI/HO/CFD/ CFD-PoD-2/ P/ CIR/ 2023/167 এবং SEBI/HO/CFD/CFD/PoD-2/ P/CIR/ 2024/ 133 যথাক্রমে ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারী, ২০২১, ১৩ মে, ২০২২, ৫ জানুয়ারী, ২০২৩, ৭ অক্টোবর, ২০২৩ এবং ৩ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে ভারতীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড কর্তৃক জারি করা হয়েছে।

শেয়ারহোল্ডারদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, EGM-এর নোটিশ মঙ্গলবার, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে সেই সকল সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/ রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অর্থাৎ, Niche Technologies Pvt. Ltd. (RTA) কোম্পানির সাথে নিবন্ধিত।

EGM-এর নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.ntcind.cam/board-and-general-meeting-intimations/-এও পাওয়া যাবে। একই তথ্য ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL) এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com-এ এবং স্টক এক্সচেঞ্জ যেমন, BSE লিমিটেড এবং ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট যথাক্রমে https://www.bseindia.com এবং https://www.cse-india.com-এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪-এর নিয়ম ২০, ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা (এসএস-২) সংক্রান্ত সচিবালয় মান (এসএস-২) এবং তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৪৪ নং নিয়ম অনুসারে, সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যবহার করে ইজিএমের নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত সিদ্ধান্তে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। রিমোট ই-ভোটিং, ভিসি / ওভিএএম-এর মাধ্যমে ইজিএমে অংশগ্রহণ এবং ইজিএমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল)-এর পরিষেবাও নিযুক্ত করেছে। সদস্যদের ভোটাধিকার বৃহস্পতিবার, ৬ মার্চ, ২০২৫ (কাট-অফ ডেট) তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে। কেবলমাত্র সেইসব সদস্যদের ভোটদানের অধিকার থাকবে যাদের নাম কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধনে অথবা ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে নির্দিষ্ট তারিখে লিপিবদ্ধ থাকবে।

সদস্যরা ভিসি-র মাধ্যমে কোম্পানির ইজিএমে যোগদান করতে পারবেন এবং আইনের ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরামের উদ্দেশ্যে ভিসি সুবিধার মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি গণনা করা হবে। ডিমেটিরিয়ালাইজড মোডে, ফিজিক্যাল মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য ইজিএমে রিমোট ই-ভোটিং এবং ভোটদানের পদ্ধতি ইজিএমের নোটিশে দেওয়া আছে।

রিমোট ই-ভোটিং সোমবার, ১০ মার্চ, ২০২৫ সকাল ৯.০০ টা (1ST) থেকে শুরু হবে এবং বুধবার, ১২ মার্চ, ২০২৫ বিকাল ৫.০০ টা (1ST) এ শেষ হবে। সদস্যরা এই সময়ের মধ্যে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এরপর NSDL দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং বন্ধ করে দেওয়া হবে। যারা VC/OAVM সুবিধার মাধ্যমে EGM-এ উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে সিদ্ধান্তগুলিতে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধাপ্রাপ্ত নন, তারা EGM-এ ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবে ভোট দেওয়ার পরে, সদস্য পরবর্তীতে তা পরিবর্তন করতে পারবেন না। EGM-এর আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন এমন সদস্যরাও VC/OAVM-এর মাধ্যমে EGM-এ যোগ দিতে / অংশ নিতে পারবেন কিন্তু তারা আবার তাদের ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। EGM-এর নোটিশ পাঠানোর পর এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ারধারী যে কোনও ব্যক্তি কোম্পানির সদস্য হন, তিনি evoting@nsdl.com অথবা nichetechpl@nichetechpl.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য NSDL-এর সাথে নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারেন। সদস্যদের নোটিশে প্রদত্ত ই-ভোটিং এবং ভিসির মাধ্যমে ইজিএমে যোগদান সম্পর্কিত নির্দেশাবলী সাবধানে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

পরিচালনা পর্ষদ ইজিএম চলাকালীন ভোটগ্রহণ এবং রিমোট ইভোটিং প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য মিসেস প্রাচী টোডি, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (এসিএস নং. ৫৩০২২, সিপি নং. ২২৯৬৪) কে যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে এবং এই নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় সম্মতি গৃহীত হয়েছে।

ইলেকট্রনিক আকারে শেয়ারহোল্ডারদের কাছে নোটিশ এবং অন্যান্য যোগাযোগ সুবিধা পাঠানোর জন্য, যারা এখনও তাদের ইমেল ঠিকানা বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করেননি, তাদের ডিপোজিটরিতে ইলেকট্রনিক আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) মাধ্যমে এবং বাস্তব আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রে কোম্পানির RTA-তে লিখিতভাবে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

ই-ভোটিংয়ের ফলাফল ইজিএম শেষ হওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ঘোষণা করা হবে। ঘোষিত ফলাফল, স্ক্রুটিনাইজারের রিপোর্ট এবং অন্যান্য বিবরণ, যদি থাকে, কোম্পানির ওয়েবসাইট https://www.ntcind.comcorporate-announcements এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে, যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি https://www.bseindia.com এবং www.cse-india.com এ তালিকাভুক্ত রয়েছে।

EGM-এ রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQ) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখুন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০-১০২০-৯৯০-এ যোগাযোগ করুন অথবা evotingnsdl.com-এ অনুরোধ পাঠান অথবা ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের সিনিয়র ম্যানেজার মিঃ অমিত বিশাল অথবা ম্যানেজার মিসেস পানয়' মহাত্রে-এর সাথে যোগাযোগ করুন, নির্ধারিত ইমেল আইডিতেঃ evoting@nsdl.com/ pallavid@nsdl.com অথবা টেলিফোন নম্বরঃ ০২২-৪৮৮৬ ৭০০০।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

এনটিসি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জন্য
স্বা /-অনুশ্রী চৌধুরী
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O. Dhuliyan, Dist Murshidabad
Corrigendum Notice

Ref: Ref. 1.DHLYN/D_GRANT/12/2024-2025
DHLYN/D_GRANT/13/2024-2025
DHLYN/Traffic/14/2024-2025
Last date of Bid Submission and Bid opening date has been changed as follows:-

1. Last date of Bid Submission **25/02/2025 at 18:00 Hrs** instead of **18/02/2025 at 18.00 Hrs**. For further details please visit **WB Tenders.Gov.in** & Dhuliyan Municipality website: **www.dhuliyanmunicipality.in**

Sd/- Chairman/EO
Dhuliyan Municipality

ফোনিক্স আর্ক প্রাইভেট লিমিটেড

রেজি অফিসঃ তৃতীয় তল, ওল্লাস টাওয়ার, ১৩৯/১৪০/বি/১, সহর রোড ক্রসিং এবং ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে ক্রসিং, ভিলে পারলে, মুম্বই-৪০০০৫৭, ফোনঃ ০২২-৬৮৪৯২৪৫০, ফ্যাক্সঃ ০২২-৬৭৪১২৩১৩, সিআইএনঃ ইউ৬৭১৯০এইচএম২০০৭পিএলসি১৬৮৩০৩, ইমেলঃ info@phoenixarc.co.in, ওয়েবসাইটঃ www.phoenixarc.co.in

ফোনিক্স/আরইএসএল/৫২৩৩/২০২৪-২৫ — ২০ জানুয়ারি ২০২৫

আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটিজেশন এবং পুনর্গঠন এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ (এরপর 'SARFAESI আইন, ২০০২' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ

১. **মেসার্স এসডি অ্যান্ড কোম্পানি (ঋণগ্রহীতা)**
এর স্বত্বাধিকারী, মিঃ সঞ্জীব গুপ্তের মাধ্যমে
এর অফিস অবস্থিতঃ ৩৭, নলিনী শেঠ রোড, দ্বিতীয় তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৭। ইমেলঃ sanjeevg610@gmail.com এছাড়াও ঠিকানাঃ ১০২/৩, বাগুইআটি ২য় লেন, উর্মিলা টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ৪এ, চতুর্থ তল, দমদম উত্তর, ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৮।

২. **শ্রী সঞ্জীব গুপ্তা (জামিনদার/বন্ধক)**
বসবাসঃ ১০২/৩, বাগুইআটি ২য় লেন, উর্মিলা টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ৪এ, চতুর্থ তল, দমদম উত্তর, ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৮। ইমেলঃ sanjeevg610@gmail.com

৩. **শ্রীমতি নিশি সঞ্জীব গুপ্তা (জামিনদার)**
বাসস্থানঃ ১০২/৩, বাগুইআটি ২য় লেন, উর্মিলা টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ৪এ, চতুর্থ তল, দমদম উত্তর, ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৮। ইমেলঃ nishig55@gmail.com

১. আপনি, ঠিকানা নং ১ মেসার্স এসডি অ্যান্ড কোম্পানি, এর একমাত্র মালিকের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করেছেন শ্রী সঞ্জীব গুপ্তা (ঋণগ্রহীতা) এবং ঠিকানা নং ৩ (ঠিকানা নং ১, ২ এবং ৩ এরপর ঋণগ্রহীতা হিসেবে উল্লেখ করা হবে) তহবিল ভিত্তিক সুবিধা প্রদান এবং অনুমোদনের উদ্দেশ্যে হিরো ফিনকর্প লিমিটেডের (এখন থেকে এইচএফসিএল / অ্যাসাইনর হিসেবে উল্লেখ করা হবে) সাথে যোগাযোগ করেছেন।

২. ঋণগ্রহীতার অনুরোধ বিবেচনা করে, অ্যাসাইনর ১,৫০,০০,০০০ টাকা (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র) কার্যকরী মূলধন চাহিদা ঋণ সুবিধা এবং ১০,০০০ টাকার কর্পোরেট মেয়াদী ঋণ সুবিধা মঞ্জুর এবং বিতরণ করেছেন ৫০,০০,০০০ টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র) ২৭-০২-২০১৯ তারিখের অনুমোদন পত্রের মাধ্যমে (এরপর থেকে আর্থিক সুবিধা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে)। উক্ত আর্থিক সুবিধাগুলি সম্মত পরিশোধের সময়সূচী অনুসারে প্রদেয় ছিল। এই নোটিশের তফসিল-বি তে বর্ণিত ব্যবসায় সম্প্রসারণ এবং সুরক্ষিত সম্পদ কেনার জন্য আর্থিক সুবিধাগুলি অনুমোদিত এবং বিতরণ করা হয়েছিল।

৩. ঋণগ্রহীতাকে অনুমোদিত এবং বিতরণ করা আর্থিক সুবিধাগুলির বিবেচনায়, ঋণগ্রহীতা বিভিন্ন নিরাপত্তা নথি সম্পাদন করেছেন যার মধ্যে রয়েছে কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় ক্রেডিট সুবিধা চুক্তি বন্ধকী চুক্তি, গ্যারান্টি চুক্তি, স্বত্ব চুক্তির জমা স্মারক, বিশেষ করে নীচের তফসিল-এ বর্ণিত স্বত্ব চুক্তির জমা স্মারক।

৪. সমস্ত আর্থিক সুবিধার পরিশোধের জন্য একটি নিরাপত্তা হিসাবে, আপনি, ঠিকানা নং ২, শ্রী সঞ্জীব গুপ্তা, আপনার মালিকানাধীন সুরক্ষিত সম্পত্তির উপর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক তৈরি করার উদ্দেশ্যে, ২৫-০৯-২০১৯ তারিখে অ্যাসাইনারের অফিসে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং স্বত্ব চুক্তির জমা স্মারক অনুসারে তারিখের ২৫-০৯-২০১৯ তারিখে আর্থিক সুবিধাগুলি সুরক্ষিত করার জন্য সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে সম্পর্কিত মালিকানা দলিল জমা দেওয়া হয়েছিল, বিশেষ করে এই নোটিশের সাথে সংযুক্ত নীচের তফসিল-বি তে বর্ণিত।
তফসিল-বি তে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পত্তিকে এরপর সুরক্ষিত সম্পদ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. উপরোক্ত আর্থিক সুবিধাগুলির সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে, সুবিধা চুক্তি এবং সংযোজন সুবিধা চুক্তি, উভয়ই ২৮.০২.২০১৯ তারিখে, নিয়োগকারী এবং উপরে উল্লিখিত প্রাপকদের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল।

৬. উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে, শ্রীমতি নিশি সঞ্জীব গুপ্তা যেটা হল, ঠিকানা নং ৩, ২৮.০২.২০১৯ তারিখে গ্যারান্টি চুক্তির মাধ্যমে শর্তহীন, পরম এবং অপরিবর্তনীয় ব্যক্তিগত গ্যারান্টি (এখন থেকে 'গ্যারান্টার' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সম্পাদন করেছেন যাতে উক্ত আর্থিক সুবিধাগুলির বকেয়া পরিশোধ নিশ্চিত করা যায়, সুদ এবং তার উপর প্রদেয় অন্যান্য চার্জ সহ।

৭. চুক্তিগত বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও, আপনি উপরে উল্লেখিত প্রাপকরা মূল পরিমাণ এবং সুদ এবং অন্যান্য চার্জ পরিশোধ করতে ব্যর্থ এবং অবহেলা করেছেন, তাই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশিকা এবং নির্দেশিকা অনুসারে, ০২.০৪.২০২০ তারিখে ঋণগ্রহীতার উভয় অ্যাকাউন্টই অ-কার্যকর সম্পদ (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

৮. এরপরে, অ্যাসাইনর ৩০শে ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখের অ্যাসাইনমেন্ট ডিডের মাধ্যমে, ফিনিক্স ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসেবে কাজ করা ফিনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে অ্যাসাইনরকে আপনার দ্বারা প্রদেয় এবং প্রদেয় ঋণ, সমস্ত অন্তর্নিহিত সিকিউরিটি এবং ঋণগ্রহীতাকে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাগুলিতে এবং তার উপর সমস্ত অধিকার, স্বত্ব, সুদ এবং সুবিধা, সেই সাথে উক্ত আর্থিক সুবিধাগুলির সাথে সম্পর্কিত আর্থিক উপকরণগুলির অধীনে অ্যাসাইনমেন্ট এবং সুবিধা সহ যেকোন আনুষঙ্গিক অধিকার প্রদান করেছেন। উক্ত অ্যাসাইনমেন্ট চুক্তি অনুসারে, ফিনিক্স সম্পূর্ণ এবং নিখুঁত মালিক হয়ে উঠেছে এবং সেই হিসাবে ঋণগ্রহীতার দ্বারা উক্ত আর্থিক সুবিধা বা এর যেকোনো অংশের অধীনে প্রদেয় এবং প্রদেয় পাওনা পরিশোধ পাওয়ার আইনত একমাত্র ব্যক্তি, যার মধ্যে রয়েছে মামলা দায়ের করার বা নিজের নামে এই ধরনের কার্যধারায় নিজেকে স্থাপন করার বা চালিয়ে যাওয়ার / প্রতিস্থাপন করার অধিকার এবং উক্ত পাওনা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য পদক্ষেপ নেওয়ার অধিকার। SARFAESI আইনের ধারা ৫ এর বিধান অনুসারে, ফিনিক্স ঋণদাতা হয়ে উঠেছে এবং এইভাবে উক্ত সুবিধাগুলিতে সমস্ত অধিকার, স্বত্ব এবং স্বার্থ এখন ফিনিক্সের কাছে ন্যস্ত।

৯. যেহেতু আপনি ঋণগ্রহীতা মূল, সুদ এবং অন্যান্য অর্থ পরিশোধে এবং উপরোক্ত আর্থিক সুবিধাগুলির অর্থায়ন এবং সুরক্ষা নথির অন্যান্য শর্তাবলী পালন এবং সম্পাদনে খেলাপি হয়ে চলেছেন, তাই ফিনিক্স, এতদ্বারা আপনাকে উপরে উল্লিখিত প্রাপকদের আহ্বান জানাচ্ছে এবং প্রাপকদের কাছ থেকে ফিনিক্সকে ৫,৯৬,৮৮,৬০৩.৪৬ টাকা (পাঁচ কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ অষ্টআশি হাজার ছয়শ তিন টাকা এবং ছেচল্লিশ পয়সা মাত্র) প্রদানের দাবি জানাচ্ছে ১৫-০১-২০২৫ তারিখে এই নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সুদ এবং জরিমানা সুদ সহ (নীচে তফসিল-গ-তে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত), অন্যান্য চার্জ, অর্থ/ প্রদানআদায়ের তারিখ পর্যন্ত এর উপর সংগৃহীত খরচ সহ।

১০. অনুগ্রহ করে এই নোটিশটিকে SARFAESI আইনের ধারা ১৩(২) এর বিধান অনুসারে জারি করা হিসাবে বিবেচনা করুন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ঋণগ্রহীতা যদি ৬০ (ষাট) দিনের উপরোক্ত আইনগত সময়কালের মধ্যে এই নোটিশটি মেনে চলতে ব্যর্থ হন, তাহলে ফিনিক্স SARFAESI আইনের ধারা ১৩(৪) এর বিধান অনুসারে তফসিল-বি এবং তফসিল-সি-তে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির প্রকৃত দখল গ্রহণ সহ নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে এমন পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী হবে এবং মোট বকেয়া পাওনা আদায়ের জন্য সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি করবে, সম্পূর্ণরূপে আপনার প্রাপকদের খরচ এবং পরিণতির ঝুঁকিতে।

১১. এই নোটিশটি মেনে চলতে ব্যর্থ হলে, আইনত পরামর্শ অনুসারে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে যার জন্য আপনি, প্রাপকগণ, এর সমস্ত খরচ এবং পরিণতির জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকবেন।

১২. উপরে উল্লেখিত ঠিকানাভুক্তদের, আপনাদের সকলকে এই নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, আইনের ধারা ১৩(১৩) অনুসারে, এই নোটিশ প্রাপ্তির পর, ফিনিক্সের স্পষ্ট লিখিত সম্মতি/অনুমোদন ব্যতীত, তফসিল-বি এবং তফসিল-সি-তে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পদের বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোনও তৃতীয় পক্ষের অধিকার হস্তান্তর করবেন না। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে আইনের বিধান লঙ্ঘন আইনের ধারা ২৯ এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ফিনিক্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেডের জন্য
(ফিনিক্স ট্রাস্টের ট্রাস্টি আর্থিক বছর ২২-২১)
স্বা/-
অনুমোদিত কর্মকর্তা

সময়সূচী-ক
(কিছু নিরাপত্তা চুক্তি / নথির বিবরণ)

ক্রম নং	নথিপত্রের বিবরণ	কার্যকর করার তারিখ
১.	অনুমোদন পত্র (রেফারেন্স নং ৪৭১৩০০৪)	২৭.০২.২০১৯
২.	অনুমোদন পত্র	২৭.০২.২০১৯
৩.	অনুমোদন পত্রের সংযোজন	১৯.০৯.২০১৯
৪.	সুবিধা চুক্তি (আর্থিক সুবিধা-১)	২৮.০২.২০১৯
৫.	সংযোজন চুক্তি (আর্থিক সুবিধা-১)	২৮.০২.২০১৯
৬.	মালিকানা দলিল জমার স্মারকলিপি (আর্থিক সুবিধা-১)	২৫.০৯.২০১৯
৭.	গ্যারান্টি দলিল (আর্থিক সুবিধা - ১)	২৮.০২.২০১৯
৮.	সুবিধা চুক্তি (আর্থিক সুবিধা - ২)	২৮.০২.২০১৯
৯.	সংযোজন চুক্তি (আর্থিক সুবিধা-২)	২৮.০২.২০১৯
১০.	মালিকানা দলিল জমার স্মারকলিপি (আর্থিক সুবিধা-১)	২৫.০৯.২০১৯
১১.	গ্যারান্টি দলিল (আর্থিক সুবিধা - ১)	২৮.০২.২০১৯

সময়সূচী-খ
(কিছু নিরাপত্তা চুক্তি / নথির বিবরণ)

বন্ধকদাতার নাম ও ঠিকানা	সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ	নথিপত্রের বিবরণ
শ্রী সঞ্জীব গুপ্তা, বাসস্থানঃ ১০২৩, বাগুইহাটি ২য় লেন, উর্মিলা টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ৪এ, চতুর্থ তল, দমদম, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০২৮	বাণিজ্যিক স্থানে অবস্থিত সমস্ত জমি, সম্পূর্ণ দ্বিতীয় তলার শ্যাম টাওয়ার জুড়ে, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৩৬৫০ বর্গফুট (একই বা একটু বেশি বা কম) ১৫৪সি, জি টি রোড, কোন্নগর, কোন্নগর পৌরসভার অধীনে, পোষ্ট কোন্নগর, থানা উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলী ৭১২২৩৫ এবং তার উপর **অবস্থিত কাঠামো এবং নিম্নরূপ সীমানাঃ পূর্বে বা তার দিকেঃ** জি.টি. রোড সর্বজনীন খোলা জায়গার পরে (আকাশে খোলা) **পশ্চিমে বা তার দিকেঃ** সর্বজনীন খোলা জায়গা (আকাশে খোলা) **উত্তরে বা তার দিকেঃ** এ.এল. ব্যানার্জি লেন সর্বজনীন খোলা জায়গার পরে (আকাশে খোলা) **দক্ষিণে বা তার দিকেঃ** সাধারণ খোলা জায়গা (আকাশে খোলা)	২৫.০৯.২০১৯ তারিখের স্বত্বাধিকার দলিল জমা স্মারকলিপি

সময়সূচী-গ
(কিছু নিরাপত্তা চুক্তি / নথির বিবরণ)

অ্যাকাউন্টের নাম	এস ডি অ্যান্ড কোম্পানি	এস ডি অ্যান্ড কোম্পানি
অ্যাকাউন্ট নম্বর	১২৭৪-১০৬৫৪-ডব্লিউসিডিএল-৮০১	১২৭৪-১০৬৫৪-সিটিএল-৯২৭
সুবিধা	কার্যকরী মূলধন চাহিদা ঋণ	কর্পোরেট মেয়াদী ঋণ
সুদের হার	বার্ষিক ১৩.০০%	বার্ষিক ১৩.০০%
জরিমানার হার	বার্ষিক ২৪.০০%	বার্ষিক ২৪.০০%
ওপেনিং ব্যালেন্স ৩০-১১-২০২১ পর্যন্ত	১,৬৯,৯৮,৫৯৩.৩১	৫৭,৫০,৬৭৪.০০
সুদ ধার্য করা হয়েছে	৮৪,৭৬,২৮৯.৮৯	২৮,৬৭,৫৫৩.৯১
জরিমানা সুদ ধার্য	১,৯৮,৬৬,৫১৫.৪৮	৫৭,২৮,৯৭৬.৮৭
পেমেন্ট গৃহীত	০.০০	০.০০
মোট	৪,৫৩,৪১,৩৯৮.৬৮	১,৪৩,৪৭,২০৪.৭৮

১. **মেসার্স এসডি অ্যান্ড কোম্পানি (ঋণগ্রহীতা)**
এর স্বত্বাধিকারী, মিঃ সঞ্জীব গুপ্তের মাধ্যমে
এর অফিস অবস্থিতঃ ৩৭, নলিনী শেঠ রোড, দ্বিতীয় তলা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০৭। ইমেলঃ sanjeevg610@gmail.com এছাড়াও ঠিকানাঃ ১০২/৩, বাগুইআটি ২য় লেন, উর্মিলা টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ৪এ, চতুর্থ তল, দমদম উত্তর, ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৮।

২. **শ্রী সঞ্জীব গুপ্তা (জামিনদার/বন্ধক)**
বসবাসঃ ১০২/৩, বাগুইআটি ২য় লেন, উর্মিলা টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ৪এ, চতুর্থ তল, দমদম উত্তর, ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৮। ইমেলঃ sanjeevg610@gmail.com

৩. **শ্রীমতি নিশি সঞ্জীব গুপ্তা (জামিনদার)**
বাসস্থানঃ ১০২/৩, বাগুইআটি ২য় লেন, উর্মিলা টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ৪এ, চতুর্থ তল, দমদম উত্তর, ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৮। ইমেলঃ nishig55@gmail.com

---

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ডেপুটি সিএসটিই/ ওয়ার্কস/হেড কোয়ার্টার/দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা- ৭০০০৪৩ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। ক্রমিক নংঃ ১। **এনআইটি নংঃ এসটি_পি_এসইআর_২০২৫_ পিএমএস_টাওয়ার_২, তারিখঃ ১৫.০২.২০২৫।** **কাজের বিবরণ ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ও চক্রধরপুর ডিভিসনের হাওড়া-খড়গপুর ও টাটানগর-রাজখরসওয়া সেকশনে ওএফসি ব্যাকবোন ওয়ার্ক সমেত জিডি ও জিকিউ রুটে (৬৯২ আরকেএম) ৪জি এলটিআর-আর-এর জন্য টাওয়ারের সরবরাহ, নির্মাণ, পরীক্ষা ও সম্পাদনের জন্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে অথোরিটি ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের জন্য প্রস্তাবের জন্য আবেদন (আরএফপি)। **কাজের আনুমানিক মূল্যঃ** ৫,০৪,৩৩,৪৩২.৫৩ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৪,০২,২০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৭.০৩.২০২৫ বেলা ৩টা। **ক্রমিক নংঃ ২।** **এনআইটি নংঃ এসটি_পি_এসইআর_২০২৫_ পিএমএস_টিসিএএস_৩, তারিখঃ ১৫.০২.২০২৫।** **কাজের বিবরণ ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ও চক্রধরপুর ডিভিসনের সেকশনের আনুষঙ্গিক কাজ সমেত জিডি ও জিকিউ রুটে (৬৮৮ আরকেএম) কভচ-এর সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা ও সম্পাদনের জন্য প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে অথোরিটি ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগের জন্য প্রস্তাবের জন্য আবেদন (আরএফপি)। **কাজের আনুমানিক মূল্যঃ** ১৪,৬৯,৬৭,০৫৬.২৪ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৮,৮৪,৮০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৮.০৩.২০২৫ বেলা ৩টা। উপরোক্ত টেন্ডারের বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়েছে। **(PR-1146)**

OFFICE OF THE PANCHAYAT SAMITY
Joypur Panchayat Samity
Joypur, Purulia
NOTICE INVITING TENDER NO: NIeT-16/E.O/J.P.S./ 2024-25

E-tenders are invited by the undersigned from the eligible bonafide contractors having requisite credentials and other valid documents up to **4.00 PM of 25/02/2025** for 13 nos. of work. For details intending participants may contact to the office of The undersigned or visit website **www.wbtenders.gov.in** in any working day before the Last date for submission of bid documents.

Sd/- Executive Officer
Joypur Panchayat Samity

PANCHLA GRAM PANCHAYAT
P.O.: Panchla, Dist: Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER
No. PGP/522/2025(UNTIED)
DATE 18.02.2025

For and on behalf of Pradhan Panchla Gram Panchayat, Panchla Howrah, invites sealed percentage rate tender for total 2 (Two)Nos. different works. Date of floating tender **18.02.25.** Last date of submission **27.02.2025.** Opening of tender on **03.03.2025**. For details visit website **https:// wbtender.gov.in**

Sd/- Pradhan
Panchla Gram Panchayat

TENDER CANCELLATION NOTICE
Jagatballavpur -II Gram Panchayet

It is hereby informed to the all concern that the below mentioned e-Tenders have been cancelled as stated bellow due to some unavoidable circumstances Etender- **NIT MEMO No. JBPUR-II/15/2025, Date: 10/02/25. Sl No.:11**

Sd/-
Prodhan
Jagatballavpur -II Gram Panchayet
Jagatballavpur Block,Howarh

---

e-TENDER NOTICE
NARUGRAM GRAM PANCHAYAT
RAINA-I Block, Purba Bardhaman
e-NIT No-WB/BWN/NARU/NGP/ 2024-25/016)

Dt.-17.02.2025/, Memo no-192NGP/ 2025, e-Tender ID- 2025_ZPHD_816558_1/& 2025_ZPHD_816558_2 . Bid Submission/Start, Dt. 18.02.2025 (Online) **18/02/2025 From 10:00 AM** onwards, Bid Submission Closing Dt. (Online) **27/02/2025 up to 06:00 PM** For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan,
Narugram Gram Panchayat

হাওড়া পৌরনিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১ /১২/১৩ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ visit us www.myhmc.in

সংরক্ষণ বিভাগ
কাগজ প্রকাশের জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

ওএসডি এবং পদাধিকারবলে নির্বাহী প্রকৌশলী এইচ.এম.সি নীচের তথ্য অনুযায়ী সি-টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী দরদাতাদের বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, পি.টি., আইটি আর, ট্রেড লাইসেন্স এবং পরিচয়পত্র সহ দরপত্র জমা দিতে হবে।

ক্রম নং	কাজের নাম	টেণ্ডার নং এবং তারিখ
১.	(i) ২২৯, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, (ii) ২১৪, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে ৬, কালী কুমার মুখার্জি লেন, (iii) ২১৭, গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, (iv) ১, কালী কুমার মুখার্জি লেন থেকে ৫১, কালী কুমার মুখার্জি লেন, (v) ৫০, কালী কুমার মুখার্জি লেন (vi) ১৩, কালী কুমার মুখার্জি লেন, (vii) ৫৬ /১, ধর্মতলা লেন, (viii) ৫১/১, রামমোহন মুখার্জি লেন থেকে ৩৩/১, রামমোহন মুখার্জি লেন, (ix) ৫১, নবগোপাল মুখার্জি লেন থেকে ৪৬/ ২, নবগোপাল মুখার্জি লেন, (x) ৪৩, বিপ্রদাস চ্যাটার্জি লেন, (xi) ৭, বাজে শিবপুর রোড থেকে ১০/১/১, প্রাণ কৃষ্ণ তর্কালঙ্কার লেন, (xi) ২৮ কালী কুমার মুখার্জি লেন থেকে জিটি রোড পর্যন্ত ড্রেন সংস্কার। ধর্ম দাস কুণ্ডু লেন, নবগোপাল মুখার্জি লেন এবং এইচ.এম.সি.-এর অধীনে উষা গলি বরাবর। ওয়ার্ড নং-৩৪। (২য় কল)	No. 30/Cons./24-25 তারিখঃ ১৫।০২।২০২৫

দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ (অনলাইনে)ঃ ০৬।০৩। ২০২৫। বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত
দয়া করে এখানে দেখুনঃ https:wbtenders.gov.in

১৭৪(৩) / ২৪-২৫
১৮।২ ।২০২৫

ওএসডি এণ্ড এক্স অফিসও এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া পৌরনিগম

ওয়ার্ল্ডওয়াইড অ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড

(পূর্বে ওয়ার্ল্ডওয়াইড লেদার এক্সপোর্টস লিমিটেড নামে পরিচিত)
রেজিস্ট্রেশন অফিসঃ ৬০২, রোহিত হাউস, ৩ টলস্টয় মার্গ,
কনট প্লেস, নয়াদিল্লি-১১০০০১
ইমেল আইডি ঃ **legalteam.worldwide@gmail.com** ফোন নম্বরঃ +৯১-১১-৪৯৪৪৬৬৬৭ / ৪৯৪৪৬৬৬৮
CIN: L70109DL1990PLC338798 ওয়েবসাইটঃ **www.wwal.in**

বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইক্যুইটি শেয়ার ডিলিস্টিং) রেগুলেশনস, ২০২১ এর রেগুলেশন ৬ এর সাব রেগুলেশন (১) এর ধারা (গ) অনুসারে, কোম্পানিটি ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (''সিএসই'') থেকে তার ইক্যুইটি শেয়ার স্বেচ্ছায় ডিলিস্ট করার জন্য আবেদন করার প্রক্রিয়াধীন।

তালিকাভুক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য ঃ

ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই) কে প্রদেয় তালিকাভুক্তি ফি'র পুনরাবৃত্তিমূলক ব্যয় সাশ্রয় করার জন্য এবং প্রধানত প্রশাসনিক কাজ এবং সম্পর্কিত খরচ কমানোর জন্য, এবং সিএসইতে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের কোনও লেনদেন হয়নি। কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার শেয়ারহোল্ডারদের কোনও প্রস্থানের সুযোগ না দিয়েই সিএসই থেকে পূর্বোক্তভাবে ডিলিস্ট করা যেতে পারে কারণ কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারগুলি বিএসই (বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ) তে তালিকাভুক্ত থাকবে যার দেশব্যাপী ট্রেডিং টার্মিনাল রযেছে। সিএসই থেকে ইক্যুইটি শেয়ার ডিলিস্ট করার পরে কোম্পানির মূলধন কাঠামোতে কোনও পরিবর্তন হবে না। সিএসই থেকে ইক্যুইটি শেয়ার বাদ দেওয়ার ফলে বিনিয়োগকারীদের উপর কোনও বিরূপ প্রভাব পড়বে না।

স্থান ঃ নয়াদিল্লি
তারিখ ঃ ১৮।২ ।২০২৫

বোর্ডের আদেশক্রমে
ওয়ার্ল্ডওয়াইড অ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড
স্বা /- অভিষেক জৈন
যুগ্ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক
(ডিআইএনঃ ০২৮০১৪৪১)

কোলামা কর্মাশিয়াল কোম্পানী লিমিটেড
CIN: L51109WB1983PLCO35719
রেজি অফিসঃ ৯০, ফিয়ার্স লেন, ৪র্থ তল, রুম নং ৪০৪, বউবাজার, কলকাতা - ৭০০০১২
ইমেলঃ colamacommercial@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.colamacommercial.in
৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত প্রান্তিকের জন্য স্বতন্ত্র
অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবৃতির উদ্ধৃতি
(লক্ষ টাকা)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩১।১২।২৪ অনিরীক্ষিত	৩ মাস শেষে ৩১।১২।২৩ অনিরীক্ষিত	বর্ষ শেষে ৩১।৩।২৪ পরীক্ষিত
১.	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	৮.৮৭	৯.৫০	৩৫.১৪
২.	ত্রৈমাসিকের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অসাধারণ আইটেম)	৬.৭৭	২.৩৮	৮.১২
৩.	করের পূর্বে ত্রৈমাসিকের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি) (অসাধারণ এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৬.৭৭	২.৩৮	৮.১২
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে সময়ের জন্য (অসাধারণ এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমগুলির পরে)	৬.৭৭	২.৩৮	৬.০৭
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মেলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	৬.৭৭	২.৩৮	৬.০৭
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫
৭.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকা) মূল	২.৭৪	০.৯৬	২.৪৫
	মিশ্র	২.৭৪	০.৯৬	২.৪৫

মন্তব্যঃ
ক) উপরোক্তটি SEBI (তালিকাকরণ এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট ওয়েবসাইটগুলিতে উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ এবং তালিকাভুক্ত সত্তা www.colamacommercial.in

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

পরিচালনা পর্ষদের পক্ষে এবং পক্ষে
রাজেশ প্রজাপতি
DIN: 08251452
সর্বক্ষণের পরিচালক

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. C.E. (P&S), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/DCE(PS)/IX/NC_M/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Arrangement for attending natural calamities in Br.-IX (FY 2025-2026).** Estimated cost (Incl. CESS): ₹ **4,08,593.48**. Earnest Money: ₹ **8,200.00.**

(2) NIT No.: KMC/DCE(PS)/X/NC_M/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Arrangement for attending natural calamities in Br.-X (FY 2025-2026).** Estimated cost (Incl. CESS): ₹ **4,08,593.48**. Earnest Money: ₹ **8,200.00.**

(3) NIT No.: KMC/DCE(PS)/VII/NC_M/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Arrangement for attending natural calamities in Br.-VII (FY 2025-2026).** Estimated cost (Incl. CESS): ₹ **4,08,593.48**. Earnest Money: ₹ **8,200.00.**

(4) NIT No.: KMC/DCE(PS)/VIII/NC_M/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Arrangement for attending natural calamities in Br.-VIII (FY 2025-2026).** Estimated cost (Incl. CESS): ₹ **4,08,593.48**. Earnest Money: ₹ **8,200.00.**

(5) NIT No.: KMC/DCE(PS)/V/NC_M/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Arrangement for attending natural calamities in Br.-V (FY 2025-2026).** Estimated cost (Incl. CESS): ₹ **4,08,593.48**. Earnest Money: ₹ **8,200.00.**

(6) NIT No.: KMC/DCE(PS)/VI/NC_M/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Arrangement for attending natural calamities in Br.-VI (FY 2025-2026).** Estimated cost (Incl. CESS): ₹ **4,08,593.48**. Earnest Money: ₹ **8,200.00.**

(7) NIT No.: KMC/DCE(PS)/III/NC_M/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Arrangement for attending natural calamities in Br.-III (FY 2025-2026).** Estimated cost (Incl. CESS): ₹ **4,08,593.48**. Earnest Money: ₹ **8,200.00.**

(8) NIT No.: KMC/DCE(PS)/IV/NC_M/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Arrangement for attending natural calamities in Br.-IV (FY 2025-2026).** Estimated cost (Incl. CESS): ₹ **4,08,593.48**. Earnest Money: ₹ **8,200.00.**

(9) NIT No.: KMC/DCE(PS)/I/NC_M/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Arrangement for attending natural calamities in Br.-I (FY 2025-2026).** Estimated cost (Incl. CESS): ₹ **4,08,593.48**. Earnest Money: ₹ **8,200.00.**

(10) NIT No.: KMC/DCE(PS)/II/NC_M/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Arrangement for attending natural calamities in Br.-II (FY 2025-2026).** Estimated cost (Incl. CESS): ₹ **4,08,593.48**. Earnest Money: ₹ **8,200.00.**

(11) NIT No.: KMC/DCE(PS)/XV/NC_M/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Arrangement for attending natural calamities in Br.-XV (FY 2025-2026).** Estimated cost (Incl. CESS): ₹ **3,42,177.90**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.**

(12) NIT No.: KMC/DCE(PS)/XVI/NC_M/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Arrangement for attending natural calamities in Br.-XVI (FY 2025-2026).** Estimated cost (Incl. CESS): ₹ **3,42,177.90**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.**

(13) NIT No.: KMC/DCE(PS)/XIII/NC_M/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Arrangement for attending natural calamities in Br.-XIII (FY 2025-2026).** Estimated cost (Incl. CESS): ₹ **3,42,177.90**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.**

(14) NIT No.: KMC/DCE(PS)/XIV/NC_M/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Arrangement for attending natural calamities in Br.-XIV (FY 2025-2026).** Estimated cost (Incl. CESS): ₹ **3,42,177.90**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.**

(15) NIT No.: KMC/DCE(PS)/XI/NC_M/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Arrangement for attending natural calamities in Br.-XI (FY 2025-2026).** Estimated cost (Incl. CESS): ₹ **3,42,177.90**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.**

(16) NIT No.: KMC/DCE(PS)/XII/NC_M/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Arrangement for attending natural calamities in Br.-XII (FY 2025-2026).** Estimated cost (Incl. CESS): ₹ **3,42,177.90**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.**

(17) NIT No.: KMC/DCE(PS)/CR1/NC_M/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Arrangement for attending natural calamities in Control Room-I (FY 2025-2026).** Estimated cost (Incl. CESS): ₹ **3,42,177.90**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.**

(18) NIT No.: KMC/DCE(PS)/CR2/NC_M/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Arrangement for attending natural calamities in Control Room-II (FY 2025-2026).** Estimated cost (Incl. CESS): ₹ **3,42,177.90**. Earnest Money: ₹ **7,000.00.**

(19) NIT No.: KMC/DCE(PS)/CR1/NC_L/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Supply of hired lorry for attending natural calamities in Control Room-I under P&S Department (Night Shift) from 6 pm to 6 am (FY 2025-2026).** Estimated cost: ₹ **Quotation invited.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.**

(20) NIT No.: KMC/DCE(PS)/CR2/NC_L/24-25 (1st Call) Name of the Work: **Supply of hired lorry for attending natural calamities in Control Room-II under P&S Department (Night Shift) from 6 pm to 6 am (FY 2025-2026).** Estimated cost: ₹ **Quotation invited.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **244 days** (For Sl. No. 1 to 18) & **8 months** (For Sl. No. 19 & 20). Last date and time of submission of Bid: **27.02.2025 – 1 p.m.** (For Sl. No. 1 to 20). The bid documents and other details shall be available on and from **19.02.2025, 10 a.m.** (For Sl. No. 1 to 20). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 20). **(1405/24-25)**

ভারতের প্রথম প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ, সামির বোলিং পার্টনার হর্ষিত রানা নন!

দুবাই, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু বুধবার। উদ্বোধনী ম্যাচে নামছে আয়োজক পাকিস্তান। টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিন দুবাইতে ভারতের ম্যাচ। প্রথম প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। একটা সময় অবধি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচকেই শুধুমাত্র ক্লাসিকের মর্যাদা দেওয়া হত। ঠিক একই রকম না হলেও ভারত-বাংলাদেশ ক্রিকেটিয় লড়াই রোমাঞ্চকর হয়ে উঠেছে ক্রমশ। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের প্রভাব ক্রিকেট ম্যাচেও পড়ে। কেউ কাউকে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়তে নারাজ। গত বছর ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলেছে ভারত। এক তরফা সিরিজ হয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ওয়ান ডে ফরম্যাটে। ভারতের স্কোয়াডে চোটের কারণে নেই জসপ্রীত বুমরা। বাংলাদেশ অবশ্য এখন থেকেই স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে, বুমরাহীন ভারতকে হারানোর। তাদের প্রাক্তন ক্রিকেটাররাও মনে করছেন জসপ্রীত বুমরা না থাকায় এই টিমকে হারিয়ে দেবে

বাংলাদেশ। ম্যাচে কী হবে, তা বৃহস্পতিবারের বিষয়। বুমরা না থাকায় মহম্মদ সামির সঙ্গে পেস বোলিংয়ে জুটি কে বাঁধবেন, ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের মধ্যে আলোচনায় সেটাই। বুমরার পরিবর্ত হিসেবে স্কোয়াডে নেওয়া হয়েছে হর্ষিত রানাকে। সদ্য ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছে হর্ষিতের। পারফরম্যান্সেও নজর কেড়েছেন। তবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো ভার্চুয়াল নকআউট টুর্নামেন্ট এবং স্নায়ুর চাপ সামলাতে আদতে কতটা তৈরি এই নিয়ে প্রশ্ন থাকেই। ভারতের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর অবশ্য হর্ষিতের উপর ভরসা করেন। ফলে প্রাথমিক ভাবে বলা যায়, সামির সঙ্গে জুটি বাঁধবেন হর্ষিত। যদিও পরিস্থিতি অন্য কথা বলছে। সামি ডান হাতি পেসার। হর্ষিতও। পেস বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবে হার্দিক পান্ডিয়াও রয়েছেন। তিনিও ডানহাতি মিডিয়াম পেসার। বৈচিত্রের কারণেই হোক বা বড় টুর্নামেন্টে খেলার অভিজ্ঞতা, এগিয়ে বাঁ হাতি পেসার অর্শদীপ সিং। ওয়ান ডে ক্রিকেটে তিনিও খুব কম ম্যাচই খেলেছেন। তবে গত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নেপথ্যে বুমরার সঙ্গে ছিলেন অর্শদীপ। দুর্দান্ত পারফর্ম করেছিলেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও প্রথম ম্যাচে সামির সঙ্গে অর্শদীপকে খেলানোর সম্ভাবনা বেশি।

রহস্য নাকি অভিজ্ঞতা? একাদশে লড়াই কুলদীপ যাদব বনাম বরুণ চক্রবর্তী!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

একদিকে অভিজ্ঞ কুলদীপ যাদব, আবার মিস্ট্রি স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারতের একাদশে কোন স্পিনার! তা নিয়ে প্রবল আলোচনা। তার নানা কারণ রয়েছে। ভারতীয় বোর্ডের তরফে অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিটি প্রাথমিক স্কোয়াডে রাখেননি বরুণ চক্রবর্তীকে। তবে স্কোয়াডে রাখা হয়েছিল চার স্পিনারকে। এর মধ্যে রয়েছেন দুই বাঁ হাতি স্পিনার অলরআউন্ডার রবীন্দ্র জাডেজা ও অক্ষর প্যাটেল, অফস্পিনার অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর এবং বাঁ হাতি রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদব। ফাইনাল স্কোয়াডে অবশ্য বড় চমক ছিল। আর তা নিয়েই ধোঁয়াশা। চোটের কারণে স্কোয়াড থেকে ছিটকে যান জসপ্রীত বুমরা। তাঁর পরিবর্তে স্কোয়াডে যোগ করা হয় হর্ষিত রানাকে। চমকের সেখানেই শেষ নয়। তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালকে বাদ দেওয়া হয়। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে সিরিজেই এই ফরম্যাটে অভিষেক হয় যশস্বীর। এক ম্যাচ খেলেই বাদ পড়েন। তেমনই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল স্কোয়াড থেকেও। স্পেশালিস্ট ব্যাটারকে বাদ দিয়ে স্কোয়াডে যোগ করা হয় আর এক স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীকে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর অভিষেক হয়েছিল ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। আইপিএলে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের জেরে সরাসরি বিশ্বকাপে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। যদিও পারফর্ম করতে না পড়ায় বাদ পড়েন। গৌতম গম্ভীর কোচ হওয়ার পর টিমে কামব্যাক করেন বরুণ। এরপর থেকে টি-টোয়েন্টিতে একের পর এক চোখ ধাঁধানো পারফরম্যান্স। দু-ম্যাচে ফাইফারও নেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়ান ডে স্কোয়াডে শেষ মুহূর্তে যোগ করা হয়। এরপর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, একাদশে অভিজ্ঞ কুলদীপ যাদব নাকি মিস্ট্রি স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী। প্রথম বার যখন বিশ্বকাপে সুযোগ পেয়েছিলেন, সে সময়ের বরুণের সঙ্গে বর্তমানে বিস্তর ফারাক। নিজের খেলায় উন্নতি করেছেন। কিন্তু কুলদীপ যাদবের ধারাবাহিকতা, টিমে তাঁর অবদান এবং অভিজ্ঞতা ভুলে গেলেও চলবে না। টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে যেন সুস্থ মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে এটাই। কুলদীপ-বরুণকে একসঙ্গে অবশ্য খেলানো সম্ভব নয়। কারণ, পুরো টিমের ব্যালান্স নষ্ট হবে। বেছে নিতে হবে যে কোনও একজনকেই।

অস্বস্তি কাটেনি পন্থের! সমস্যা হচ্ছে হাঁটতে

দুবাই, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ ভারতের প্রথম প্র্যাক্টিস সেশনেই বেশ কিছুটা অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল। যা জারি রইল দ্বিতীয় প্র্যাক্টিস সেশনেও। আজ অবশ্য টিমের অনুশীলনে ছুটি দেওয়া হয়েছে। বুধবার ফের প্র্যাক্টিসে নেমে পড়বে টিম। কাল থেকে শুরু হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ভারতের প্রথম ম্যাচ বৃহস্পতিবার। স্কোয়াডে স্পেশালিস্ট কিপার ব্যাটার ঋষভ পন্থ। তবে মেকশিফ্ট হলেও লোকেশ রাহুলের কিপিং ২০২৩ সালে ওয়ান ডে বিশ্বকাপ এবং নানা সিরিজেই ভারতকে স্বস্তি দিয়েছে। যদিও ঋষভ পন্থের চোটে তৈরি হয়েছে অস্বস্তি। ঠিক কী হয়েছিল? এখনই বা কী পরিস্থিতি! চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ৫০ ওভারের ফরম্যাটে। যদিও ভারতীয় দল আগ্রাসী ক্রিকেটেই ফোকাস করছে। দুবাই পৌঁছে রবিবার প্রথম প্র্যাক্টিস সেশন ছিল ভারতের। অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়াকে ফিনিশারের ভূমিকায় দেখা যাবে। তাঁকে যে কোনও পরিস্থিতিতেই নামতে হতে পারে। সম্ভাবনা বেশি স্লগ ওভারেই। সেখানে আর ইনিংস গড়ার সুযোগ নেই। বিধ্বংসী ব্যাটিংই করতে হবে। প্র্যাক্টিসেও সেটাই করছিলেন হার্দিক। আর তাতেই সমস্যার তৈরি। প্রথম দিনের প্র্যাক্টিসে হার্দিকের একটি জোরালো শট ঋষভ পন্থের হাঁটুতে লাগে। টিমের ফিজিও দ্রুতই তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করেন। চোট কতটা গুরুতর বোঝা যায়নি। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ সোমবার ব্যাটিং অনুশীলনও করেন ঋষভ পন্থ। তাঁর যে হাঁটতে সমস্যা হচ্ছে, পরিষ্কার ধরা পড়েছে। যে কারণে কিপিং ড্রিল, ফিল্ডিং প্র্যাক্টিস করেননি ঋষভ পন্থ। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ড সিরিজের পর ভারতের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর জানিয়েছিলেন লোকেশ রাহুল ভালো খেলছে, তিনিই এখন দলের প্রথম পছন্দের কিপার-ব্যাটার। তবে পন্থকে যে বাতিলের খাতায় ফেলছেন না, সেটাও পরিষ্কার করে দেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো হাইভোল্টেজ টুর্নামেন্টে যে কোনও সময়ই ঋষভ পন্থের মতো বিধ্বংসী কিপার-ব্যাটারকে কাজে লাগতে পারে। বিশেষ করে ইংল্যান্ড সিরিজের শেষ ম্যাচ বাদ দিলে লোকেশ রাহুল লোয়ার অর্ডারে ভরসা দিতে পারেননি। কিপিংয়েও, বিশেষত স্পিনের বিরুদ্ধে অস্বস্তিতে দেখিয়েছিল। বুধবারের প্র্যাক্টিসে চিত্রটা আরও কিছুটা পরিষ্কার হতে পারে।

পরিবারে বিরাট ক্ষতি, তড়িঘড়ি দেশে ফিরলেন ভারতের বোলিং কোচ

দুবাই, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হচ্ছে কাল। মিনি বিশ্বকাপে ভারত নামছে বৃহস্পতিবার। ভারতের প্রথম প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান হলেও টুর্নামেন্ট হবে হাইব্রিড মডেলে। ভারতের সব ম্যাচই দুবাইতে। এমনকি সেমিফাইনাল এবং ভারত ফাইনালে উঠলে সেই ম্যাচও দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামেই হবে। রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল দুবাই পৌঁছে প্রস্তুতিও শুরু করেছে। এরই মধ্যে মাথায় বাজ পড়ার মতোই খবর। রবিবার ভারতের প্রথম প্র্যাক্টিস সেশন ছিল। উপস্থিত ছিলেন বোলিং কোচ মর্নি মর্কেলও। গতকাল অর্থাৎ সোমবার সন্ধ্যায় ভারতের অনুশীলন ছিল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচগুলি যেহেতু ডে-নাইট সে কারণে দু-দিন ভিন্ন সময়ে প্র্যাক্টিস সেরেছে ভারতীয় দল। তবে সোমবারের প্র্যাক্টিসে ছিলেন না বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল। তড়িঘড়ি দেশে ফিরতে হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার এই প্রাক্তন পেসারকে। প্রাথমিক ভাবে বলা হয়েছিল, ব্যক্তিগত কারণে তাঁকে দেশে ফিরতে হয়েছে। কিন্তু জানা যাচ্ছে, মর্নি মর্কেলের বাবার মৃত্যু হয়েছে। সে কারণেই তাঁকে দেশে ফিরতে হয়েছে। মর্কেল কবে দুবাইতে ভারতীয় টিমের সঙ্গে যোগ দেবেন তা এখনও নিশ্চিত নয়। তবে এমন হতাশার খবরে বড় ধাক্কা খেয়েছে ভারতীয় টিমের প্লেয়াররাও। মঙ্গলবার অবশ্য ভারতীয় টিমের প্র্যাক্টিস ছিল না। বুধবার ফের প্রস্তুতিতে নামার কথা ভারতীয় দলের।

'আমার পিআর টিম নেই', 'বাদ দেওয়ার পরে বোর্ডের কেউ কথা বলেনি', বঞ্চনা নিয়ে সরব রাহানে

মুম্বই, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ তিনি বরাবর বিনয়ী, মৃদুভাষী, সুশীল। দাপটের সেঞ্চুরি হাঁকিয়েও পর্দার আড়ালে থাকলেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। বঞ্চনা, বৈষম্য নিয়ে কোনওকালেই তেমন মুখ খোলেননি। কিন্তু কেরিয়ারের পড়ন্ত বেলায় এবার নিজের ফেলে আসা অতীত, আঘাত এবং অসংগতি নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে দিলেন অজিঙ্কা রাহানে। সেটাও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরুর প্রাকলগ্নে! যার জেরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। কেন্দ্রে রয়েছে দেশের ক্রিকেট সংস্কৃতির অন্দরে সুপারস্টার সংস্কৃতির বাড়বাড়ন্ত, নায়ক-পূজা, ইদানীন্তন সময়ে 'পিআর কালচারে'র লাগামছাড়া ঔদ্ধত্য! যার ভুক্তভোগী রাহানের মতো মুখচোরা খেলোয়াড়েরা। ক্ষমতা, ফর্ম আর রেকর্ড যাঁদের পক্ষে থাকলেও কোনও এক অজানা কারণে বছরের পর বছর ধরে টিমে যাঁদের জায়গা মেলে না। ২০২৩ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। দেশের জার্সি গায়ে সেই ছিল শেষ বার মাঠে নামা। তারপর আর দলে ফেরার টিকিট পাননি রাহানে। এই নিয়ে বলতে গিয়ে তিনি জানান, 'যখন আমায় কয়েক বছর আগে বাদ দেওয়া হয়, আমি ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরে রান করি এবং তার সুবাদে ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে জায়গাও পাই। অথচ তারপর আমায় ফের বসিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এতকিছুর মধ্যে কোন জিনিসটা আমার নিয়ন্ত্রণে ছিল? এর একটাই উত্তরঃ খেলে যাওয়া। এই কারণে ফের ঘরোয়া ক্রিকেট আর আইপিএলে খেলতে নামি। রান করি। ডাক পাই। সাধারণত, একজন অভিজ্ঞ ক্রিকেটার কামব্যাক করলে তাঁকে দুই থেকে তিনটি সিরিজে সুযোগ দেওয়া হয়। তাই দক্ষিণ আফ্রিকা সফরের জন্য মুখিয়ে ছিলাম। অথচ আমায় ডাকা হয়নি। খুব খারাপ লেগেছিল তখন। কারণ, দেশের হয়ে ততদিনে আমি অনেক ম্যাচ

খেলে ফেলেছি।'' এরপর জবাব চাইতে, জায়গা ফিরে পেতে বিসিসিআইয়ের কর্মকর্তাদের স্বারস্থ হননি কেন? রাহানের যুক্তিঃ ''আমি তেমন মানুষ নই, যে বারবার গিয়ে জিজ্ঞেস করবে আমায় বাছা হল না কেন? আসলে সেই সময় ন্যূনতম যোগাযোগ বলে কিছু ছিল না। যদি একজন রাজি আর অন্যপক্ষ নারাজি হয়, তাহলে আলাপ-আলোচনা চলে না। সেই সময় বড্ড অদ্ভুত লেগেছিল। কোনও কারণ ব্যাখ্যা ছাড়াই আমায় বাদ দেওয়া হয়। বোর্ডের তরফে ফোন বা ম্যাসেজ কিচ্ছু আসেনি। আসলে আমি দলে ফেরার জন্য প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছিলাম। এখনও সেটাই করে যাই। আমার বিশ্বাস, আমি ফের ফিরে আসব।'' ইদানীং সময়ে পিআর টিমের রমরমা। সমস্ত তারকা ক্রিকেটারের ব্যক্তিগত পিআর বাহিনী রয়েছে। যারা অফ ফর্মে থাকা কিংবা রানের, উইকেটের খরা চলা ক্রিকেটারদের ইমেজে পুলটিশ দিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই কালচারের বিরোধিতায় সরব হয়েছেন রাহানে। তুলে এনেছেন নিজের দৃষ্টান্ত। টিম ইন্ডিয়ার একদা বিশ্বস্ত সেনানীর অকপট জবাব, ''আমি বরাবরই লাজুক। স্রেফ ক্রিকেট খেলেছি। আর তারপর বাড়ি ফিরে গেছি। এর বাইরে কিছু করার প্রয়োজন অনুভব করিনি। লোকে বলেছে মুখ খুলতে। কিন্তু আমি খুলিনি। এবার নিজেও বুঝেছি, সময় এসেছে নিজেকে হাল্কা করার। বেশ কিছু ইস্যুতে সরব হওয়ার। সবাই বলে, খবরে মুখ দেখাও, নইলে ভেসে থাকতে পারবে না। কিন্তু আমার কোনও পিআর টিম নেই। আমার ক্রিকেটই আমার পিআর। তবে এবার বুঝে গেছি, আমায় খবরে থাকতেই হবে। নয়তো লোকে মনে করবে, আমি হারিয়ে গেছি, ফুরিয়ে গেছি।''

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় পেছাল মেসিদের ম্যাচ

কানসাস, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ শেষ পর্যন্ত পিছিয়েই গেল লিওনেল মেসিদের কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের ম্যাচ। ভারতীয় সময় বুধবার সকালে কানসাস সিটিতে ইন্টার মায়ামি ও স্পোর্টিং কানসাস সিটির ম্যাচটি শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রচণ্ড তুষারঝড়ের কারণে ম্যাচটি ২৪ ঘণ্টা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। এক বিবৃতিতে কনক্যাকাফ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে চিলড্রেন মার্সি পার্কের ম্যাচটি এখন শুরু হবে স্থানীয় সময় বুধবার সন্ধ্যা ৭টায়। অর্থাৎ ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৬টায় শুরু হবে ম্যাচটি। কেন এই সিদ্ধান্ত সেই ব্যাখ্যায় কনক্যাকাফ বলেছে, 'কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের রাউন্ড ওয়ান সিরিজের স্পোর্টিং কানসাস সিটি ও ইন্টার মায়ামি সিএফের প্রথম লেগের ম্যাচটির সূচি সম্ভাব্য দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে পরিবর্তন করা হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় কানসাস সিটি মেট্রোপলিটন এলাকায় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করবে, প্রচণ্ড তুষারপাতের শঙ্কাও আছে।' কনক্যাকাফ আরও লিখেছে দুই দলের সঙ্গে কথা বলেই সূচি পরিবর্তন করেছে তারা, 'খেলোয়াড় ও সমর্থকদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দুই ক্লাব ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আমরা ম্যাচের সূচি পরিবর্তন করেছি।' আবহাওয়া পূর্বাভাস বলছে আজ মঙ্গলবার কানসাস সিটিতে ১০ ইঞ্চি তুষারপাত হতে পারে। আবহাওয়া প্রতিবেদন অনুযায়ী, মঙ্গলবার এই ম্যাচের ভেন্যু চিলড্রেনস মার্সি পার্কের তাপমাত্রা মাইনাস ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসতে পারে। ফ্রাঙ্কো পানিজো নামের এক সাংবাদিক এর আগে দাবি করেন এমন ঠান্ডায় খেলতে চাননি মেসি, ''সূত্ররা আমাকে জানিয়েছে, এই ভয়ানক ঠান্ডার মধ্যে (স্থানীয় সময়) মঙ্গলবার স্পোর্টিং কানসাস সিটির বিপক্ষে খেলতে চান না মেসি। তিনি খেলবেন নাকি খেলবেন না, তা এখনো নিশ্চিত হয়নি। তবে কনক্যাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপের প্রথম ম্যাচে মেসির না খেলার সম্ভাবনা আছে।'' ম্যাচ তো একদিন পিছিয়েছে। তুষারপাত কমলেও তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবন কম। মেসি কি এই ম্যাচটি আদৌ খেলবেন?

কোন শর্তে খেলোয়াড়দের সাথে স্ত্রীদের থাকার অনুমতি দিল বোর্ড?

মুম্বই, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা সহ ভারতীয় ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের জন্য সুখবর। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড রিপোর্ট অনুযায়ী, সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫-এ খেলোয়াড়দের পরিবারদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তটি খেলোয়াড়দের জন্য বড় একটি স্বস্তির খবর কারণ বর্ডার-গাভাসকর সিরিজের পর একটি ১০-পয়েন্টের নির্দেশিকায় বোর্ডের পক্ষ থেকে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিদেশ সফরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি বিশেষ করে। সেই সময়ে বোর্ড কিছু নতুন নিয়ম প্রবর্তন করেছিল। তবে এবার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সফরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে তবে কিছু শর্ত জুড়ে। বিসিসিআই খেলোয়াড়দের শুধুমাত্র একটি ম্যাচের জন্য পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। খেলোয়াড়রা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে এবং বিসিসিআই-এর কাছে অনুরোধ জানিয়ে এটি সুরক্ষিত করতে পারবেন। তারপর বোর্ডই সেই ব্যবস্থা করবে। আগে বিসিসিআই-এর নির্দেশিকায় বিদেশ সফরের জন্য ৪৫ দিনের বেশি সময় হলে পরিবারের সদস্যদের সাথে থাকার জন্য দুটি সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছিল।

সেই সময়কালে ব্যক্তিগত কর্মী বা বাণিজ্যিক শুটিংয়ের ওপরও নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো ছোট সময়ের সফরের জন্য শুরুতে পরিবারের সদস্যদের থাকার অনুমতি ছিল না। তবে এখন বোর্ডটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রতিটি খেলোয়াড়কে একটি ম্যাচে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে থাকার অনুমতি দেওয়া হবে। তবে কোন ম্যাচে পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত থাকবেন, সেটি এখনও প্রকাশ করা হয়নি। বোর্ডের একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তাদের উদ্দেশ্য হলো ভ্রমণ এবং সিরিজের সময় পেশাদার মান এবং কার্যক্রমের দক্ষতা নিশ্চিত করা। নতুন নীতি অনুযায়ী, যেকোনো ব্যতিক্রম বা বিচ্যুতি নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান এবং হেড কোচের পূর্ব অনুমোদনের প্রয়োজন। এর ব্যতিক্রম ঘটলে, বিসিসিআই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। বোর্ডের প্লেয়ার চুক্তি অনুযায়ী তারা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে, যার মধ্যে ভারতীয় প্রিমিয়ার লিগ-এ অংশগ্রহণ থেকে নিষেধাজ্ঞা বা রিটেইনার অ্যামাউন্ট বা ম্যাচ ফি কমতে পারে। ভারতীয় দল তাদের প্রথম ম্যাচে ২০ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশকে মোকাবিলা করবে। এরপর ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান এবং ২ মার্চ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাদের পরবর্তী ম্যাচ হবে।

'আমরা নিরাপদ-এই বার্তা পৌঁছে দিয়েছে পাকিস্তান', প্রশংসা রামিজের

লাহোর, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ এক বছর, দু'বছর নয়। প্রায় তিরিশ বছর পর পাকিস্তানের মাটিতে বসতে চলেছে বড়সড় ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর। যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবে সাতটি দেশ। একমাত্র ভারতই খেলবে দুবাইয়ের স্টেডিয়ামে। আর দীর্ঘদিন বাদে এমন মেগা ইভেন্ট আয়োজনের বরাত পেয়ে ঢেলে সাজানো হয়েছে পাকিস্তানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা। দেশের বিভিন্ন শহরে আরও আঁটসাঁট করা হয়েছে তল্লাশি। এমনিতে করাচি, রাওয়ালপিন্ডি এবং লাহোরের তিনটি মাঠকে বেছে নিয়েছে আইসিসি। যদিও কড়াকড়ির দৃশ্য দেশের সর্বত্র ধরা পাছে। আর এই বিষয়টিকেই নজরে এনেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার রামিজ রাজা। তিনি বলেন, ''পাকিস্তান নিরাপদ এবং এমন গ্লোবাল টুর্নামেন্ট আয়োজনে সক্ষম এই বার্তা বাকি বিশ্বের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রশাসনিক তরফে অনেক মেহনত ও সাংগঠনিক দক্ষতার প্রয়োজন। আর বিশ্বের তামাম নাগরিকেরা ইতিমধ্যে তা বুঝতেও পেরেছেন।''

রিয়াল মাদ্রিদ-আতলেতিকোকে পেছনে ফেলে সবার ওপরে বার্সা

বার্সেলোনা, ১৮ ফেব্রুয়ারিঃ রিয়াল মাদ্রিদ এবং আতলেতিকো মাদ্রিদ মঞ্চটা তৈরি করেই দিয়েছিল। বার্সেলোনার প্রয়োজন ছিল শুধু নিজেদের কাজটা ঠিকঠাক করা। গতকাল রাতে রায়ো ভায়েকানোর বিপক্ষে ১-০ গোলের জয়ে সেই কাজটা বেশ ভালোভাবেই সেরেছে হান্সি ফ্লিকের দল। রবার্ট লেভানডফস্কির পেনাল্টি গোলে পাওয়া এই জয়ে লা লিগার পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে বার্সা। আর সেই সঙ্গে লা লিগার রোমাঞ্চও দারুণভাবে জমিয়ে তুলেছে তারা। শনিবার রাতে দুই নগরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল ও আতলেতিকো নিজেদের ম্যাচে পয়েন্ট হারানোয় বার্সার সামনে সুযোগ এসেছিল শীর্ষে ওঠার। ভায়েকানোর বিপক্ষে ম্যাচে অবশ্য সংগ্রাম করতে হয়েছে বার্সাকেও। বার্সার আক্রমণের বিরুদ্ধে ভায়েকানো প্রতিরোধ গড়েছিল বেশ। তবে এর মধ্যেই ম্যাচের ২৬ মিনিটে পেনাল্টি পায় বার্সা। স্পট কিকে ভুল

করেননি লেভা। গোল করে এগিয়ে দেন দলকে। এই গোলের পর দুই দলই চেষ্টা করেছে ম্যাচে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার। এমনকি ভায়েকানো একপর্যায়ে সমতা প্রায় ফিরিয়েই ফেলেছিল, কিন্তু অফসাইডের ফাঁদে বাতিল হয় সেই গোল। এরপর ম্যাচের বাকি সময় চেষ্টা করেও আর কোনো গোলের দেখা পায়নি দুই দল। ম্যাচ শেষ হয় বার্সার ১-০ গোলের জয়ে। এ ২০২৫ সালে ১২ ম্যাচ খেলে এখন পর্যন্ত অপরাজিতই থাকল কাতালান দলটি। এই জয়ে তিন সপ্তাহ আগেও রিয়ালের চেয়ে ৭ পয়েন্টে পিছিয়ে থাকা বার্সা উঠে এল শীর্ষে। ২৪ ম্যাচে বার্সার পয়েন্ট ৫১। সমান ম্যাচে রিয়ালের পয়েন্টও ৫১। কিন্তু গোল ব্যবধানে রিয়ালের (২৯) চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে আছে বার্সা (৪০)। কষ্টে পাওয়া এই জয় নিয়ে বার্সা কোচ ফ্লিক বলেছেন, ''খেলোয়াড়দের অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত আমরা আনন্দিত। আমাদের নতুন অবস্থান নিয়ে সবাই খুশি। আমার মনে হয়, আমরা খুব ভালো খেলেছি। যদিও আমার ধারণা আমরা আরও ভালো খেলতে পারতাম।'' শীর্ষে ওঠার আনন্দ থাকলেও সেটা ধরে রাখা যে চ্যালেঞ্জিং সেটিও মনে করিয়ে দিলেন ফ্লিক, ''এটা অনেক লম্বা রাস্তা। আমরা ভক্তদের জন্য খুবই খুশি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শেষ পর্যন্ত লড়াই করা। শীর্ষে ওঠার বিষয়টা কিছুই না যদি আমরা লড়াই অব্যাহত না রাখি।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com